গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ৬

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

জুন ২০২০

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP- ২০১৪-২০২০)টি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), কোরিয়া আর্ন্তজাতিক সহযোগী সংস্থা (KOIKA) এবং কোরিয়া এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক (KEXIM) এর সহায়তায় বাস্তবায়িত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি জাতীয় কর্মসূচী। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে একটি মানসম্মত, সমতাভিত্তিক এবং কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যমানের দেশে এবং পর্যায়ক্রমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করাই সেসিপ প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সমগ্র মাধ্যমিক সরকারি বেসরকারি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সেসিপ প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত, তাছাড়া সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় ৫৪টি জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৩৬৮টি সরকারি স্কুল এবং ১৯৪৮০টি বেসরকারি স্কুলসহ সর্বমোট ১৯৮৪৮টি স্কুল সেসিপ কর্মসূচীর আওতাধীন করা হয়েছে। উল্লেখিত সংখ্যক স্কুলে সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২৩০০০৪ শিক্ষক এবং এক কোটির বেশি সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সেসিপ প্রোগ্রাম বাস্তাবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DHSE)কে মুখ্য বাস্তবায়নকারি সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে সহায়তা করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM), মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE), শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর (EED), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (BMEB), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর(DIA), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ(NTRCA), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো। সেসিপ পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতিত্ব করে থাকেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং তার সাথে কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করেন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা পরিচালক (DG)। এছাড়া মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তরের দ্বিতীয় স্তরের বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি হিসাবে মহা পরিচালক এর নেতৃত্বে সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি (SPIC) কাজ করছে। এছাড়া তৃতীয় স্তরে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট হিসাবে, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (Ex-officio DG, DSHE) এর নেতুত্বে সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিট (SPSU) সহায়তায় জেপিডি এর কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মীরা প্রযুক্তিগ সহায়তা প্রদান করে থাকেন। সুতারাং উপরে উল্লেখিত তথ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সেসিপ কর্মসূচী আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বিশাল এবং বহুমাত্রিক কর্মকান্ড যার উপরে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতিগত দিকসমূহ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে সীমিত সম্পদ এবং সময়ের কথা চিন্তা করে নিবিড় পর্যবেক্ষণের কৌশল এবং পদ্ধতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (IMED) এবং মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DHSE) এর অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমত, নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) উভয় পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত এলাকা যাতে সেসিপ কর্মসূচীকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার জন্য বৈজ্ঞানিক নমুনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল যাতে প্রতিনিধিত্বশীল হয় তার জন্য বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ থেকে ৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা থেকে ২ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে চার ধরনের স্কুল সেসিপ কর্মসূচীতে আছে সে সমস্ত স্কুল যাতে প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণের আওতায় আসে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণের গুণগত (Qualitative) দিকগুলো পর্যালোচনার জন্য দলীয় আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাথে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে সেসিপ কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা, যারা আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজের সাথে নিয়োজিত তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণকে তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে-নীতিগত পর্যায়, কৌশলগত পর্যায় এবং বাস্তবায়ন পর্যায়। প্রথমতঃ দীর্ঘদিন ধরে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (Sector Wide Approach) ছিল না। এমত অবস্থায় সেসিপের মাধ্যমে সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচ এর অভাব পূরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার অব্যাহত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেসিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বাস্তবায়ন কৌশল হিসাবে পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বিষয়গুলো হচ্ছে: কারিকুলাম উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, আইসিটি এর প্রয়োগ এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন। তৃতীয়তঃ সামগ্রিক বাস্তবায়ন, এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে যা মূলত সেসিপ কর্মসূচীর বিশালত্ব এবং বাস্তবায়নের জন্য সীমিত সম্পদ থাকার কারণে সৃষ্ট। উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সম্পদের জোগান ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ প্রয়োজন, প্রশাসনিক কার্যনির্ভর প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।

আবার এই কর্মসূচীর অধীনে আইসিটি এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সাইন্স ল্যাবসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে বাস্তবায়ন করা এখনও সম্ভব হয়নি। ভোকেশনালের এবং প্রাক-ভোকেশনাল (Pre-Voc) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। এই কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা অর্থনৈতিকভাবে জীবনের মান গ্রহণযোগ্যভাবে অর্জন করার ক্ষেত্রে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন সেটা যাচাই করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ প্রাক-ভোকেশনাল (Pre-Voc) কারিকুলাম কেবলমাত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। কিছু কার্যক্রম যা মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারতো বলে পরামর্শক দল মনে করেন সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি; যেমন পাঠাভ্যাসের উন্নয়ন, এনসিটিবি

বিফরকেশন (NCTB bifurcation) (এইবিষয় সম্পর্কে পরামর্শক দল বিশেষভাবে অবগত নয়), সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচারণা (Social media campaign), শিক্ষার এক ধারা হতে অন্য ধারায় (যথা: মাদ্রাসা হতে কারিগরি) সহজে স্থানান্তর (Flexible learning pathways), শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং এর জন্য জাতীয় প্রচারণা(National campaign for student counseling), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ক্ষমতায়ন (BANBEIS capacity development)। সবশেষে সেসিপ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সেসিপ কর্মসূচী বাংলাদেশে SWAp অ্যাপ্রোচ এর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

Acronym

ADB	Asia Development Bank
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BISE	Board of Intermediate and Secondary Education
BMEB	Bangladesh Madrasah Education Board
BoQ	Bill of Quantity
CA	Continuous Assessment
DIA	Directorate of Inspection and Audit
DG	Director General
DPP	Development Project Proposal
DSHE	Directorate of Secondary and Higher Secondary Education
EED	Education Engineering Department
EFA	Education for All
EMIS	Education Management Information System
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
MIS	Management Information System
MoE	Ministry of Education
NAEM	National Academy for Educational Management
NCTB	National Curriculum and Textbook Board
NPA	National Plan of Action
NTRCA	Non-government Teachers' Registration and Certification Authority
NTEC	Non-Government Teacher Education Council
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development

PEC	Project Evaluation Committee
PIMU	Project Implementation Management Unit
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PSC	Project Steering Committee
RDPP	Revised Development Project Proposal
SDG	Sustainable Development Goal
SEDP	Secondary Education Development Program
SESDP	Secondary Education Sector Development Project
SPSS	Statistical Package for Social Science
SWOT	Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TQI	Teaching Quality Improvement

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ..... **ii**

Acronym ..... **v**

চিত্রের তালিকা ..... **xi**

সারণির তালিকা ..... **xiii**

প্রথম অধ্যায়: প্রোগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা **১**

১.১ প্রোগ্রামের পটভূমি ১

১.১.১ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ১

১.১.২ মাধ্যমিক শিক্ষা ও সেসিপ ২

১.২ প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২

১.৩ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ৪

১.৪ প্রোগ্রামের মেয়াদকাল ও অর্থায়ন ৫

১.৪.১ প্রোগ্রামের মেয়াদকাল ৫

১.৪.২ অর্থায়ন পরিকল্পনা (আরডিপিপি অনুসারে) ৫

১.৪.৩ বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় ৬

১.৪.৪ প্রোগ্রামের বিনিয়োগ পরিকল্পনা (ডিপিপি অনুসারে)- ৬

১.৫ প্রোগ্রামের মূল কার্যক্রম ৭

১.৬ প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ৯

১.৬.১ প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ৯

১.৬.২ অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি ১০

১.৬.৩ প্রোগ্রামের অঙ্গ ভিত্তিক অর্জন ১১

১.৭ প্রোগ্রামের লগ ফ্রেম (আরডিপিপি) অনুযায়ী ১২

১.৮ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা **১৯**

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (টর) কার্য-পরিধি ১৯

২.১.১ সেসিপ বাস্তবায়ন কাঠামো ২১

২.২ কৌশলগত পদ্ধতি ২২
২.৩ সমীক্ষার ধারণা ২২
২.৩.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি ২৩
২.৪ সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন ২৪
২.৫ সমীক্ষার জন্য পরিমানগত নমুনার আকার নির্ণয় ২৬
২.৬ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারগ্রহণ (কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ) ২৭
২.৭ দলীয় আলোচনা ২৮
২.৮ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য উৎস ২৯
২.৯ মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ ৩৪
২.৯.১ মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ৩৫
২.৯.১.১ প্রস্তুতি ও চূড়ান্তকরণ (চেকলিস্ট ও জরিপ প্রশ্নাবলী) ৩৫
২.৯.১.২ তথ্য সংগ্রহ (ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি) ৩৬
২.৯.১.৩ উপকরণসমূহের প্রাক-পরীক্ষা ৩৬
২.৯.১.৪ নিয়োগ এবং চুক্তি ৩৬
২.৯.১.৫ মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় ৩৬
২.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন ৩৬
২.১১ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control) ৩৬
২.১১.১ তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ ৩৬
২.১১.১.১ তথ্য নিখুঁতকরণ এবং সম্পাদনা ৩৭
২.১১.১.২ তথ্য কোডিং এবং স্ক্রিনিং ৩৭
২.১১.১.৩ পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংমিশ্রণ (ট্রায়াঙ্গুলেশন) ৩৭
২.১১.১.৪ তথ্য বিশ্লেষণ ৩৭
২.১১.১.৫ পরিমাণগত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ: ৩৮
২.১১.১.৬ গুণগত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ৩৯
২.১২ কর্মপরিকল্পনা ৪০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফলাফল পর্যালোচনা ৪২
৩.১ ক্রয় পরিকল্পনা ও অগ্রগতি ৪৩

৩.১.১ প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি ৪৪
৩.১.১.১ প্রোগ্রামের অঙ্গ ভিত্তিক অর্জন ৫১
৩.১.২ পণ্য ক্রয়/ সংগ্রহের পর্যালোচনা ৫৪
৩.২ প্রোগ্রামের নির্ধারক অনুসারে প্রাপ্ত ফলাফল ৬০
৩.২.১ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তা অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তোলা ৬০
৩.২.১.১ পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন ৬১
৩.২.১.২ শিক্ষকদের পাঠদান উন্নতকরণ- ৭২
৩.২.১.৩ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন- ৭৭
৩.২.১.৪ শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ- ৮০
৩.২.১.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমবাজারের জন্য অধিকতরভাবে প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা- ৮৭
শ্রমবাজারের জন্য অধিকতরভাবে প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা ৮৮
৩.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা ৮৯
৩.২.২.১ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন- ৮৯
৩.২.২.২ শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ ৯৩
৩.২.২.৩ ঝরে পড়া রোধ করা- ৯৬
৩.২.৩ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী করা ১০৩
৩.২.৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ- ১০৩
৩.২.৩.২ তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ ১০৬
৩.২.৩.৩ শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন, ... ১০৮
৩.২.৩.৪ কার্যকরী পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়সাধন, ... ১০৯
৩.২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মুল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ। ১১০
৩.৩ মাঠ জরিপ, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত ছবিসমূহ ১১২
চতুর্থ অধ্যায়: প্রোগ্রামের সবল ও দূর্বল দিক পর্যালোচনা ১১৫
৪.১ প্রোগ্রামের সবল দিক ১১৫
৪.২ প্রোগ্রামের দুর্বল দিক ১১৬
৪.৩ সুযোগ ১১৭
৪.৪ ঝুঁকি ১১৭

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ..... ১১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার ও সুপারিশ..... ১২৩

সুপারিশ ১২৩

রেফারেন্স ১২৬

সংযুক্তি ১২৮

জরিপের প্রশ্নসমূহঃ (শিক্ষার্থী).....১২৮

দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট ১৩০

গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট ১৩১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান অবস্থার তালিকা..... ১৩৮

প্রোগ্রাম কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় (ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে) ১৮৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: সেসিপ বাস্তবায়নকারি সহযোগী সংস্থা ৩

চিত্র ২- সেসিপ বাস্তবায়নকারি কাঠামো ২১

চিত্র ৩: সেসিপ বাস্তবায়ন কৌশল.....২২

চিত্র ৪- নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি.....২৩

চিত্র ৫- নমুনা এলাকা ২৫

চিত্র ৬- তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া.....৩৫

চিত্র ৭- কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি.....৩৮

চিত্র ৮- সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি..... ৪১

চিত্র ৯- সৃজনশীল পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনোভাব ৬৭

চিত্র ১০- সৃজনশীল পদ্ধতি এর ব্যাপারে মনোভাবের পিছনে কারণসমূহ.....৬৮

চিত্র ১১- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ ও খুব সহজ মনে হওয়ার হার ৭০

চিত্র ১২- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী ক্লাস লেকচার বুঝতে পারার শতকরা হার..... ৭১

চিত্র ১৩- বিভাগভেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার থাকার শতকরা হার.....৮৩

চিত্র ১৪- বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারার শতকরা হার ৮৪

চিত্র ১৫- আইসিটি লার্নিং সেন্টার থাকার শতকরা হার ৮৪

চিত্র ১৬ -আইসিটি ক্লাস কীভাবে নেওয়া হয় তার শতকরা হার.....৮৫

চিত্র ১৭- অন্যান্য আর কী কী উপায়ে আইসিটি ক্লাস নেওয়া হয় বা না হলে কেন হয় না তার শতকরা হার.....৮৫

চিত্র ১৮- আইসিটি ক্লাস এর বোধগম্যতার শতকরা হার ৮৬

চিত্র ১৯- আইসিটি ক্লাস না বুঝতে পারার কারণসমূহ.....৮৬

চিত্র ২০- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি নেই তার শতকরা হার.....৯০

চিত্র ২১ বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কিনা তার হার ৯০

চিত্র ২২- শিক্ষকদের জন্য ব্ল্যাকবোর্ড আছে কিনা তার শতকরা হার..... ৯১

চিত্র ২৩- খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কিনা তার শতকরা হার..... ৯১

চিত্র ২৪- বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কিনা তার শতকরা হার..... ৯১

চিত্র ২৫- খেলার মঠ আছে কিনা তার শতকরা হার..... ৯১

চিত্র ২৬- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি আছে কিনা তার হার..... ৯৪

চিত্র ২৭- সকল বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে পারে কিনা তার হার.....৯৫

চিত্র ২৮- বিদ্যালয়ে কাউনেলিং প্রোগ্রাম চালু আছে কিনা তার হার ৯৮

চিত্র ২৯- বিভাগভেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম থাকার শতকরা হার.....৯৯
চিত্র ৩০-কতদিন পর পর কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম করা হয় তার হার ৯৯
চিত্র ৩১- গত ৬মাসে কতবার কাউন্সলিং করা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থীর সাথে তার বিশ্লেষণ ১০০
চিত্র ৩২-কিসের ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হয় তার বিশেষণ ১০০
চিত্র ৩৩- অন্যান্য আর যেসকল কারণে উপবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে.....১০১
চিত্র ৩৪- শতকরা কতজন গতবছর বৃত্তি পেয়েছিল তার হার ১০২
চিত্র ৩৫- বৃত্তির টাকা পড়ার খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট মনে করার হার ১০২
চিত্র ৩৬- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী গতবছর উপবৃত্তি পাওয়ার হার ১০৩
চিত্র ৩৭-বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার থাকার শতকরা হার ১০৭
চিত্র ৩৮- হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের রাজারবাজার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা ১১২
চিত্র ৩৯- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্বপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান দালান.....১১২
চিত্র ৪০- নন্দিগ্রাম সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের (নন্দিগ্রাম, বগুড়া) ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দলীয় আলোচনা ..১১২
চিত্র ৪১- কামালপুর হাজী জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের (ভৈরব, কিশোরগঞ্জ) অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা১১২
চিত্র ৪২- বরগুনা জেলার তালতলি উপজেলার কড়ই বড়িয়া কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রধান দালান ১১৩
চিত্র ৪৩- চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পশ্চিমচাল ইসলামিয়া মাদ্রাসার শ্রেনীকক্ষের দৃশ্য..... ১১৩
চিত্র ৪৪- বরগুনা জেলার আমতলি উপজেলার আমতলি এম ইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা ১১৩
চিত্র ৪৫-গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক মিটিং কক্ষ ১১৩
চিত্র ৪৬ -বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার স্বচ্ছিদ্দ চুনখোলা এম বি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ..... ১১৩
চিত্র ৪৭- গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার আমলাগাছি বি এম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা ১১৩
চিত্র ৪৮-বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার আগর মালঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য নতুন ক্রয়কৃত আসবাবপত্র ১১৪
চিত্র ৪৯- চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাঁশখালি বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের টয়লেটের চিত্র ১১৪

সারণির তালিকা

সারণি ১- প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩

সারণি ২- প্রোগ্রামের বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ্য মার্কিন ডলার) ৬

সারণি ৩- ধাপ (ট্রাঞ্চ) অনুযায়ী বিনিয়োগ পরিকল্পনা ৭

সারণি ৪- অঙ্গের উপাদানসমূহ ৯

সারণি ৫- অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি ১১

সারণি ৬- আরডিপিপি অনুসারে লগ ফ্রেম ১২

সারণি ৭- নির্বাচিত এলাকা ২৪

সারণি ৮- মাল্টিস্টেজ নমুনা কৌশল ২৭

সারণি ৯- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারগ্রহণ ২৮

সারণি ১০- অংশীদার অনুযায়ী গুণগত নমুনা আকার ২৮

সারণি ১১- নিবিড় পরিবীক্ষণের সময় ব্যবহৃত সকল তথ্য উৎস ২৯

সারণি ১২- প্রোগ্রামের অধীনে কার্যক্রম মূল্যায়নের উপকরণসমূহের তালিকা ২৯

সারণি ১৩- বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ৪০

সারণি ১৪- প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি ৪৪

সারণি ১৫- প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি ৪৪

সারণি ১৬- প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক অর্জন ৫১

সারণি ১৭- পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন ৬৬

সারণি ১৮- বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতি কেমন মনে হয় তার তালিকা ৬৭

সারণি ১৯- সৃজনশীল পদ্ধতির সহজ বা খুব সহজ মনে হওয়ার পেছনে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের কারণসমূহ ৬৯

সারণি ২০- সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বা খুব কঠিন মনে হওয়ার পেছনে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের কারণসমূহ ৭০

সারণি ২১- শিক্ষকদের পাঠদান উন্নত করণে উদ্দেশ্য ও অর্জন ৭৬

সারণি ২২- শ্রেণি কক্ষে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ৮০

সারণি ২৩- শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ ৮২

সারণি ২৪- কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অর্জন ৮৮

সারণি ২৫- বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন ৯০

সারণি ২৬- শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ ৯৪

সারণি ২৭- ঝরে পড়া রোধ ৯৮

সারণি ২৮- শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ ১০৬

সারণি ২৯- তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ ১০৭
সারণি ৩০- শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ১০৯
সারণি ৩১- কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় ১৮৩
সারণি ৩২- প্রোগ্রাম অগ্রগতি ১৯৯

প্রথম অধ্যায়: প্রোগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রোগ্রামের পটভূমি

একটি শক্তিশালী প্রগতিশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতি বিনির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি উপযুক্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষা একটি জাতির কেবল মেরুদন্ডই নয়, সে জাতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিয়ামক। দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কর্মক্ষম দক্ষ নাগরিক গড়ে তুলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুগম করে তোলার জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যক। সাক্ষরতা, অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং উৎপাদনশীল কাজে অপরিহার্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা যখন নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে, তখন সেটি সামাজিক পরিবর্তনের একটি কার্যকরি হাতিয়ার হয়ে উঠে। শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে, বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির বিধানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। কালক্রমে, শিক্ষাকে কার্যকরি করে তুলতে বাংলাদেশ সরকার নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার গুরুত্বকে আরও সুদূরপ্রসারী কার্যকরী রূপ দেয়ার জন্য শিক্ষা আইনের খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত হয়ে এবং আইনটি এখন অনুমোদনের অপেক্ষায়। তাছাড়া এসডিজি-০৪ এ ন্যূনতম ১২ বছর শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে নয় বছর বাধ্যতামূলক। সেই দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

১.১.১ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরটি প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৫ বছরের একটি চক্র। এই চক্রে প্রবেশ করতে শিক্ষার্থীর বয়স কমপক্ষে ছয় বছর হতে হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি ব্যাপ্ত রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরকে আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত করা হয়: ৩ বছরের জুনিয়র মাধ্যমিক (১১ থেকে ১৩ বছরের শিক্ষার্থী), ২ বছরের মাধ্যমিক (১৪ থেকে ১৫ বছরের শিক্ষার্থী), এবং বাকি ২ বছরের উচ্চমাধ্যমিক (১৬ থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থী)। উচ্চ শিক্ষার স্তরটি নানান ধারার (সাধারণ, কারিগরী, প্রকৌশল, কৃষি, ব্যবসায় শিক্ষা, ও চিকিৎসাবিদ্যা) ৪ থেকে শুরু করে ৬বছরের ব্যাপ্তি নিয়ে পরিচালিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার মূলত দুইটি ধারা রয়েছে: সাধারণ এবং মাদ্রাসা। মাধ্যমিক পর্যায়ের রয়েছে তিনটি ধারা: সাধারণ, মাদ্রাসা, এবং কারিগরী। উচ্চশিক্ষার ধারাগুলো হল: সাধারণ, প্রযুক্তি/কারিগরি, ও মাদ্রাসা। প্রতিটি স্তরের শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসেছে।

১.১.২ মাধ্যমিক শিক্ষা ও সেসিপ

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো মূলত প্রণীত হয়েছিল ২০১০ সালের শিক্ষানীতি এবং ২০১১ সালের দক্ষতা উন্নয়ননীতি অনুসরণ করে এবং এর সাথে আরো কিছু অনুসাঙ্গিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয় যা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করেছে। যেমন- বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৭৫) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সমন্বয় কমিটি (১৯৯৩)। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম কিছু উদ্দেশ্য হল- উদ্ভাবনী মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ইতিবাচক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ সাধন, জনগণকে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি সকল নাগরিকের দেশপ্রেম, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে উৎসাহিত করা। (সুত্র: প্রগ্রেস রিপোর্ট ২০১৫,২০১৭,২০১৯)

সম্প্রতি সেসিপ (Secondary Education Sector Investment Program, SESIP) প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকে দক্ষ ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দরিদ্রতা নিরসনে অন্যান্য ধারার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সেসিপ-এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে সরকার ও এসইডিপি মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও, বহুমাত্রিকতার কারণে সেসিপ প্রোগ্রামটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে । ফলে সেসিপকে পরবর্তীতে এসইডিপি এর সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে।

১.২ প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কারের জন্য, সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামটি (২০১৩-২০২৩) এডিবি(ADB), আইডিএ (IDA), কেওআইকেএ (KOIKA), কেইএক্সআইএম(KEXIM), বাংলাদেশ সরকার এর সহযোগিতায়, বাংলাদেশের জেলা থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর যুগোপোযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় দু'টিকে বিবেচনায় রেখে দেশের দারিদ্র বিমোচন করা এই প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। ২০২১-এ পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বর্ণিত মাধ্যমিক শিক্ষার দিকনির্দেশ ও নির্দেশনাগুলি সঠিক ভাবে অনুসরণ করার লক্ষ্যে এই প্রোগ্রামটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তোলার মাধ্যমে, সেসিপ প্রোগ্রামটি বাংলাদেশের জনগণকে কর্মক্ষেত্রের জন্যে উপযুক্ত করে তুলবে।

এই প্রোগ্রামটি মূলত এডিবির সহায়তাপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী প্রোগ্রামগুলির (SEDP, SESDP, TQI) ফলো-আপ উদ্যোগ হিসাবে গৃহীত হয়েছে যা কিনা শিক্ষা খাতের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দিকের মানোন্নয়ন ঘটাবে। দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে

শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের দক্ষতা, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা নিশ্চিত করা, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সেসিপ এর আওতায় নতুন জনবল নিয়োগ এবং কাঠামোগত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (SHED) এই প্রোগ্রামটি পরিচালনার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (EED), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (BMEB)। এই প্রোগ্রামটি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত।

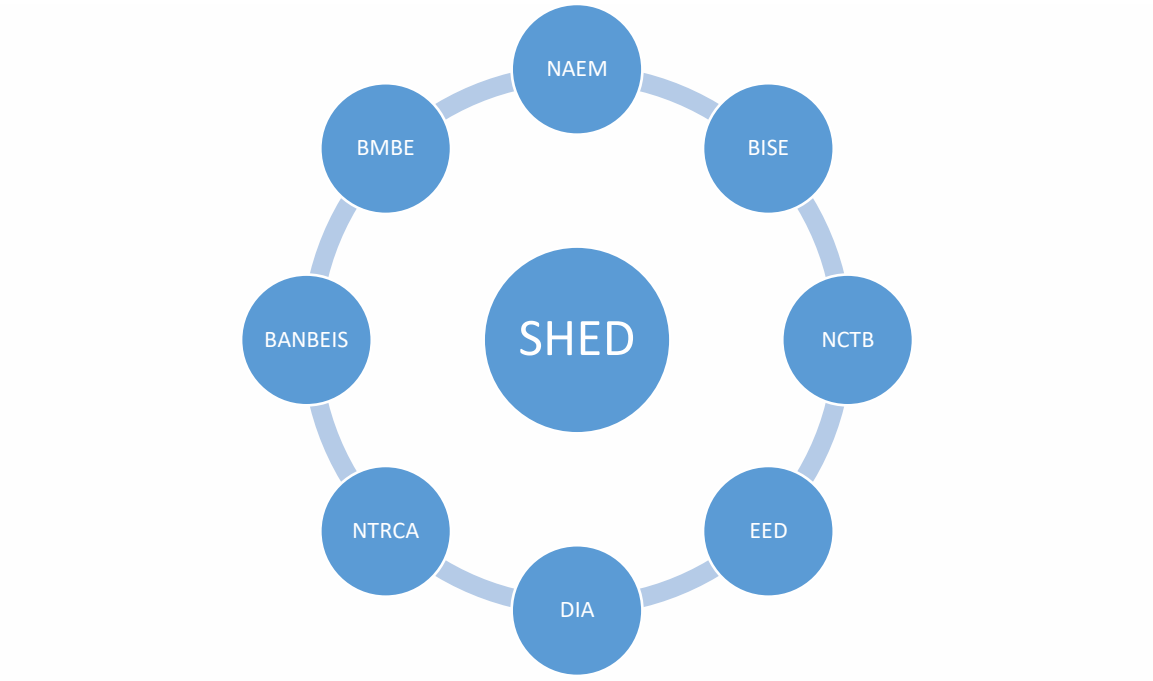

চিত্র ১: সেসিপ বাস্তবায়নকারি সহযোগী সংস্থা

সেসিপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অনুমোদিত ব্যয়

সারণি ১- প্রোগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রোগ্রামের নাম	:	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)
(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রোগ্রামের নাম	**:**	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)	
প্রোগ্রামের অবস্থান		সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী	
(ক) প্রোগ্রামটির অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	**:**	**মূল**	**সংশোধিত**
মোট		১৬৫৮১৪.০০	৩৮২৬৯২.৪৭
জিওবি		৯৩৮১৪.০০	১৬৮১৯২.৪৭
প্রোগ্রাম সাহায্য		৭২০০০.০০	২১৪৫০০.০০

১.৩ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য

গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি অধিক প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ:

১) কারিকুলাম উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

২) কর্মভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান;

৩) প্রোগ্রামভুক্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ;

৪) মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ই-লার্নিং মিডিয়া জনসংযোগকরণ;

৫) শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধা যাচাই ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন;

৬) নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন;

৭) ড্রপ-আউটের হার হ্রাসকরণ;

৮) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণ;

৯) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কে শক্তিশালীকরণ; এবং

১০) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি।

১.৪ প্রোগ্রামের মেয়াদকাল ও অর্থায়ন

১.৪.১ প্রোগ্রামের মেয়াদকাল

বাস্তবায়ন মেয়াদ	মূল	সংশোধিত
ক) শুরুর তারিখ	জানুয়ারি, ২০১৪	জানুয়ারি, ২০১৪
খ) সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০২০

১.৪.২ অর্থায়ন পরিকল্পনা (আরডিপিপি অনুসারে)

উৎস	ট্রাঞ্চ -১ (লক্ষ মিলিয়ন ডলার)	ট্রাঞ্চ -২ (লক্ষ মিলিয়ন ডলার)	ট্রাঞ্চ -৩ (লক্ষ মিলিয়ন ডলার)	মোট অর্থ	মোট অর্থের শতাংশ
এডিবি (ADB)	৯০	১৮৫	২২৫	৫০০	২.৬%
আইডিএ (IDA)	১০০	২৬৫	___	৩৬৫	১.৯%
কেওআইকেএ (KOIKA)	৩.৫	____	___	৩.৫	০.০%
কেইএক্সআইএম(KEXIM)	৩৯	৫৮	___	৯৭	০.৫%
বাংলাদেশ সরকার	৫৪৪২.৫	২৯৬৮	১০০৭৯	১৮৪৮৯	৯৫.০%
মোট	**৫৬৭৫**	**৩৪৭৬**	**১০৩০৪**	**১৯৪৫৪**	**১০০%**

১.৪.৩ বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়

অর্থ বছর	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি/টিপিপি তে সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়
	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)		মোট (লক্ষ টাকা)
২০১৯-২০২০	৩৮২, ৬৯২.৪৭	৮৫,০০০.০০	৬৩,৭৫০.০০	৩৯,৭৩৮.১৮
২০১৮-২০১৯		৭৯,১০৫.০০	৭৯,১০৫.০০	৭৩,৫২১.৮৮
২০১৭-২০১৮		৭৬,১০০.০০	৭৫,৬২০.১৫	৬২,৮৯৫.৫১
২০১৬-২০১৭		৫৬,১৩০.০০	৫১,৮৬৩.০০	৪০,৩২৬.৫০
২০১৫-২০১৬		২৮,৪৫৭.০০	২৮,৪৫৭.০০	২৬,৭৮৮.০৬
২০১৪-২০১৫		১৫,১৫৩.০০	১৫,১৫৩.০০	১৪,১৪৭.৪৪
২০১৩-২০১৪		৫,৭০০.০০	৫,৭০০.০০	৪৯.০৯.১৮
সর্বমোটঃ	৩৮২, ৬৯২.৪৭	৩৪৫,৬৪৫.০০	৩১৯,৬৪৮.০০	২৬২,৩২৬.৭৫

১.৪.৪ প্রোগ্রামের বিনিয়োগ পরিকল্পনা (ডিপিপি অনুসারে)-

সারণি ২- প্রোগ্রামের বিনিয়োগ পরিকল্পনা (লক্ষ্য মার্কিন ডলার)

অঙ্গভিত্তিক বিনিয়োগ	**দশ লক্ষ মার্কিন ডলার**
ক। ১) উন্নয়ন বাজেট	
১) ফলাফল ১- মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তা অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তোলা	৮৩.০৭
২) ফলাফল ২- মাধ্যমিক শিক্ষক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং ঝরে পড়া রোধ করা	৪১.০
৩) ফলাফল ৩- ব্যবস্থপনা ও প্রশাসন কে শক্তিশালীকরা	৬৫.২
৪) কর এবং দায়িত্ব সমূহ	৮.৭
মোট ক। ১.	১৮৭.০
ক। ২. আনুষঙ্গিক ভাতা	৭.৬
ক। ৩. প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সময় ব্যয়কৃত অর্থ	১.৮

অঙ্গভিত্তিক বিনিয়োগ	দশ লক্ষ মার্কিন ডলার
মোট [(ক=(ক । ১)+ (ক । ২)+ (ক । ৩)]	২০৭.২৭
খ। উন্নয়ন ব্যতিত বাজেট	১৫২৪.৭
মোট (ক +খ)	১৭৩১.৯৭

সারণি ৩- ধাপ (ট্রাঞ্চ) অনুযায়ী বিনিয়োগ পরিকল্পনা

উৎস	ধাপ (ট্রাঞ্চ) ১-২ এর পরিমাণ (লক্ষ্য মার্কিন ডলার)	ধাপ (ট্রাঞ্চ) ১-২ এর বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব	ধাপ (ট্রাঞ্চ) ৩-৪ এর পরিমাণ (লক্ষ্য মার্কিন ডলার)	ধাপ (ট্রাঞ্চ ৩-৪ এর বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব	মোট পরিমাণ (লক্ষ্য মার্কিন ডলার)
এডিবি	২৭৫.০০	৮.০২%	২২৫.০	১.৬৮%	৫০০.০০
জিওবি	৩১৫৫.২	৯১.৯৮%	১৩২০৪.৮	৯৮.৩২%	১৬,৩৬০
	৩৪৩০.২	১০০.০০%	১৩,৪২৯.৮	১০০.০ %	১৬,৮৬০

১.৫ প্রোগ্রামের মূল কার্যক্রম

১। ধাপ (ট্রাঞ্চ) -১ এর কার্যক্রম সমূহ

- কারিকুলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন: টিচার্স গাইড প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
- পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার: সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন।
- কার্যক্রম ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা: ১০,০০০ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জাম প্রদান, প্রশিক্ষণ।
- আইসিটি শিক্ষার প্রসার: ৬৪০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন।
- বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীগণের এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ: অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- বিদ্যালয় মনিটরিং ও সুপারভিশন জোরদারকরণ: মাঠপর্যায়ে ১১৪১ জনবল নিয়োগ।
- ৪ টি মহানগরে নতুন থানা শিক্ষা অফিস স্থাপন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ: উপবৃত্তি প্রদান এবং একটি সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদান এবং একটি সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস শক্তিশালীকরণ।

২। ধাপ (ট্রাঞ্চ) -২ এর কার্যক্রম সমূহ

- সাধারণ বিদ্যালয়-মাদ্রাসায় ভোকেশনাল ও প্রি-ভোকেশনাল কোর্স চালু।
- পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়-মাদ্রাসার জন্য রিসোর্স টিচার (ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বিষয়ের অতিরিক্ত শিক্ষক) প্রোগ্রাম।
- শিক্ষার্থীদের জন্যে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ডাটাবেইস/তথ্যভান্ডর তৈরি: সফটওয়্যার তৈরি, প্রশিক্ষণ।
- জেলা শিক্ষা অফিসের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
- অতিরিক্ত ১০,০০০ বিদ্যালয়-মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সরঞ্জাম সরবরাহ। অতিরিক্ত ৪ লক্ষ (মোট ১০ লক্ষ) শিক্ষকের প্রশিক্ষণ।

১.৬ প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

১.৬.১ প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

১০ বছরের মধ্যে অর্জন করার উদ্দেশ্যে মোট ১৩টি লক্ষ্যমাত্রাকে তিনটি অঙ্গে ভাগ করা হয়েছে। অঙ্গগুলো হলঃ

১) মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তা অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তোলা, ২) মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ঝরে পড়া রোধ করা, ৩) ব্যবস্থপনা ও প্রশাসনকে শক্তিশালী করা।

সারণি ৪- অঙ্গের উপাদানসমূহ

ক্রমিক নং	মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তার প্রাসঙ্গিকতা	মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং ঝরে পড়া রোধ করণ	ব্যবস্থপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শক্তিশালী করণ
১	পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন	বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন	শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ
২	শিক্ষকদের পাঠদান উন্নতকরণ	শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ	তথ্য ও প্রযুক্তিকে শক্তিশালীকরণ
৩	শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন	ঝরে পড়া রোধ করা।	শিক্ষক ব্যবাস্থাপনার মানোন্নয়ন
৪	শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ		কার্যকরী পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়সাধন
৫	শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমবাজারের জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা।		পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ

সময় স্বল্পতা এবং সীমাবদ্ধতার কারণে এই দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামের অঙ্গসমূহের সকল উপাদান নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় আনা দুরূহ। সুতরাং গবেষণার উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৩টি লক্ষ্যের মধ্য থেকে ১০টি লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। যে তিনটি লক্ষ্য আমাদের বিস্তারিত অধ্যয়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি সেগুলোর কিছু উপাদান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং সেকেন্ডারি ডকুমেন্টস থেকে পর্যালোচনা করা হবে।

প্রাধান্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত ১০টি উপাদান হল:

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রাসঙ্গিকতা

- ❖ পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন,
- ❖ শিক্ষকদের পাঠদান উন্নতকরণ,
- ❖ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন,
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ,
- ❖ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমবাজারের জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধকরণ

- ❖ শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ,
- ❖ ঝরে পড়া রোধ করণ।

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

- ❖ তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ,
- ❖ শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন,
- ❖ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ ।

নির্বাচিত লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য প্রসঙ্গিক প্রয়োজন সাপেক্ষ গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সহ সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

১.৬.২ অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি

সাম্প্রতিক কালে গৃহীত আর্থিক সংস্কার/নীতি এবং সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের (২০১৯-২০ অর্থবছরের) অর্জনের বিবরণ:

১.	প্রোগ্রামের নাম	:	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম
২.	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০২০
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৪.	প্রোগ্রাম ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৮২৬৯২.৪৭ [জিওবি:**১৬৮১৯২.৪৭ (৪৩.৯৫%)** এডিবি:**২১৪৫০০.০০ (৫৬.০৫%)**]

সূত্র: ১. মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০৫০.১৬(অংশ-৪)-৩০৪; তারিখ: ১৫.০১.২০২০

সারণি ৫- অর্থবছর ভিত্তিক অগ্রগতি

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি (হ্রাস/বৃদ্ধি)	কার্যক্রম/কর্মসূচী
২০১৩-২০১৪	৫,৭০০.০০	৪,৯০৯.১৮	বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে
২০১৪-২০১৫	১৫,১৫৩.০০	১৪,১৪৭.৪৪	
২০১৫-২০১৬	২৮৪,৫৭.০০	২৬৭,৮৮.০৬	
২০১৬-২০১৭	৫৬১,৩০.০০	৪০,৩২৬.৫০	
২০১৭-২০১৮	৭৬১,০০.০০	৬২৮,৯৫.৫১	
২০১৮-২০১৯	৭৯১০৫.০০	৭৩৫২১.৮৮	
২০১৯-২০২০	৮৫০০০.০০	৪৮৩৭৩.২৩ (ফেব্রুয়ারি-২০২০)	

১.৬.৩ প্রোগ্রামের অঙ্গ ভিত্তিক অর্জন

১. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন হার ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলমান উপবৃত্তি কর্মসূচীগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্য বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী (HSP) নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং সুবিধাভোগীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে ন্যাশনাল ইভালুয়েশন এন্ড এ্যাসেসমেন্ট সেন্টার (NEAC) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ন্যাশনাল ইভালুয়েশন এন্ড এ্যাসেসমেন্ট সেন্টার এক্ট-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক মানোন্নয়ন নীতিমালা (STDP) প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ নির্দেশনা নীতিমালা (SEICGP) প্রণীত হয়েছে।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন যাচাইয়ের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার বার্ষিক সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট (SE-ASPR)-২০১৮ প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইএমআইএস দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ ও বেসরকারিকরণ বিষয়ে গৃহীত ও প্রণীতব্য কার্যক্রম বিবরণ;

১. আন্ডারসার্ভড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ৮৩টি বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্তির আওতায় নেয়া হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ৫৪টি উপজেলায় প্রায় তিন লক্ষ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বছরে ৫৩কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গ্রহীতব্য কার্যক্রমের বিশদ বিবরণী;

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও কার্যক্রম অনলাইন ব্যবস্থাপনায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

২. শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ২১টি করে মোট ৫৬৭০টি ল্যাপটপসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। আরও ৭০টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও আইসিটি শিক্ষকগণকে আইসিটি লার্নিং সেন্টার পরিচালনা বিষয়ে ইতোমধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

৩. আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসহ বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৭৭টি কম্পিউটার ও প্রিন্টার ১৭২৮টি ল্যাপটপ, ৪০৫টি ফটোকপিয়ার, ৫২৪টি ফ্যাক্স মেশিন, ৮২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ৫৮৭টি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন, ৫১৬টি আইপিএস, ইএমআইএস সার্ভার ও ৬১০টি স্ক্যানার সরবরাহ করা হয়েছে।

১.৭ প্রোগ্রামের লগ ফ্রেম (আরডিপিপি) অনুযায়ী

সারণি ৬- আরডিপিপি অনুসারে লগ ফ্রেম

সার সংক্ষেপ	যাচাই করার নির্দেশক সমূহ	যাচাই করার উৎস	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা	উদ্দেশ্য অর্জন
প্রভাব, মাধ্যমিক পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি	মাধ্যমিক পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে তা ৪৬% এ উন্নীত করা ২০৩০ সালের ভেতর (বেজলাইন জরিপ থেকে প্রাপ্ত – ২০১০ এ এই হার ছিল ২২%)	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর প্রতিবেদন	অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন	২০১৬-২০১৭ এর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক পাশ করা কর্মজীবীদের শতকরা হার ৩০.৮%। কারিকুলাম রিভিউ এবং নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১০০,০০০ শিক্ষককে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে: ৬০.০০০ এবং মাদ্রাসাগুলিতে: ৪০,০০০ শিক্ষক) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ৫০০০ বিদ্যালয়ে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান
ফলাফল আরও কার্যকরী, ন্যায়সঙ্গত ও উন্নত মানের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা	মাধ্যমিক শিক্ষা (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) সমাপ্ত করার হার ২০১১ সালে ছিল ৪৬.৪%(মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৪৩.৬% এবং আর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এই হার ছিল ৩১.৬%)যা কিনা ২০২৩ সালে ৫৮% (মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৫% এবং মাদ্রাসার	ডিএসএইচই' এস, ইএমআই এস (DSHE's EMIS)	বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন অব্যাহত রাখবে । ঝুঁকি: ক) আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সম্প্রীতি কম	

সার সংক্ষেপ	যাচাই করার নির্দেশক সমূহ	যাচাই করার উৎস	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা	উদ্দেশ্য অর্জন
	শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৬২%) তে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।		থাকাতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হওয়া।	করা হয়েছে । ২০,০০০ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে (বালিকা বিদ্যালয়ঃ ১৬০টি এবং মাদ্রাসাঃ ১২৮টি) ৬৪০ টি বিদ্যালয়ে তথ্য ভান্ডার এর হাব এবং আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ৬০,০০০ শিক্ষককে পরিমার্জিত এস বি এ এর উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা বিকাশিত এবং অনুমোদিত জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক বিকাশ নীতি অনুমোদিত এবং প্রচারিত হয়েছে ট্রান্স-২ এর আওতায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (জিডি-৩৯) মাঠ পর্যায়ে (৯৯২৭টি প্রতিষ্ঠান) সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের আওতায় ৯৫টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে
	এস এস সি পরীক্ষায় এ এবং এ+ পাওয়া শিক্ষার্থীদের হার ২০২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪১% এবং মাদ্রাসাতে ৫১% এ উন্নীত করা। এইচ এস সি পরীক্ষায় এ এবং এ+ পাওয়া শিক্ষার্থীদের হার ২০২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩৮% এবং মাদ্রাসাতে ৩৫% এ উন্নীত করা।	ব্যানবেইস এর বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন		
	নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির শতকরা হার ২০১১ সালের ৬১% থেকে ২০১৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬% (মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৭১%) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির শতকরা হার ২০১১ সালে ২৫% থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯% (মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ২৯%)	ডিএসএইচই’ এস, ইএমআই এস (DSHE’s EMIS)	পড়াশুনা শেষ করতে পারা শিক্ষার্থীর হার বেড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সব সহযোগী সংস্থা সংশোধনী উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ	
	নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী টিকে থাকার হার ৫৮% (২০১১ সালে) থেকে বেড়ে ৬০%(২০১৭ সালে) হয়েছে	ডিএসএইচই’ এস, ইএমআই এস (DSHE’s EMIS)		
আউটপুট	১। ২০১৬ সালের মধ্যে	ডিএসএইচই’	বাংলাদেশ	

সার সংক্ষেপ	যাচাই করার নির্দেশক সমূহ	যাচাই করার উৎস	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা	উদ্দেশ্য অর্জন
১। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি	এনসিপিএফ পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২। ২০২৩ সালের ভেতর পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন সাধন ১০,০০০ বিদ্যালয়ে নানা শিক্ষা উপকরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজি এর উপর বেশি জোর দেওয়া হবে। ৩। ২০২৩ সালের ভেতর কমপক্ষে ১৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজকে "সেন্টার ফর এক্সিলেন্স" উপাধিতে পুরস্কৃত করা হবে। ৪। ২০১৭ সালের মধ্যে এনএসএ পরিকল্পনা অনুমোদন ৫। ২০২৩ সালের ভেতর এনএসএ চালু করা হবে অষ্টম এবং দশম শ্রেণিতে। ৬। ২০২৩ সালের ভেতর ই-শিক্ষা চালু করা হবে ৩৮০০ বিদ্যালয়ে (৪০% মাদ্রাসা এবং ২০% মহিলা বিদ্যালয়) ৭। ২০২৩ সালের মধ্যে ১০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রি-ভোকেশনাল এবং ভোকেশনাল কোর্স চালু	এস, ইএমআই এস (DSHE's EMIS), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষক উন্নয়ন, পলিসি, শিক্ষা মন্ত্রণায়ের পাঠ্যক্রম বিষয়ক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, ডি এল আই এর ফলাফল প্রতিবেদন।	সরকার সময়মত আরো জনবল নিয়োগ করবে। সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার সাথে একমত পোষণ করেছে। সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেক্টর-ওয়াইড অ্যাপ্রোচ কার্যকর করতে সংকল্পবদ্ধ ঝুঁকি: দূর্বল সমন্বয় এবং অপর্যাপ্ত ধারণক্ষমতার কারণে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হতে পারে।	প্রিভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ১০টি ট্রেডের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪টি ট্রেডের দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং এডিবির সম্মতি পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৬টি ট্রেডের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি/দাখিল ভোকেশনাল প্রোগ্রাম চালুকরণের লক্ষ্যে বই বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি চলমান রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক বিগত ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং ৬৭৬ জন শিক্ষককে নিয়োগের লক্ষ্যে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উপ-দরিদ্র উপবৃত্তি প্রোগ্রাম কার্যকর করা হয়েছে উপ-দরিদ্র উপবৃত্তি প্রোগ্রাম সম্পর্কে সম্প্রদায় সচেতনতা প্রসারিত করা হয়েছে। ১০০০ স্কুলে প্রান্তিক গ্রুপগুলির জন্য রিসোর্স শিক্ষক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

সার সংক্ষেপ	যাচাই করার নির্দেশক সমূহ	যাচাই করার উৎস	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা	উদ্দেশ্য অর্জন
২। ঝরে পড়া রোধ করা	১। ২০২৩ সালের মধ্যে, আন্ডারসার্ভড এলাকার ৫০০০ টি বিদ্যালয় বর্ধিতকরণ ২। ২০২৩ সালের মধ্যে, ২০ লক্ষ উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিক্ষার্থীকে স্কুলে ধরে রাখা।	ডিএসএইচই' এস, ইএমআই এস ডি এলআই অর্জনের উপর তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন রিপোর্ট।		উপজেলা ই-লেভেল অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় প্রচার "কাউন্সেলিং কার্যকর করা হয়েছে ৩০০টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে আরএইচডিপিকে পাইলট করা হয়েছে। এনটিএসসি প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর হয়েছে
৩। শিক্ষা ব্যস্থাপনা জোরদারকরণ এবং পরিচালনা	১। ২০১৮ সালের মধ্যে, শেড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত স্কুল, জেলা, এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করার পরিকল্পনা রয়েছে ২। ২০২৩ সালের মধ্যে শেড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পরিকল্পনা মানদণ্ড এবং লক্ষ্য নির্ধারিত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা ৩। ২০২৩ সালের মধ্যে, ৩৫০টি উপজেলা অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা ৪. ২০২৩ সালের মধ্যে, ২০১৭ থেকে চালিত শিক্ষকদের সংশোধিত জাতীয় নিবন্ধকরণ এবং জাতীয় রোলআউটের জন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা ৫।২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে প্রতিবছর ডিএসএইচই এর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার	এমও ই পলিসি গাইডলাইন ডিএসএইচই (DSHE,s) এর পলিসি গাইডলাইন ডিএসএইচই (DSHE,s) এর কর্তৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক শিক্ষার বার্ষিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন। এমও ই কর্তৃক মাধ্যমিক		কর্মক্ষম এবং কার্যক্ষম শিক্ষক সম্পাদনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। SWAp কার্যকর হবে; একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হয় এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ডিএসএইচই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্ল্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিকাশিত এবং অনুমোদিত হয়েছে অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগগুলি সমর্থন করার জন্য পিপিপি সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ই-প্রকিউরমেন্ট সহ ক্রয়ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করা হয়েছে। ২০০০ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংগ্রহের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ১০০জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি ফলোআপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

সার সংক্ষেপ	যাচাই করার নির্দেশক সমূহ	যাচাই করার উৎস	গুরুত্বপূর্ণ ধারণা	উদ্দেশ্য অর্জন
	কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ৬। ২০২৩ সালের মধ্যে শেড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সরকারি ও বাহ্যিক সম্পদ দ্বারা অর্থায়িত মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমটি সেক্টর-ওয়াইড পদ্ধতির রোড ম্যাপের সাথে সামঞ্জস্য করে প্রয়োগ করা ৭। ২০২৩ সালের মধ্যে শেড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ডিএসএইচই পুনঃগঠন এবং শেডে কর্মী নিয়োগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেক্টর পরিকল্পনা, বিকেন্দ্রীকরণ, এমএন্ডই, সংগ্রহ ও অর্থ ও পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা জোরদার করার পরিকল্পনা করেছে; কর্মীদের প্রশিক্ষণের কমপক্ষে ৮০% পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।	শিক্ষার প্রোগ্রাম কর্মসূচী ফ্রেমওয়ার্ক অনুমোদন। বার্ষিক তত্ত্বাবধায়ক (Fiduciary) সংশোধন রিপোর্ট ।		

এ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৮ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

শিক্ষা বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের মূল ক্ষেত্র। সরকার আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষার প্রচার ও কৌশলগত লিভার হিসাবে শিক্ষার মাইলফলক অর্জনের ক্ষেত্রে মহান প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার বৃদ্ধি করে, সরকারী স্টেকহোল্ডার এবং শিক্ষাগত প্রযুক্তিগত পাঠদান, শেখার সরঞ্জাম এবং সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ উল্লিখিত অন্যতম অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা এবং শেখার ক্ষেত্রে আধুনিক ও উদ্ভাবনীরীতি গ্রহণ করা। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইসিটি ব্যবহারের বর্তমান চিত্রটি নীচে সারণিতে দেওয়া হয়েছে (উৎস: বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৮):

বিষয়	সাধারণ বিদ্যালয়	মাদ্রাসা
কম্পিউটার আছে	৮০.৮০%	৮২.৭৪%
ইন্টারনেট সংযোগ আছে	৭৯.১৮%	৭৪.৯৭%
কম্পিউটার ল্যাব আছে	৩০.৭৭%	১৪.৫৫%
অফিসিয়াল এবং শিক্ষার কাজে কম্পিউটার এর ব্যবহার	৭৫.৬২%	৫৮.২৮%

সেসিপ পর্যায়ক্রমে এনইপি-২০১০ এ করা মূল সংস্কারগুলি বাস্তবায়ন সমর্থন করে। মাধ্যমিক শিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে পরিপূরক শিক্ষার উপকরণ হিসাবে আইসিটি প্যাডোগজি (আইসিটি ৪পি) প্রবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এটি ৭১০টি আইএলসি (আইসিটি লার্নিং সেন্টার) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আইএলসিগুলি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিখা-শিখন প্রক্রিয়ায় আইসিটি এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার, স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী তথ্য অ্যাক্সেস, জ্ঞান বিতরণ এবং সামাজিক যোগাযোগের বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আধুনিক শ্রেণিকক্ষ হিসাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

এই আইএলসিগুলি পরিচালনা সকল ক্ষেত্রে মসৃণ হয় না, কখনো কখনো বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়। একারণে আইসিটি উদ্যোগ এর প্রত্যাশিত ফলাফলগুলো সর্বদা অনিশ্চিত থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে আইএলসি উদ্যোগ বাস্তবায়নের সময় নীচে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল, সেগুলো হল: (১) নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগের অভাব; (২) অপর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ; (৩) আইসিটিতে দক্ষ শিক্ষকের অপর্যাপ্ত; (৪) আইসিটি মূল কর্মীদের সচেতনতা, মালিকানা, স্বত্ব এবং জবাবদিহিতার অভাব; (৫) মূল কর্মীদের মধ্যে অপর্যাপ্ত কার্যকরী সমন্বয়; (৬) স্কুলে আইসিটি সরঞ্জামের জন্য পেশাদার রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তার অপ্রতুলতা ; (৭) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাব; (৮) শ্রেণিকক্ষে আইসিটির অনুপযুক্ত ব্যবহার; (৯) সময়মতো ওয়ারেন্টি সমর্থন প্রাপ্তিতে অনিয়ম; (৯) যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের জন্য যথাযথ পদ্ধতির অভাব; (১০)শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে অক্ষমতা; (১১) অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব; (১২) উচ্চ মূল্যের আইসিটি ডিভাইস এবং (১৩) প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্বের কম সক্ষমতা।

শ্রেণিকক্ষে পরিপূরক হিসাবে ইন্টারেক্টিভ ই-লার্নিং উপকরণের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটি উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। ইতিমধ্যে কয়েকটি আইসিটি উদ্যোগ মাধ্যমিক স্তরে কার্যকর করা হয়েছে তবে বিভিন্ন কারণে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা যায়নি। সুতরাং, মাধ্যমিক শিক্ষার মানসম্পন্ন শিক্ষার ফলাফলের জন্য শ্রেণিকক্ষে আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করতে টেকসই কর্মকাণ্ডের একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনাটি নীচে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি কভার করবে:

(১) কৌশলগত স্থায়িত্ব;

(২) প্রযুক্তিগত স্থায়িত্ব;

(৩) শিক্ষাগত স্থায়িত্ব;

(৪) আর্থিক স্থায়িত্ব;

এই পরিস্থিতিতে, এই চ্যালেঞ্জগুলি সঠিকভাবে মোকাবেলার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটি হস্তক্ষেপের টেকসই কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি কৌশলগত পন্থা চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত কৌশলগত পন্থাগুলি হ'ল: (১) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী দলের গঠন; (২) কার্যকর তদারকি দল স্থাপন; (৩) উন্নত আইসিটি সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা; (৪) জাতীয় পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের আলোকে আইসিটি-৪ ই-নীতি পর্যালোচনা; (৫) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেমের (ইএমআইএস) ভূমিকা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি (৬) আইসিটি কার্যকারীর সক্ষমতা বিকাশ; (৭) ই-লার্নিং মেটেরিয়ালগুলির (রিলিজ) কেন্দ্রীয় ভান্ডার স্থাপন; (৮) টেকসই কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য আইসিটি কর্মীদের ভূমিকা; (৯) নেটওয়ার্কিং এবং সংযোগের সহজলভ্যতা; (১০) শিক্ষা খাতে আইসিটি উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন; (১১) রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তার জন্য বিদ্যালয়গুলিতে অনুদান প্রদান; এবং (১২) আইসিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা অনুমোদনের জন্য স্কুল পরিচালনকে অনুপ্রাণিত করা।

আইএলসি টেকসইকরণ পরিকল্পনাটি রেকর্ডকৃত মূল অনুসন্ধানগুলি, চ্যালেঞ্জগুলি এবং সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করার পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটি হস্তক্ষেপের মসৃণ টেকসই ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিহ্নিত এই কৌশলগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত এবং কাঠামোগত গঠন করা হয়েছে।

অবশেষে, ক্লাসরুমে আইসিটির টেকসই ক্রিয়াকলাপের বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করতে এবং বিশ্বমানের জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে আইসিটি প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আইসিটি স্থায়িত্বের অগ্রগতি সূচকগুলি বিকশিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার (টর) কার্য-পরিধি

নিবিড় পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য অর্জনের অগ্রগতির তুলনামূলক মূল্যায়ন করা। প্রোগ্রাম সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মতামত প্রদানসহ প্রোগ্রামটির সক্ষমতা এবং দুর্বলতা খুঁজে বের করে এবং প্রোগ্রামটির চলমান কর্মসূচীগুলো কার্যকরভাবে সম্পাদনে সম্ভাব্য ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি ডিএম ওয়াচ পরিচালনা করছে যাতে প্রোগ্রাম এলাকার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রোগ্রামের কাজসমূহের কার্যকারিতা ও একই সাথে মান যাচাই করা হয়েছে।

১. প্রোগ্রামের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রোগ্রাম অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল তথ্য) পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ ;

২. প্রোগ্রামের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;

৩. প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রোগ্রামের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য, সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রোগ্রাম দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. . প্রোগ্রামের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য, সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্যাকেজগুলোর পণ্য ক্রয়ের পদ্ধতি (দরপত্র আহ্বান, সুনির্দিষ্টকরণ/ টিওআর (ToR)/ বিওকিউ (BOQ), দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি)-তে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এ বর্ণিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা পরিবীক্ষণ করা এবং পূর্বনির্ধারিত সূচক অনুসারে ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;

৭. প্রোগ্রামের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, প্রোগ্রামের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রোগ্রাম অনুমোদন সংশোধন (যদি থাকে), অর্থায়ন, তহবিল ছাড় এবং অর্থ প্রদান সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ;

৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি সাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়া করণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় , বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন কার্যক্রমের সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ এবং সার্বিক অগ্রগতি যথাযথ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা;

১১. প্রোগ্রামটির আওতায় নির্মাণ ও পূর্তকাজ, আসবাবপত্র, আইসিটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রভৃতিসহ সকল অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়, গুণগতমান ও ব্যয়ের বিবেচনায় যথাযথ কিনা তা যাচাই করা;

১২. মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রভৃতি প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যর্থাথতা এবং গুণগতদিকসমূহ যাচাই করা;

১৩. প্রোগ্রাম সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১৪. প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রোগ্রামের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis তৈরি করা;

১৫. প্রোগ্রাম-সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা; জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

১৬. প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা: প্রোগ্রাম পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার মূল আলোচনা প্রকাশিত প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৭. প্রোগ্রামের অংশীজনদের উপর জরিপ পরিচালনা এবং তাদের মতামত গবেষণামূলকভাবে বিশ্লেষণ;

১৮. সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন;

২.১.১ সেসিপ বাস্তবায়ন কাঠামো

চিত্রটি দেখায় যে সেসিপের একটি সুসংগঠিত কাঠামো রয়েছে যা ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো হল:

পলিসি স্তর: মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত নীতিসমূহ সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে সমন্বিত হয়।

কৌশলগত স্তর: কৌশলগত স্তরে সেসিপের কাজ হলো, যে নকশা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত নীতিসমূহকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা। এটি ডিএসএইচই এবং অন্যান্য সহ-সংস্থার নেতৃত্বে সম্পাদন করা হয়।

বাস্তবায়ন স্তর: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কার্যকারী করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক প্রশাসনের মাধ্যমে স্থানীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে ।

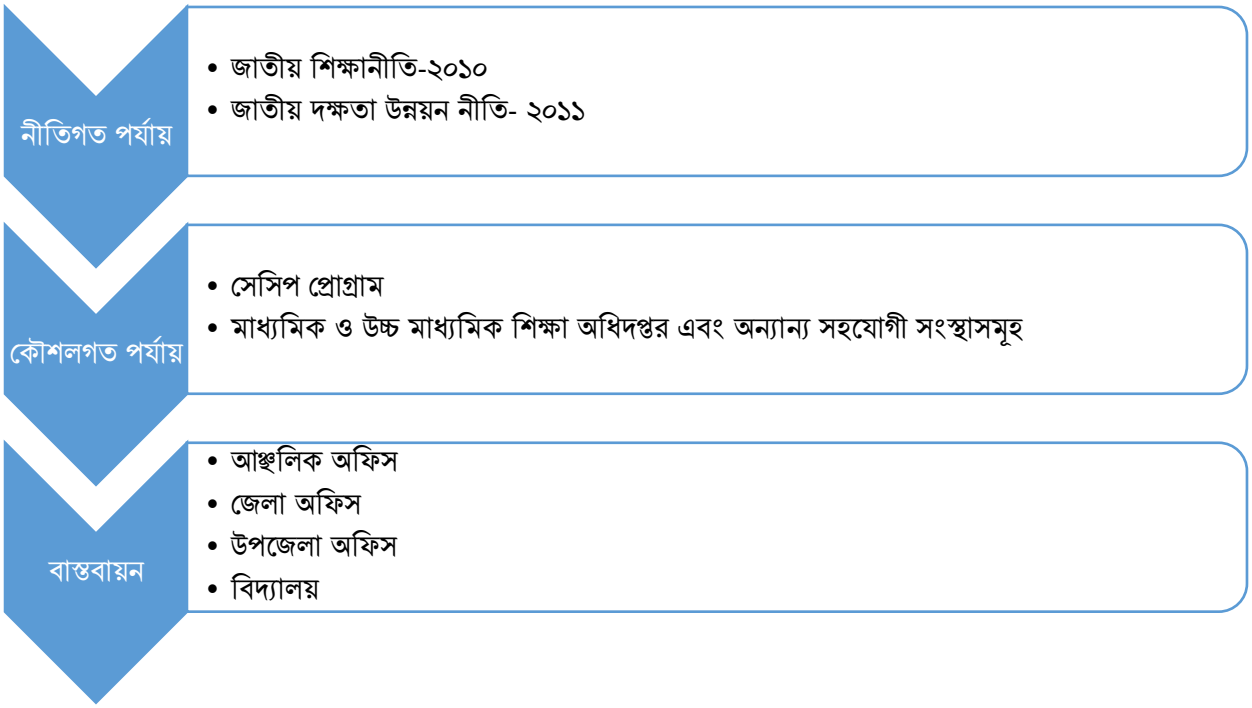

চিত্র ২- সেসিপ বাস্তবায়নকারি কাঠামো

২.২ কৌশলগত পদ্ধতি

সেসিপ বাস্তবায়ন কৌশলটি একটি চক্রীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যায়। এটি পাঠ্যক্রমের বিকাশ থেকে শুরু হয় এবং পরে পাঠ্যক্রমের প্রচার, পাঠ্যক্রম প্রয়োগের প্রশিক্ষণ, পাঠদানের প্রকৃত বাস্তবায়ন এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত হয় যা ফলাফল অর্জনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। এভাবে চক্রকারে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজটি কার্যকর ভাবে সম্পন্ন হয়।

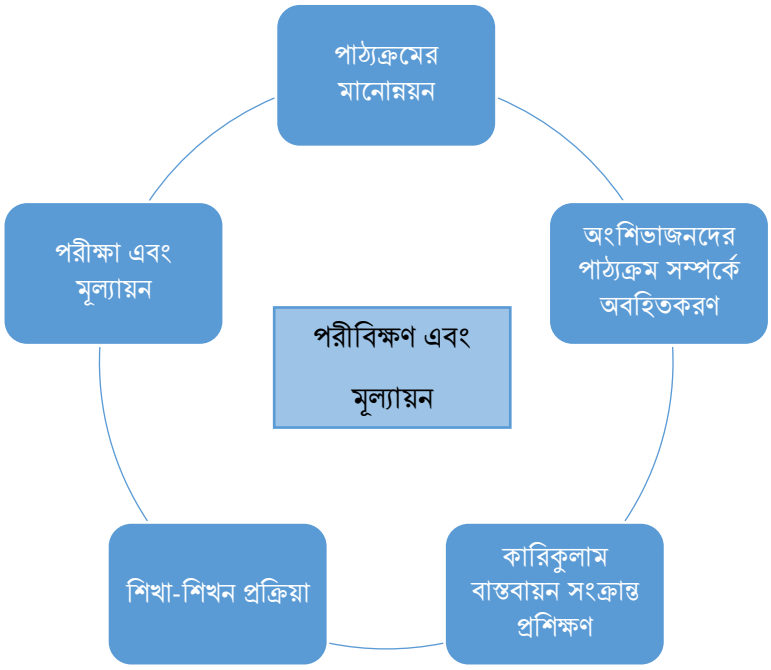

চিত্র ৩: সেসিপ বাস্তবায়ন কৌশল

২.৩ সমীক্ষার ধারণা

সেসিপ প্রোগ্রামটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং কর্মমূখি করে দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের জানুয়ারীতে শুরু হয়ে ২০১৭ সালে শেষ হবার কথা থাকলেও সেটা যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামটি পর্যায়ক্রমে সংশোধিত করে সময়সীমা বর্ধিত করে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় (সুত্র: আরডিপিপি)। চলমান এই প্রোগ্রামটি মেয়াদকাল বৃদ্ধি হবার কারণ এবং প্রোগ্রাম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কিনা বা মূল লক্ষ্যসমূহের কতটুকু অর্জন হয়েছে এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সমুক্ষিণ হতে হয়েছে কিনা, সেটা খুঁজে বের করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই নিবিড় পরীবিক্ষণ সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৩.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি

সমীক্ষার ফলাফল প্রোগ্রামের প্রাসঙ্গিকতাসহ প্রোগ্রামটির প্রভাব, কার্যকারিতা ও প্রোগ্রামের কারণে সুবিধাভোগীদের জীবিকা এবং সমাজে কি পরিমাণ পরিবর্তন আসতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে, সমীক্ষাটি জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ বাস্তবায়নে কীভাবে অবদান রেখেছে তা চিহ্নিত করেছে।

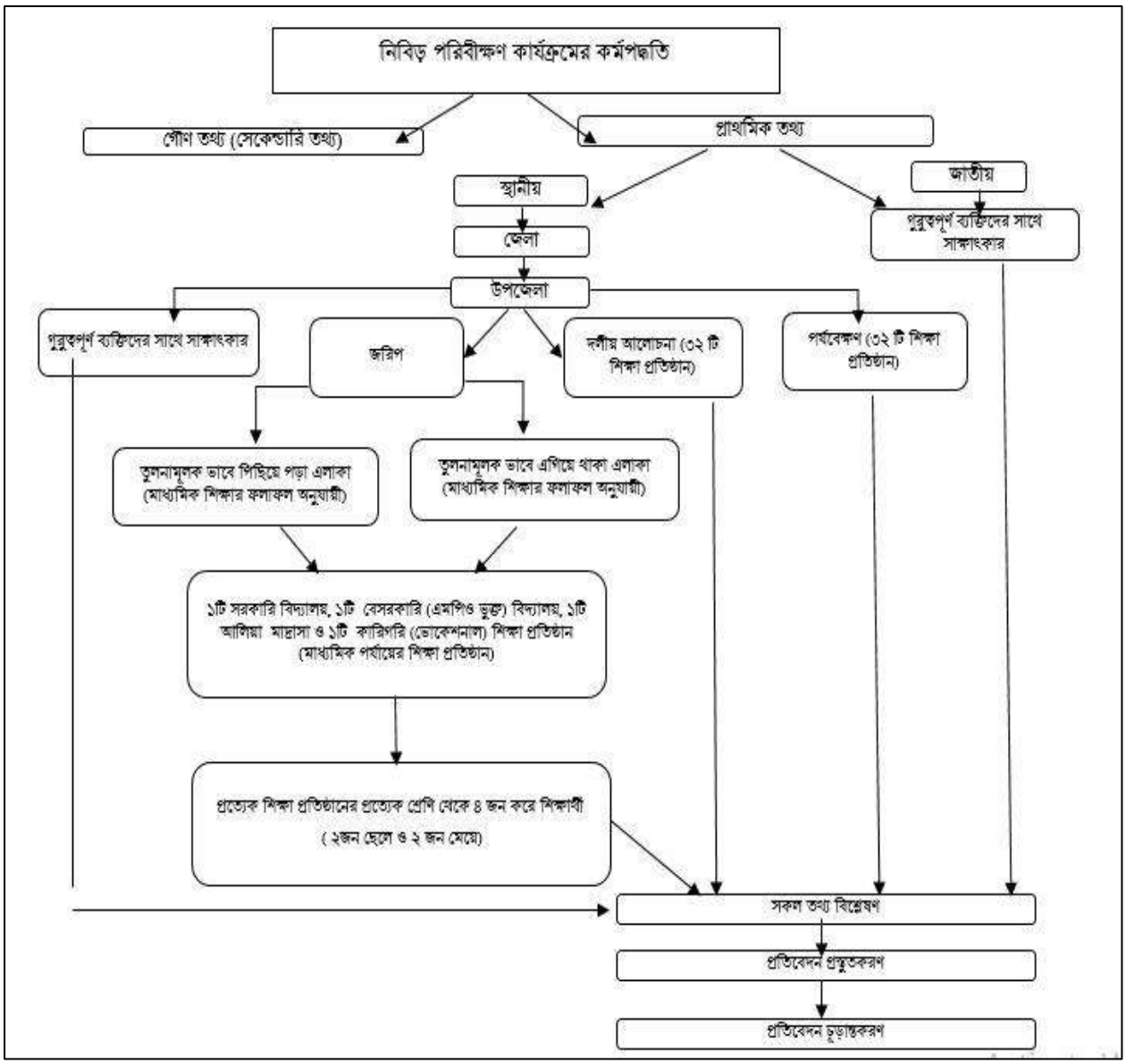

চিত্র ৪- নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি

২.৪ সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন

যেহেতু প্রোগ্রামটি দেশব্যাপী বিস্তৃত, তাই এই নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ৮টি বিভাগ থেকে মোট ৮টি জেলা এবং প্রত্যেক জেলা থেকে ২টি উপজেলা নিয়ে মোট ১৬টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত এলাকাগুলো নিচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি ৭- নির্বাচিত এলাকা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	• আড়াইহাজার • রূপগঞ্জ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	• আনোয়ারা • বাঁশখালী
খুলনা	বাগেরহাট	• চিতলমারি • মোল্লাহাট
বরিশাল	বরগুনা	• আমতলী • তালতলী
ময়মনসিংহ (সেসিপ প্রদত্ত তালিকা থেকে প্রাপ্ত)	কিশোরগঞ্জ	• বাজিতপুর • ভৈরব
সিলেট	হবিগঞ্জ	• বাহুবল • চুনারুঘাট
রাজশাহী	বগুড়া	• কাহালু • নন্দিগ্রাম
রংপুর	গাইবান্ধা	• গোবিন্দগঞ্জ • পলাশবাড়ি

মানচিত্রে নমুনা এলাকা

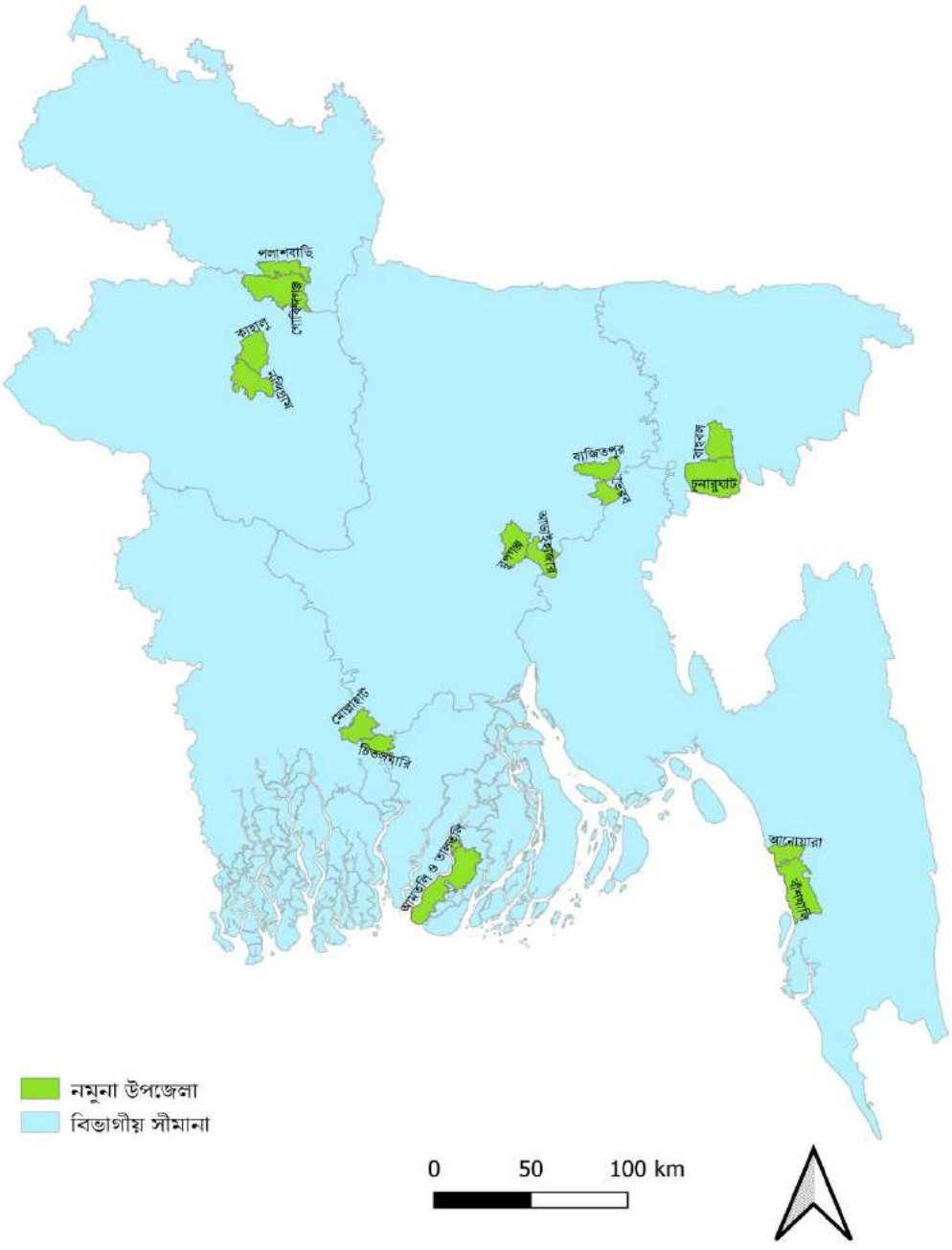

চিত্র ৫- নমুনা এলাকা

২.৫ সমীক্ষার জন্য পরিমানগত নমুনার আকার নির্ণয়

মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শিক্ষার্থী জরিপ এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য সমীক্ষাটিতে পরিমাণগত জরিপের নমুনা সংখ্যা গণনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নমুনা আকার নির্ধারণ করার জন্য কনফিডেন্স লেভেল এবং প্রিসিশনের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষার্থী জরিপের জন্য নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে নিচের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে-

$$\boldsymbol{n = \frac{pq(Z_{95\%})^2}{e^2}}$$

যেখানে,

p = বৈশিষ্ট্যে সহ প্রত্যাশিত অনুপাত (Expected proportion with characteristic)

q =১-p = বৈশিষ্ট্যে ব্যাতিত প্রত্যাশিত অনুপাত (Expected proportion without characteristic)

e = ত্রুটির সীমানা (Margin of error)

Z 95% =Z- ভ্যালু ৯৫% পরিসংখ্যানগত কনফিডেন্স লেভেল (value at the 95% statistical confidence level)

n = নমুনা আকার (sample size)

শিক্ষার্থী জরিপের জন্য নমুনা সংখ্যা (n) নির্ধারণ করার সমীকরণ ব্যবহার করা হয়েছে এই শর্তে যে নমুনাটি নির্দিষ্ট নির্ভুলতার মাত্রার ৫% সহ একটি আস্থা জোগানোর সম্ভাবনা (কনফিডেন্স লেভেল) ৯৫% হয়। প্রদত্ত নির্ভুলতার মাত্রা (p=.৫০, q= (১-p)=.০৫) বিবেচনায় উপরোক্ত সমীকরণ সমাধানের মাধ্যমে ৩৮৪ পাওয়া যায়। একই ক্লাস্টারের উত্তরদাতারা একে অপরের অনুরূপ হতে পারে ফলস্বরূপ, একই ক্লাস্টারে অতিরিক্ত নমুনা সম্পূর্ণরূপে একক নির্বাচনের চেয়ে কম নতুন তথ্য যোগ করে। অতএব, নকশা ত্রুটির কারণে নমুনার কার্যকারিতা কিছুটা হ্রাস পায়। এই সমীক্ষায়, নমুনা গণনায় এই ত্রুটির সমাধান করা হয়েছে, যাতে নমুনা মোট জনসংখ্যা (সুবিধাভোগী) প্রতিফলিত হয়েছে। নমুনা আকার গণনা করার জন্য আদর্শ সূত্রটি হল:

$$\boldsymbol{n = \frac{pq(Z_{95\%})^2}{e^2} \times deff}$$

যেখানে , deff= ডিজাইন ত্রুটি

উপরের সূত্রের উপর ভিত্তি করে গণনাকৃত নমুনা আকার ৫৭৬ হয় যেখানে ডিজাইন ব্রুটি ১.৫ ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমান সংখ্যক নমুনা নেওয়ার জন্য মোট নমুনা সংখ্যা ৬৪০ নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাধারণ উপদানগুলোর উপস্থিতি আছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

নিচের সারণিতে গবেষণা কাজের নমুনা নেবার কৌশলগুলো দেখানো হয়েছে-

সারণি ৮- মাল্টিস্টেজ নমুনা কৌশল

মাল্টিস্টেজ নমুনা কৌশল	ধাপসমূহ
জনসংখ্যা (প্রোগ্রাম সুবিধাভোগী)	প্রোগ্রামের অধীনে দেশ জুড়ে সুবিধাভোগী
গবেষণা এলাকা (জেলা এবং উপজেলা) নির্ধারণ	সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ৮টি জেলা (প্রতিটি বিভাগ থেকে ১টি জেলা) প্রতিটি জেলা থেকে দুইটি উপজেলা অর্থাৎ মোট ১৬ টি উপজেলা
গবেষণার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন	প্রতিটি উপজেলা থেকে ১টি মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) বিদ্যালয়, ১টি আলিয়া মাদ্রাসা ও ১টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
নমুনা সংখ্যা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন)	৪×৮= ৩২টি নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩২×৫×৪= ৬৪০ নির্বাচিত সুবিধাভোগী (শিক্ষার্থী)

২.৬ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারগ্রহণ (কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

গুণগত তথ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)।

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ উদ্ভুত করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ফলে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।]

সারণি ৯- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারগ্রহণ

ক্রম.	উপকরণসমূহ	সংখ্যা	উত্তরদাতা	পর্যায়	সম্পন্ন হয়েছে	সম্পন্ন হয়নি
১	তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	১৬	উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা	স্থানীয় পর্যায়	১৩	৩
		১৬	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা		১৪	২
		১	প্রোগ্রাম পরিচালক/ উপ পরিচালক	জাতীয় পর্যায়	হয়েছে	
		১	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা			হয়নি
		১	মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি		হয়েছে	
		৯	প্রোগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ (NAEM, DSHE, BISE, NCTB, ADB, BEDU, procurement specialists (-8 জন)		BEDU, NCTB, DSHE, procurement specialists (8 জন)	NAEM, BISE
উপসমষ্টি		**৪৪**			**৩৬ টি**	**৮ টি**

২.৭ দলীয় আলোচনা

গুণগত তথ্যের জন্য দলীয় আলোচনা (এফজিডি) পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি ১০- অংশীদার অনুযায়ী গুণগত নমুনা আকার

ক্রম.	উপকরণসমূহ	সংখ্যা	উত্তরদাতা	পর্যায়	সম্পন্ন হয়েছে	সম্পন্ন হয়নি
১	দলীয় আলোচনা (এফজিডি)	**৩২**	শিক্ষক- ১৬ টি, অভিভাবক- ৮টি এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি- ৮টি	স্থানীয় পর্যায়	**৩২ টি**	
মোট		**৩২ টি**			**৩২টি**	-

(করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা সম্ভব হয়নি।)

২.৮ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য উৎস

প্রোগ্রামের নিবিড় পরিবীক্ষণের সময় ব্যবহৃত সকল তথ্য উৎসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ-

সারণি ১১- নিবিড় পরিবীক্ষণের সময় ব্যবহৃত সকল তথ্য উৎস

নির্ণায়ক	মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত তথ্য উৎস							
	জাতীয় পর্যায়		**প্রোগ্রাম পর্যায়**	**স্থানীয় পর্যায়**				
	জাতীয় নীতি	জাতীয় গবেষণা	দলিলাদি পর্যালোচনা	বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ	জরিপ প্রশ্নাবলী	গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	দলীয় আলোচনা	কর্মশালা
প্রাসঙ্গিকতা	✓	✓	✓				✓	✓
কার্যকারিতা			✓		✓	✓	✓	-
দক্ষতা			✓		✓	✓		
প্রভাব			✓	✓	✓	✓	✓	-
স্থায়িত্ব		✓	✓					

সারণি ১২- প্রোগ্রামের অধীনে কার্যক্রম মূল্যায়নের উপকরণসমূহের তালিকা

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
১. প্রোগ্রামের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রোগ্রাম অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল তথ্য) পর্যালোচনা ও উপস্থাপন এবং প্রোগ্রামের সার্বিক নকশা, প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিনা তা পরিবীক্ষণ করা	দলিলাদি পর্যালোচনা		ডিপিপি

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
২. প্রোগ্রামের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা	দলিলাদি পর্যালোচনা গুণগত এবং পরিমাণগত উপকরণ (জরিপ প্রশ্নাবলী, দলীয় আলোচনা, গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কর্মশালা)	শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দ	ডিআইপি, ডিপিপি অগ্রগতি প্রতিবেদন (বাস্তবিক, আর্থিক)/ প্রোগ্রাম কার্যক্রম তদন্ত প্রতিবেদন অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রারম্ভিক প্রতিবেদন
৩. অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রোগ্রামের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা	দলিলাদি পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	প্রোগ্রাম কর্মকর্তা সহকারি পরিচালকবৃন্দ (জাতীয় পর্যায়)	ডিআইপি, ডিপিপি অগ্রগতি প্রতিবেদন (বাস্তবিক, আর্থিক) বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
৪. প্রোগ্রামের অর্থায়ন, দ্রব্যাদি ক্রয়, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতার কারণে প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের কোন উপাদান বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, (যার জন্য প্রোগ্রামের ব্যয় বা বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধি পেয়েছে) এবং বিলম্বের জন্য দায়ী কারণগুলো বিশ্লেষণ করা;	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দলিলাদি পর্যালোচনা	উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা সহকারি পরিচালকবৃন্দ (জাতীয় পর্যায়)	ডিআইপি অগ্রগতি প্রতিবেদন ডিপিপি/ আরডিপি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
৫. অনুমোদিত ডিপিপি (DPP) / আরডিপিপি (RDPP) এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তুলনা করে প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের গুণগত এবং পরিমাণগত দিক	দলিলাদি পর্যালোচনা জরিপ প্রশ্নাবলী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দলীয় আলোচনা	শিক্ষার্থী উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	অগ্রগতি প্রতিবেদন/ প্রোগ্রাম কার্যক্রম তদন্ত প্রতিবেদন প্রশিক্ষণ কর্মশালা/

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
বিশ্লেষণ করা;		শিক্ষকবৃন্দ	প্রতিবেদন ডিপিপি/ আরডিপি
৬. প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্যাকেজগুলোর পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (দরপত্র আহবান, সুনির্দিষ্টকরণ/ টিওআর (ToR)/ বিওকিউ (BOQ), দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি)-তে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এ বর্ণিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা পরিবীক্ষণ করা এবং পূর্বনির্ধারিত সূচক অনুসারে ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;	দলিলাদি পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাথে সাক্ষাৎকার	সহকারি পরিচালক (ক্রয়)	পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ ক্রয় প্রক্রিয়ার দলিলাদি/ প্রতিবেদন (দরপত্র আহবান, BOQ, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি) দরপত্র সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ডিপিপি/ আরডিপি
৭. প্রোগ্রামের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব , বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাও প্রোগ্রামের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ , পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	দলীয় আলোচনা দলিলাদি পর্যালোচনা বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সহকারি পরিচালক (ক্রয়, পর্যবেক্ষণ) উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা	ডিপিপি/ আরডিপি
৮. প্রোগ্রাম অনুমোদন, পুনর্বিবেচনা (যদি থাকে), অর্থায়ন, তহবিল ছাড় এবং অর্থ প্রদান সম্পর্কিত তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ	গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দলিলাদি পর্যালোচনা	সহকারি পরিচালকবৃন্দ (জাতীয় পর্যায়) উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা শিক্ষার্থী শিক্ষকবৃন্দ	প্রোগ্রাম অনুমোদনের দলিলাদি অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য প্রোগ্রাম কর্মকর্তা

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি সাক্ষর, চুক্তির শর্ত , ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়া করণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড় , বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন ও বিভিন্ন মিশনের সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	দলিলাদি পর্যালোচনা	আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ/ কার্যক্রম বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	প্রোগ্রাম অনুমোদনের দলিলাদি, অর্থায়ন এবং তহবিল ছাড় সংক্রান্ত দলিলাদি, অগ্রগতি প্রতিবেদন (বাস্তবিক, আর্থিক) ডিপিপি/ আরডিপিপি
১০. গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ এবং সার্বিক অগ্রগতি যথাযথ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা	জরিপ প্রশ্নাবলী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দ	
১১. প্রোগ্রামটির আওয়তায় নির্মাণ ও পূর্তকাজ, আসবাবপত্র, আইসিটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রভৃতিসহ সকল অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়, গুণগতমান ও ব্যয়ের বিবেচনায় যথাযথ কিনা তা যাচাই করা।	গুণগত এবং পরিমাণগত উপকরণ (জরিপ প্রশ্নাবলী, গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, কর্মশালা)	শিক্ষার্থী শিক্ষকবৃন্দ প্রোগ্রাম কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দ	সমীক্ষার ফলাফল
১২. মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন কোর্স, প্রোগ্রাম প্রভৃতিসমূহে প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যথার্থতাএবং গুণগতদিকসমূহ যাচাই করা;	গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দলীয় আলোচনা জরিপ প্রশ্নাবলী	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থী	
১৩. প্রোগ্রাম সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার	প্রাথমিক ও	অগ্রগতি প্রতিবেদন

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
টেঁকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান	সাক্ষাৎকার দলিলাদি পর্যালোচনা	গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	(বাস্তবিক, আর্থিক)
১৪. প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ,লক্ষ্য, প্রোগ্রামের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা , ঝুঁকি , মেয়াদ, ব্যয় , অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রোগ্রামের ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার দলীয় আলোচনা জরিপ প্রশ্নাবলী দলিলাদি পর্যালোচনা বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ	শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দ	ডিপিপি/ আরডিপি ডিআইপি অগ্রগতি প্রতিবেদন (বাস্তবিক, আর্থিক) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি
১৫. নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;	সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		সমীক্ষার ফলাফল
১৬. প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা: প্রোগ্রাম পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		সমীক্ষার ফলাফল
১৭. প্রোগ্রামের সুবিধাভোগী/স্টেকহোল্ডারদের উপর জরিপ পরিচালনা এবং তাদের গবেষণামূলক মতামত বিশ্লেষণ;	দলিলাদি পর্যালোচনা গুণগত এবং পরিমাণগত উপকরণ (জরিপ প্রশ্নাবলী, দলীয় আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কর্মশালা)	শিক্ষার্থী সহকারি পরিচালকবৃন্দ প্রোগ্রাম পরিচালক শিক্ষকবৃন্দ	এক্সিট প্ল্যান (প্রোগ্রাম চলমান থাকার কারণে এখনো কোন এক্সিট প্ল্যান করা হয় নি, তবে

সমীক্ষার উদ্দেশ্য	উপকরণসমূহ	উত্তরদাতা	উৎস
			চলমান প্রক্রিয়ার আছে) (সুত্র: কে আই আই সেসিপ)
১৮. সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন	সকল উপকরণসমূহ		
১৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী	দলিলাদি পর্যালোচনা		

২.৯ মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ

পরিমাণগত, গুণগত এবং পর্যবেক্ষণের তথ্য সংগ্রহের জন্য সম্ভাব্য নমুনা কৌশল (Probability sampling technique) ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেখানে গুণগত তথ্য অ-সম্ভাব্য (Non-probability sampling technique) পদ্ধতি দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রস্তাবিত নমুনা কৌশলটি হলো “Multi Stage Sampling” যাতে সম্ভাব্য নমুনা কৌশল ব্যবহার করে বিভিন্ন পর্যায়ে নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি সম্ভাব্য নমুনা কৌশলের একটি জটিল ধরন যেখানে জনসংখ্যাকে (সুবিধাভোগী গোষ্ঠী) বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বা একাধিক পর্যায়ে সাধারণভাবে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি পর্যায় নির্বাচন করার পরে, নির্বাচিত পর্যায় থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা সংখ্যা নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে প্রোগ্রামটি যেহেতু দেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমগ্র প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি বিভাগ থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১টি জেলা অর্থাৎ ৮টি বিভাগ থেকে ৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ ৮টি জেলা থেকে মোট ১৬টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে ১৬টি উপজেলা এমন ভাবে নির্বাচিত হয়েছিল, যেখানে আটটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এগিয়ে আছে এবং বাকি ৮টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষার ফলাফল অনুযায়ী পিছিয়ে আছে। যেকোনো ৮টি উপজেলার প্রত্যেকটি থেকে একটি মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বেসরকারি (এমপিও ভুক্ত) বিদ্যালয় এবং বাকি ৮টি উপজেলার প্রত্যেকটি থেকে একটি আলিয়া মাদ্রাসা ও একটি কারিগরি(ভোকেশনাল) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চয়ন করা হয়েছে, অর্থাৎ নির্বাচিত উপজেলাগুলো থেকে মোট ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর

প্রত্যেক শ্রেণি (ষষ্ঠ থেকে দশম) থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৪জন করে শিক্ষার্থী (২ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে) নির্বাচন করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১৬টি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের সাথে ১৬টি, ৮টি বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের সাথে ৮টি এবং বাকি ৮টি বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ৮টি দলীয় আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়গুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রোগ্রাম কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রোগ্রাম পরিচালক ও উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম কর্মকর্তাবৃন্দ, উপ-প্রধান (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), পরিচালক (আই এম ই ডি প্রতিনিধি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, উর্ধ্বতন সহকারী প্রধান (প্রোগ্রাম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এবং দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯.১ মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

গুণগত এবং পরিমাণগত প্রশ্নসমূহ চূড়ান্ত হবার পর, পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নসমূহ, ডিজিটাল ফোন বা ট্যাব ব্যবহার করে “কোবো” (Kobo Toolbox) এ্যাপ এর মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। (KoBo Toolbox, Harvard Humanitarian Initiative, Cambridge, USA)

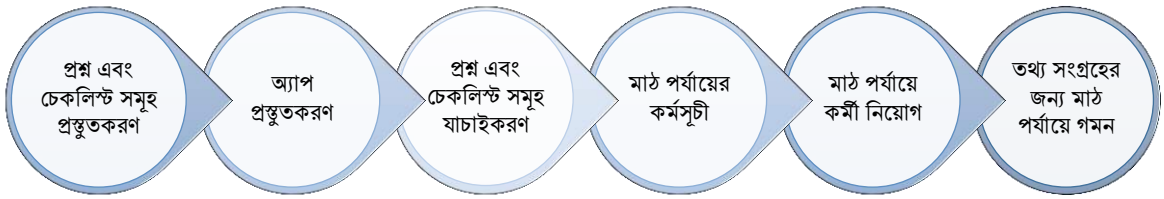

চিত্র ৬- তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

২.৯.১.১ প্রস্তুতি ও চূড়ান্তকরণ (চেকলিস্ট ও জরিপ প্রশ্নাবলী)

সমীক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহের উপকরণগুলো এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। এসব প্রশ্ন উপকরণসমূহ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রোগ্রামের বাস্তবিক অবস্থা বোঝা এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য নিচে উল্লেখিত উপকরণ সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে-

১. কাঠামোগত (জরিপ) প্রশ্নাবলী
২. বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
৩. দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

৪. তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট

২.৯.১.২ তথ্য সংগ্রহ (ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি)

পরিমাণগত এবং গুণগত উপকরণসমূহ অনুমোদনের পরে, পূর্বে প্রণীত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে একটি ফর্ম তৈরী করা হয়েছে। আধুনিক ট্যাবলেট ভিত্তিক জরিপযন্ত্র ব্যবহার করে এই জরিপ চালানো হয়েছে যেখানে কোবো (KoBo Collect) নামক প্লাটফর্মটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতির ব্যবহার জরিপ চলাকালীন পর্যবেক্ষণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানও (জিপিএস) রেকর্ড করেছে যা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে।

২.৯.১.৩ উপকরণসমূহের প্রাক-পরীক্ষা

একটি পরীক্ষামূলক জরিপ-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আধুনিক (ডিজিট্যাল) উপকরণটির (এ্যাপ) কোন ত্রুটি আছে কিনা এবং আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়টি দেখা হয়েছিল।

২.৯.১.৪ নিয়োগ এবং চুক্তি

তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে একটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণাদল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.৯.১.৫ মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়

মাঠ পর্যায়ের সমন্বয় প্রক্রিয়া হিসেবে, পরামর্শদাতা তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে, তারিখ, সময় এবং স্থানের সমন্বয়ে একটি বিস্তারিত সময়সূচি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং জরিপ শুরুর আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এই জরিপ কাজে সহায়তার জন্য আইএমইডি'র পক্ষ থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল, যেখানে গবেষণার উদ্দেশ্য ও বিস্তারিত সময়সূচির উল্লেখ ছিল। এর ফলে আমাদের মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।

২.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন

বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

২.১১ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control)

২.১১.১তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ তথ্যের মানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। পরামর্শক সংস্থাটির এ-বিষয়ক নীতি-নির্দেশিকা তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কঠোর প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে। এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা নিচে প্রদত্ত হল:

২.১১.১.১ তথ্য নিখুঁতকরণ এবং সম্পাদনা

তথ্য সংগ্রহের পরে রেকর্ড সেট, সারণি (টেবিল) বা ডাটাবেস থেকে ভুল তথ্য রেকর্ড (যদি থাকে) শনাক্ত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, এই চিহ্নিত তথ্যসমূহ অসম্পূর্ণ, ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত হলে, ঐ তথ্য সমূহ প্রতিস্থাপিত, সংশোধন করা বা মুছে ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের সঙ্গে সেই হারানো তথ্য সংগ্রহের জন্য আবার যোগাযোগ করা হয়েছে।

২.১১.১.২ তথ্য কোডিং এবং স্ক্রিনিং

সংগৃহীত তথ্য নিখুঁতকরণ এবং সম্পাদনা করার পরে এটি চূড়ান্ত তথ্যসম্ভার হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা গবেষণায় ব্যবহারের জন্য ব্যবহারযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং বৈধতা নিশ্চিত করেছে। এর পাশাপাশি, গবেষণার প্রয়োজনের ভিত্তিতে তথ্যসম্ভারটি কম্পিউটার ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত কোড-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

২.১১.১.৩ পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংমিশ্রণ (ট্রায়াঙ্গুলেশন)

ট্রায়াঙ্গুলেশন হল পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের যৌক্তিক সংমিশ্রণ যা গবেষণা নকশা জোরদার করতে একটি শক্তিশালী সমাধান, কারণ একক পদ্ধতি কখনও দ্বিমুখী সমস্যা সমাধানে (rival causal factors) যথেষ্ট নয়[১]। এই গবেষণার প্রশ্নাবলী জরিপ থেকে সংগৃহীত পরিমাণগত তথ্যের সাথে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই) এবং এফজিডি থেকে সংগৃহীত গুণগত তথ্যের সঙ্গে মেলানো হয়েছে।

২.১১.১.৪ তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণায় সেকেন্ডারি ও প্রাইমারী উভয় প্রকার উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের উপকরণের (tools) মাধ্যমে প্রভাব বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। এছাড়া, সেকেন্ডারী ও প্রাইমারী উভয় তথ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুসন্ধান করা হয়েছে (উদা: প্রোগ্রাম সম্পর্কিত দলিলাদি)। প্রোগ্রামের সার্বিক অগ্রগতি বিশ্লেষণের জন্য পরামর্শকদল কর্তৃক যাবতীয় গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ করেছে।

জরিপ সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য (শিক্ষার্থীদের উপর জরিপ) মাইক্রোসফট এক্সেল (MS Excel) ও আর (R, version ৩.৫.২ (২০১৮-১২-২০)) নামক সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের পৃথক প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গুণগত বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন ধরনের স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন এফজিডি এবং কেআইআই। এছাড়া গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ চার ধাপে সংগঠিত হয়েছে:

ক) গুণগত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল গবেষণা সহকারি এবং সহযোগীবৃন্দ বিশ্লেষণ করেছেন যারা পৃথক পৃথক অধিবেশনে গুণগত তথ্য সংগ্রহে জড়িত থেকেছেন;

খ) বিষয়বস্তু এবং নির্দিষ্ট বিভাগ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যসমূহের কোডিং করা (Thematic coding) হয়েছে।

[1] (Denzin ১৯৭৮; Patton ১৯৯০)

গ) পদ্ধতিগতভাবে গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী তথ্য সংকলন করা হয়েছে; এবং

ঘ) নির্বাচিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী গুণগত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংকলন ও নির্বাচিত বিষয়ে যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি নির্বাচন করা হয়েছে।

চিত্র ৭- কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি

২.১১.১.৫ পরিমাণগত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ:

১. **সঙ্গে থেকে কার্যদর্শন:** সুপারভাইজারগণ আশেপাশে থেকে গবেষণা সহায়তাকারিদের/ গণনাকারীদের জরিপকার্য পর্যালোচনা করেছেন।

২. **পুনরায় জরিপ:** গবেষণা সহায়তাকারীদের দ্বারা পরিচালিত জরিপকার্য শেষে সুপারভাইজারগণ কিছুসংখ্যক জরিপ পুনরায় পরিচালনা করে দুই দলের ফলাফলের মধ্যে যেন বৈসাদৃশ্য না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

৩. **দৈনিক কার্যদর্শন:** গবেষণা জরিপ চলাকালীন সময়ে, গবেষণা সহযোগীগণ কার্যালয়ে বসে প্রতিদিন তথ্যের সঠিকতা ও মান কম্পিউটারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তথ্যগুলো যৌক্তিকভাবে যথাযথ কী-না তা নানান পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখা হয়েছে।

২.১১.১.৬ গুণগত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

১. **নোট নেওয়া:** গবেষণা সহকারী আলোচনা চলাকালীন সময়ে তথ্য খাতায় নোট নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে সেই নোট থেকে খসড়া প্রতিলিপি লেখা হয়েছে।

২. **পর্যবেক্ষণ:** গবেষণা দলকে সঠিক পথে রাখতে দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

৩. **প্রতিক্রিয়া:** গবেষণা কাজে সহযোগীবৃন্দ দিন শেষে মাঠপর্যায় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে গবেষণা দলের দলনেতা এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছে।

২.১২ কর্মপরিকল্পনা

সারণি ১৩- বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা

কার্যক্রম	বছর/২০২০																	
	জানুয়ারি/২০২০			ফেব্রুয়ারি/২০২০				মার্চ/২০২০				এপ্রিল /২০২০				মে/২০২০	
	সপ্তাহ			সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ	
	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২
কার্যকলাপ গ্রুপ -১:																		
১. সংশ্লিষ্ট আইএমইডি কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক অভিযোজন বৈঠক, প্রাথমিক অনুসন্ধান, সমীক্ষার নকশা, তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ঠিক করা ও প্রাক পরীক্ষা করা																		
২. তথ্য সংগ্রহ সরঞ্জাম চূড়ান্তকরণ, জরিপ পরিকল্পনা, প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা এবং কারিগরি কমিটির সাথে প্রথম বৈঠক																		
৩. পরিচালনা কমিটির বৈঠক ও উপাত্ত সংগ্রহ সরঞ্জামের অনুমোদন																		
কার্যকলাপ গ্রুপ -২:																		
১. তদন্তের জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ																		
২. মাঠ জরিপ																		
কার্যকলাপ গ্রুপ -৩:																		
১. আউটপুট টেবিল পরিকল্পনা প্রস্তুতি, তথ্য সম্পাদনা, অনুপ্রবেশ এবং যাচাইকরণ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন লিখন																		
২. ১ম খসড়া রিপোর্ট জমা																		
কার্যকলাপ গ্রুপ -৪:																		
১. কারিগরি কমিটির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																		
২. কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন, পরিচালনা কমিটির বৈঠকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																		
৩. সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন এর উপর মন্তব্য ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতি																		
৪. স্থানীয় কর্মশালায় চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																		
৫. চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও প্রতিবেদন জমা																		

SWOT বিশ্লেষণ

উল্লেখযোগ্য ও সার্বিক সচিত্র এবং প্রোগ্রামের বিভিন্ন কার্যক্রমের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি বুঝতে অভিজ্ঞতামূলক তথ্য ও সেকেন্ডারি রেকর্ডগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

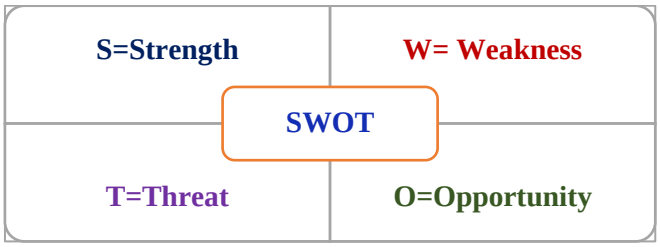

চিত্র ৮- সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	অধ্যায়
প্রোগ্রামের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রোগ্রাম অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল তথ্য) পর্যালোচনা ও উপস্থাপন এবং সার্বিক প্রোগ্রামের নকশা, প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিনা তা পরিবীক্ষণ করা	অধ্যায় ১
প্রোগ্রামের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা	অধ্যায় ৩
অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রোগ্রামের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা	অধ্যায় ১ এবং ৩
প্রোগ্রামের অর্থায়ন, দ্রব্যাদি ক্রয়, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতার কারণে প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের কোন উপাদান বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা, (যার জন্য প্রোগ্রামের ব্যয় বা বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধি পেয়েছে) এবং বিলম্বের জন্য দায়ী কারণগুলো বিশ্লেষণ করা;	অধ্যায় ১
অনুমোদিত ডিপিপি (DPP) / আরডিপিপি (RDPP) এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তুলনা করে প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের গুণগত এবং পরিমাণগত দিক বিশ্লেষণ করা;	অধ্যায় ৩
প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্যাকেজগুলোর পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (দরপত্র আহবান, সুনির্দিষ্টকরণ/ টিওআর (ToR)/ বিওকিউ (BOQ), দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি)-তে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এ বর্ণিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা পরিবীক্ষণ করা এবং পূর্বনির্ধারিত সূচক অনুসারে ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;	অধ্যায় ৩
প্রোগ্রামের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাও প্রোগ্রামের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	অধ্যায় ৪
প্রোগ্রাম অনুমোদন, পুন:র্বিবেচনা (যদি থাকে), অর্থায়ন, তহবিল ছাড় এবং অর্থ প্রদান সম্পর্কিত তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ	অধ্যায় ১
গুণগত মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক	অধ্যায় ৩ এবং ৫

মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ এবং সার্বিক অগ্রগতি যথাযথ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা	
প্রোগ্রামটির আওয়তায় নির্মাণ ও পূর্তকাজ, আসবাবপত্র, আইসিটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রভৃতিসহ সকল অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়, গুণগতমান ও ব্যয়ের বিবেচনায় যথাযথ কিনা তা যাচাই করা।	অধ্যায় ৩ এবং ৫
মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিভিন্ন কোর্স, প্রোগ্রাম প্রভৃতিসমূহে প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যর্থাথতা এবং গুণগতদিকসমূহ যাচাই করা;	অধ্যায় ৩ এবং ৫
প্রোগ্রাম সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেঁকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান	অধ্যায় ৬
প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রোগ্রামের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis	অধ্যায় ৪
নিবিড় পরিবীক্ষণ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;	অধ্যায় ৫
প্রোগ্রামের সুবিধাভোগী/স্টেকহোল্ডারদের উপর জরিপ পরিচালনা এবং তাদের গবেষণামূলক মতামত বিশ্লেষণ;	অধ্যায় ৩
সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন	অধ্যায় ৫ ও ৬

৩.১ ক্রয় পরিকল্পনা ও অগ্রগতি

ক্রয় পরিকল্পনার (Procurement) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নতির পেছনে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সামগ্রিক প্রশাসনিক কার্যক্রম সমূহ রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকিউরমেন্ট (Procurement) ব্যবস্থাকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও স্বচ্ছ করার জন্য একটি প্রকিউরমেন্ট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট এর দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করে রাখাসহ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার বিভিন্ন প্রকিউরমেন্ট এর যুক্তিক দিকগুলোর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নিয়মাবলী এবং দাতা সহায়তাসহ সরকারের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা যা আইবিএএস(IBAS) নামে পরিচিত। প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা আইবিএএস এসব সংযুক্ত হওয়ার ফলে ক্রয় ব্যবস্থা আরো কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক হয়েছে।

প্রোগ্রামভিত্তিক বাজেটের মধ্য সেসিপ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সেসিপের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজস্ব খাতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুতরাং ক্রয় এর কার্যকারিতা সরকারের সামগ্রিক কর্মসূচী এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত অর্থ ব্যবস্থাপনার আলোকে দেখাতে হবে। চাহিদার সাথে সমন্বয় করে যাতে এই সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (Sector Wide Approch) এর মাধ্যমে সমন্বিত পদে কর্মসম্পাদন করা যায় তার সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ এর সাথে সংগতি রেখে একক এভাবে মাধ্যমে সরকার বিদেশি দাতা সংস্থার যৌথ অর্থায়নকে একক বাজেট এর মাধ্যমে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

মোট	জিওবি	এডিপি	প্রোগ্রাম সাহায্য (টাকাংশ)
৮৫০০০ লক্ষ	৮৫০০০ লক্ষ	৮৫০০০ লক্ষ	প্রযোজ্য নয়

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরেও এডিপির খাতওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক কর্মসূচী (লক্ষ টাকায়)

(বিস্তারিত সংযুক্তিতে যুক্ত করা হয়েছে)

সারণি ১৪- প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি

১।	চলতি অর্থ বছর ২০১৯-২০২০ প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত খরচ (লক্ষ টাকায়)	৪৮৩৭৩.২৩
২।	প্রোগ্রাম অনুমদনঃ সংশোধনঃ অরথায়নঃ	জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭, সংশধিত জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২০। তারিখঃ ১২.০২.২০২০ খ্রি.
৩।	বাস্তবায়নকাল, বর্ধিতকরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমস্যার প্রসঙ্গে মন্তব্য/ সুপারিশ	সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

৩.১.১ প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি

সারণি ১৫- প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
ফলাফল-১: উন্নত মানের এবং প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক শিক্ষা		
১.১ পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিকতা	• জাতীয় পাঠ্যক্রম নীতি কাঠামো (এনসিপিএফ) এর বিকাশ এবং অনুমোদন এবং সাধারণ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং	• বিজ্ঞান কক্ষ পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিকাশিত এবং

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
	বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি (১-১২ গ্রেড) সহ স্কুল শিক্ষার সমস্ত স্ট্রিমের জন্য বাস্তবায়ন যা মূল দক্ষতা এবং শেখার মানদন্ডকে সংজ্ঞায়িত করে • আইসিটি ভিত্তিক এবং অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিশেষত বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজিতে একটি উন্নত শিক্ষা সরবরাহ করা • পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন যার মধ্যে গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি, বাংলা এবং বাংলাদেশ গ্লোবাল স্টাডিজের সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মুখোমুখি এবং ই-লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা • শিক্ষকদের জন্য পাঠদান পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদান • পিপিপি-অর্থায়িত বিজ্ঞান মিডিয় প্রচারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার • বিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞানের ল্যাব সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ-সহ প্যাকেজগুলি সরবরাহ • পাঠ্যপুস্তক, উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে আদিবাসী, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী এবং মেয়েরা সহ প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্তি	অনুমোদিত • বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা বিকাশিত এবং অনুমোদিত • এনসিটিবি দ্বিখন্ডন পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা বিকাশিত এবং অনুমোদিত • ৫ টি মূল বিষয়ের উপর স্থানীয় ১,০০,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় • ৩০,০০০ প্রধান শিক্ষক / মাদ্রাসা সুপারদের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ • ৭০০০ স্কুল এবং ৩০০০ মাদ্রাসায় বিজ্ঞানের সরঞ্জাম সরবরাহ করা • ১০০০টি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষকদের ফলোআপ প্রশিক্ষণ • ৭০০০ স্কুল এবং ৩০০০ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান সরঞ্জামের আসবাবপত্র সরবরাহ • ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং অনুমোদিত • ৬৪০০ শিক্ষক এবং ১৯০০ এইচটি / সুপার / এসএমসিগুলিতে ই-লার্নিং ফলোআপ প্রশিক্ষণ
১.২ শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	• জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক উন্নয়ন নীতি (এসটিডিপি) অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত; এর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষকের জন্য জাতীয় ফ্রেমওয়ার্কের অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সম্মতিযুক্ত পরিষেবার মান সহ সকল টিটিসির জন্য নির্দিষ্ট পূর্ব-ইন-সার্ভিস পাঠ্যক্রম • কমপক্ষে ১৫ টিটিসি-কে ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং গণিতে একটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের	জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক বিকাশ নীতি অনুমোদিত এবং প্রচারিত হয়েছে

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
	স্ট্যাটাস দেওয়া	
১.৩ উন্নত শ্রেণিকক্ষ মূল্যায়ন এবং জাতীয় পরীক্ষা	• জাতীয় ছাত্র মূল্যায়ন (এনএসএ) পরিকল্পনা অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত; গ্রেড ৮ এবং ১০ এর জন্য এনএসএ পাইলট, প্রয়োগ এবং উন্নত করা হয়েছে • নতুন পরীক্ষার অভিযোজন সহ জাতীয় পরীক্ষার নীতি। জাতীয় শিক্ষাক্রম নীতি কাঠামোতে (এনসিপিএফ) দক্ষতার মূল্যায়ন করে এমন উদ্ভাবনগুলি অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত করা • শিক্ষকদের জন্য অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন (সিএ) এবং সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ (সিকিউ) নির্দেশিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ • সিএ এবং সিকিউ বাস্তবায়নের উপর পরিমাণগত এবং গুণগত মূল্যায়ন অধ্যয়ন	• অবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা • জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র (পূর্বে বিইডিইউ) সংস্কার ও সজ্জিত • জাতীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র আইন সংসদের অনুমোদনের জন্য খসড়া করা • ২৪০,০০০ শিক্ষক ১৭টি বিষয়ের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত • ২০০,০০০ শিক্ষক স্ক্রিপ্ট মূল্যায়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত • ৪০,০০০ শিক্ষক আপডেট সিএ প্রশিক্ষিত হয় • ৪০,০০০ প্রশ্ন সেটার, মডারেটর এবং পরীক্ষক প্রশিক্ষিত হয়
১.৪ পাঠশাসনের জন্য আইসিটির বর্ধিত ব্যবহার	• আইসিটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন • আইসিটি সুবিধা (আইসিটি ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, ডিজিটাল সামগ্রী এবং গ্রন্থাগার) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা যাতে সেগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় • বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ই-লার্নিং মডিউলগুলি স্কুলগুলিতে বিকাশ ও ব্যবহার করা	• ৩৫ লক্ষ গ্রেড ৬ শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট সরবরাহের জন্য নীতিমালা প্রস্তাব • আইসিটি স্থায়িত্ব পরিকল্পনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা প্রস্তুত এবং অনুমোদিত • ফাইবার অপটিক সহ স্কুল সংযোগ সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অনুমোদিত • ৬৪০ জন শিক্ষক এবং আইসিটি লার্নিং সেন্টারের ৬৪০টি এইচটিদের প্রশিক্ষণ প্রদান • আইসিটি-তে ৭০০ জন শিক্ষকের, এইচটি / সুপারের প্রশিক্ষণ
১.৫ শ্রমবাজারের	• প্রাক বৃত্তিমূলক এবং বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি ৮-৯ গ্রেডে বিকশিত এবং প্রবর্তিত করা	• প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং বৃত্তিমূলক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করা		(পিভিআইপি) প্রস্তুতি, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন • প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং বৃত্তিমূলক প্রোগ্রামের জন্য ৬৪০ টি নতুন পাইলট শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ • ৬৪০ পাইলট স্কুলে আসবাব ও সরঞ্জাম সরবরাহ
ফলাফল ২ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা		
২.১ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন	• মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫-বছরের রোলিং প্রয়োজনীয় ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা (নতুন নির্মাণ ও পুনর্বাসন) বিকাশ, অনুমোদিত এবং বাস্তবায়ন	• অবকাঠামো ও সরঞ্জামের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা মান সহ ৫ বছরের রোলিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নীতি প্রস্তুতি এবং অনুমোদন • দূরবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৭,০০০ স্কুল উন্নতভাবে নির্মাণের নূন্যতম মান অনুসরণ করে প্রসারিত করা হয়েছে।
২.২ শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ	• এনইপি ২০১০ সমস্ত স্কুলের প্রকার ও স্ট্রিম জুড়ে শিক্ষার্থী স্থানান্তর সক্ষম করতে বাধ্যতামূলক মূল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় যোগ্যতা ফ্রেমওয়ার্ক (এনকিউএফ) জারি করে; তদনুসারে এনকিউএফের সংহতকরণটি দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হিসাবে কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সাথে জড়িত হিসাবে তৈরি করতে হবে।	• সহজ শিখন পদ্ধতিতে অধ্যয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সময়সূচীকে কেন্দ্র করে ফোকাস করা হয়
২.৩ ঝরে পড়া রোধ করা।	• একটি আরও কার্যকরী এবং হারমোনাইজড উপবৃত্তি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য; ৮০% উপবৃত্তি প্রাপককে স্কুলে বজায় রাখতে হবে • সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে উপবৃত্তি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে ডিএসএইচই-র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা • সিকিউইপি পঠন অভ্যাস বিকাশ প্রোগ্রাম (আরএইচডিপি) সম্প্রসারিত এবং প্রসারিত করা হবে	• উপ-দরিদ্র উপবৃত্তি প্রোগ্রাম কার্যকর করা হয়েছে • উপ-দরিদ্র উপবৃত্তি প্রোগ্রাম সম্পর্কে সম্প্রদায় সচেতনতা প্রসারিত করা হয়েছে। • ১০০০ স্কুলে প্রান্তিক গ্রুপগুলির জন্য রিসোর্স শিক্ষক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। • উপজেলা ইলেভেল অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রাম চালু হয়েছে • শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় প্রচার

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
		"কাউন্সেলিং কার্যকর করা হয়েছে • ৩০০টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানে আরএইচডিপিকে পাইলট করা হয়েছে।
ফলাফল ৩ : ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী করা		
৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ,	• কার্যকর সম্পদ বন্টন, আর্থিক নিরীক্ষণ এবং বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনে বিশেষত মাসিক বেতন অর্ডারের (এমপিও) শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে একটি পুরোপুরি কার্যকরী বিকেন্দ্রীকরণ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাপনা • স্কুলে উন্নত / ওয়েব-ভিত্তিক এমপিও সিস্টেম এবং স্কুলে স্কুলে অনুদান অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলিতে সম্পদ বন্টনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• স্থানীয়, জেলা ও উপজেলা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উন্নত ইএমআইএসের জন্য অবিচ্ছিন্ন ক্ষমতা বিকাশের সাথে ইএমআইএস, ডিএসএইচই এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে • ইএমআইএস ওয়েব ভিত্তিক মডিউলগুলির অবিচ্ছিন্ন পর্যালোচনা এবং সেক্টরের ডেটা সেট করার মধ্যে ইএমআইএস ক্রিয়াকলাপ সুসংহত করা হয়েছে।
৩.৩ শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন	• এনটিআরসিএ এর রূপান্তর • এনটিআরসিএ তিন পদক্ষেপ শিক্ষক নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহ বেসরকারী শিক্ষক বাছাই কমিশন (এনটিএসসি); যেমন প্রাথমিক, অস্থায়ী এবং অবিচ্ছিন্ন যা শিক্ষাগত দক্ষতার অর্জনকে পেশাদার অগ্রগতির সাথে সংযোগ করা। • নতুন এনটিআরসিএ ইএমআইএস মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে এবং স্কুল ভিত্তিক ইলেকট্রনিক নিয়োগে সদ্য নিবন্ধিত শিক্ষকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	• এনটিএসসি প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর হয়েছে • কর্মক্ষম এবং কার্যক্ষম শিক্ষক সম্পাদনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.৪ কার্যকরী পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়সাধন	• NEP এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মিডিয়াম টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক (এমটিবিএফ) সেক্টর ফিনান্সিং ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে ব্যবহার করে একটি সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রোগ্রামের কাঠামোর আওতায় অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সম্পদ থেকে অর্থায়িত হারমোনাইজড মাধ্যমিক শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করা।	• SWAp কার্যকর হবে; একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হয় এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয় • ডিএসএইচই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্ল্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিকাশিত এবং অনুমোদিত হয়েছে • অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগগুলি

অঙ্গসমূহ	বর্ণনা	অগ্রগতি
	• এমডাব্লু এবং ডিএসএইচই একটি এসডাব্লুএপি'র অধীনে ফলাফল ভিত্তিক খাত পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় সক্ষমতা জোরদার করার জন্য পুনরায় সংগঠিত করা • MoE এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা জোরদার করা	সমর্থন করার জন্য পিপিপি সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে • ই-প্রকিউরমেন্ট সহ ক্রয়ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করা হয়েছে • ২০০০ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় • ১০০ জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি ফলোআপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়
৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মুল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ।	• এমটিবিএফ এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা NEP এর লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা • বার্ষিক মাধ্যমিক শিক্ষা সেক্টরের পারফরম্যান্স রিপোর্টগুলি অনুমোদিত, ভাগ এবং পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয় • এমএন্ডই সিস্টেমটি জোরদার এবং প্রাতিষ্ঠানিককরণ	• ডিআইএ ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট প্ল্যান এমওই কর্তৃক বিকাশিত ও অনুমোদিত হয়েছে • পিবিএম মান নির্ধারিত পরিমাপযোগ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান (এসএসকিউএস) উন্নতির লক্ষ্যগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে • স্কুল ভিত্তিক তথ্য সরবরাহের চেইনে ইএমআইএসের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে

প্রোগ্রামের কিছু অঙ্গের কাজ শুরু হতে বা শেষ হতে বিলম্ব হওয়ার কারণঃ

১। সরবরাহ ও সেবাঃ

এই অঙ্গের কাজ শুরু হয়েছে জানুয়ারি, ২০১৪ তে এবং শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০ এ। টিপিপি অনুযায়ী এর প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৭৩.৪৩ এবং ইতোমধ্যে ব্যিত অর্থের পরিমাণ হল ৪৮৩৬.৮৫। ভবিষ্যতে সম্পাদনযোগ্য বাস্তবিক কাজের পরিমাণ: এল এস এবং এর জন্য ব্যযোগ্য অর্থ হল ২০৯৭.০০ লক্ষ টাকা। বর্ধিত মেয়াদকালে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সরবরাহ ও সেবা খাতে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হবে।

২। প্রশিক্ষণঃ

এই অঙ্গের কাজ শুরু হয়েছে জুন, ২০১৪ তে এবং শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০ এ। সেসিপের ডিপিপি তে নির্ধারিত ১১,৫৯,৪৭০ জন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ইতোমধ্যে ৯,২১,২৬৬ জনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন শ্রেণি কক্ষে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদে অবশিষ্ট ২,৩৮,২০৪ জনের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে চলমান সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্নকরণের বিষয়ে জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত রয়েছে।

৩। উপবৃত্তিঃ

এই অঙ্গের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০ এ। পরবর্তী এসইডিপি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সমন্বিত উপবৃত্তি প্রদান করা হবে বিধায় এ খাতে বর্ধিত মেয়াদে কোন অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হবে না।

৪। শিক্ষা উপকরণঃ

এটি শেষ হওয়ার কথা জুন, ২০২০ এ। সেসিপের আওতায় ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে, আরো ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের জন্য (জিডি ২৪/১ এবং জিডি ২৪/২) দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে যা বর্ধিত মেয়াদে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৫। কম্পিউটার, সফটওয়্যার এবং পে্রিফেরালসঃ

এটিও সম্পন্ন হওয়ার কথা ২০২০ ডিসেম্বর এ। প্রোগ্রামের সংস্থানের আওতায় ৭১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে দুইটি আন্তর্জাতিক দরপত্র প্যাকেজের আওতায় (জিডি-৪ এবং জিডি-৪০) কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭০টি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার কেনার দরপত্র (জিডি-৪০/১) প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬। বিজ্ঞান সরঞ্জামাদিঃ

এটি শেষ হওয়ার কথা জুন, ২০২০ এ। প্রোগ্রামের আওতায় ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। দুটি আনজাতিক দরপত্র প্যাকেজের (জিডি-৫ এবং জিডি-৩৯) আওতায় এটি সম্পাদন করা হবে। ইতোমধ্যে, জিডি-৫ এর আওতায় ৯৯৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিডি-৩৯ এর আওতায় উপকরণ সরবরাহ এর কাজ চলমান রয়েছে।

৭। ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণঃ

সাধারণ ধারার ৬৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণ সেসিপ-এর অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। ইতোমধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের উপ্স্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২০ সাল হতে সেসিপ-এর ক্রমসূচির আওতায় সারাদেশের ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একইসাথে সেসিপ-এর কর্মসূচীর সাথে সংগতিপূর্ণভাবে ২০২১ সাল হতে মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা ধারার সকল প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল ও প্রি-ভোকেশনাল কোর্স চালুর সিধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে সেসিপ-এর আওতায় সারাদেশের ৬৪০ টি প্রতিষ্ঠানে ২০২০ সালে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ২টি করে মোট ১০টি ট্রেডে ভোকেশনাল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। সাধারণ ধারার ৬৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুর নিমিত্ত প্যাকেজ নং-জিডি-৫০/ক এবং জিডি-৫০/খ- এর আওতায় ১০টি লটের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের পর ৫টি লটের দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। অপর ৫ টি লটের ক্ষেত্রে পুনঃদরপত্রের প্রয়োজন হবে। দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়া ৫টি লটের ক্ষেত্রে এলসি প্রক্রিয়ায় মালামাল স্রবরাহ সম্পন্ন করতে আরো ৬-৮ মাস সময় প্রয়োজন হবে। অন্য ৫টি লটের ক্ষেত্রে পুনঃদরপত্র প্রক্রিয়াকরণসহ ৫টি লটের ক্ষেত্রে ০৮-১০ মাস সময় প্রয়োজন। এছাড়া ৬৪০ টি প্রতিষ্ঠানে এতদসংক্রান্ত অতিরিক্ত শ্রেনিকক্ষ নির্মাণের কাজ চলমান থাকলেও এটি সম্পন্ন হতে আরো সময় প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে মেয়াদ বৃদ্ধি আবশ্যক।

উপরে উল্লিখিত অঙ্গ সমূহের কাজ উদ্ভুত করোনা পরিস্থিতি এর জন্য ব্যাহত হতে পারে বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.১.১.১ প্রোগ্রামের অঙ্গ ভিত্তিক অর্জন

২০১৪ সাল হতে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচী এবং প্রকৃত অগ্রগতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান তথ্য ও বিবরণ:

সারণি ১৬- প্রোগ্রামের অঙ্গভিত্তিক অর্জন

অর্থবছর	কার্যক্রম/কর্মসূচী
২০১৩-২০১৪	১. কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ে মোট ১০১৫৮৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২. আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ৫০টি বিদ্যালয়ের ৩৫০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা প্রদান করা শুরু হয়।
২০১৪-২০১৫	১. প্রোগ্রাম আওতায় ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ১০৭৭ জন, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৫৭ জন এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ২০৯ জনসহ মোট ১৩৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২. কারিকুলাম বিস্তরণ, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও পিবিএম বিষয়ে ১৩৫৪১১ জন শিক্ষককে এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ৩১০ জনসহ মোট ১৩৫৭২১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩. আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ৮৩টি বিদ্যালয়ের ৬৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। ৪. সারা দেশের ৫৪টি উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৯৪১৫০ জন শিক্ষার্থীকে বছরে ৫২ কোটি টাকার উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।
২০১৫-২০১৬	১. প্রোগ্রাম আওতায় ই-প্রকিউরমেন্ট চালু হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২. সকল অঞ্চলে এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা চালু হয়। ৩. প্রোগ্রাম আওতায় প্রেষণে নিয়োগযোগ্য ১২২টি পদে এবং সরাসরি ১২০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়। ৪. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন সেসিপ-এর একটি অন্যতম কর্মসূচী। এ আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহ স্থাপনের জন্য বিদ্যালয় নির্বাচন সম্পন্ন। ৬২৫টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এলক্ষ্যে ৫৮৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো সংস্কার সম্পন্ন হয়। ৫. ২০০০০ (বিশ হাজার) বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এর আওতায় ১০০০০ (দশ হাজার) বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের নিমিত্ত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১,১৭,৩৯,৭৩৩.৫৪ মার্কিন ডলার ও ১,৯১,২৩,১৮২.১০ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬. ১০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়। ৭. কারিকুলাম বিস্তরণ, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও পিবিএম বিষয়ে ৯৫৯৩৩ জন শিক্ষককে এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ২৫৩৬ জনসহ মোট ৯৮৪৬৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯২ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮. আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসহ ৫৯৩ টি দপ্তরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। ৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে ৬১০টি ল্যাপটপ, ৩৭৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৮২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,৩৭৭ টি প্রিন্টার, ৬০১টি স্ক্যানার, ৪০৫ টি ফটোকপিয়ার, ৫৮৭টি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন, ৫১৬ টি আইপিএস বিতরণ করা হয়েছে এবং আরও ১০৩৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ১০. মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৯৫৩টি মোটর সাইকেল, ১০টি জীপ ও ১৩টি মাইক্রোবাস সরবরাহ করা হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	১. Stipend harmonization Study বিষয়ক দেশীয় পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমিক শিক্ষা সেক্টরে উপবৃত্তি বিতরণের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

অর্থবছর	কার্যক্রম/কর্মসূচী
	২. ৬৪০টি আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের জন্য কম্পিউটার, সার্ভার, অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের লক্ষ্যে একটি প্যাকেজের আওতায় ৮১,৯৯,৬৩০.০০ মার্কিন ডলার এবং ৪৭,৯০০০.০০ টাকা মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭০ টি প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত সরঞ্জাম সরবরাহের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। ৩. ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্মের সাথে Contract সম্পন্ন হয়। ৫. কারিকুলাম বিস্তরণ, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, পিবিএম, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা বিষয়ে ১৩৭২১৪ জন শিক্ষককে এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ১৮২১ জনসহ মোট ১৩৯০৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬. আন্ডারসার্ভড এলাকায় মোট ৮৩টি বিদ্যালয়কে এমপিওভুক্ত করা হয়।
২০১৭-২০১৮	১. সেসিপ-এর আওতায় ৯৭ জন শিক্ষক ও ৭৮ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১৭৫ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান (৫০০) ও আইসিটি (১২৮০) বিষয়ের মোট ১৭৮০ জন শিক্ষককের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২. ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণের আওতায় ৬২৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ অর্থবছরে ৭১টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ৫৫৩ টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৫%। অবশিষ্ট ১৬টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। ৩. শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, পিবিএম ম্যাটেরিয়ালসসহ মোট ১৮৪০৩৫৮ ম্যানুয়েল বিতরণ করা হয়েছে। ৪. ৯২০০০টি ISAS ম্যাটেরিয়াল, ৪৬০০০টি প্রধান শিক্ষকের রেজিস্ট্রার এবং ৮২০০০০টি শিক্ষকের ডায়েরি প্রিন্টিংয়ের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্মের সাথে Contract সম্পন্ন হয়। ৬. কারিকুলাম বিস্তরণ, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ে ৮২৩৭৩ জন এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ৫৯ জনসহ মোট ৮২৪৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৭. ১৪২টি উপজেলায় ১০০০ জন রিসোর্স টিচার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৮. জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদের উপবৃত্তি বিতরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ অর্থবছরে দুই কিস্তি উপবৃত্তি বিতরণ শেষ হবে। সমন্বিত উপবৃত্তি বিতরণ নীতিমালা (Harmonized Stipend Study Program Plan) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৯. আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত এমপিওবিহীন ০৯টি বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা প্রদান চলমান।
২০১৮-২০১৯	১. মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬৯২ জন শিক্ষককে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২. পাঠ্যপুস্তকগত শিক্ষার সাথে জীবনদক্ষতার সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করানোর লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচীর আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯৭,৪৩৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩. কারিকুলাম বাস্তবায়নের আওতায় প্রণীত ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ব্যবহার বিষয়ে ৩৩,৭২৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অর্থবছর	কার্যক্রম/কর্মসূচী
	৪. কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৯,০৯৫ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৫. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ১০,০০০ বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এর আওতায় এ অর্থবছরে ৬৮৯৪ বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। ৬. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৭১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন সেসিপ-এর একটি অন্যতম কর্মসূচী। এলক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রথম পর্যায়ে ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো সংস্কার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার, সার্ভার, অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পন্ন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৭০ টি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ৭. সেসিপের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহকে গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ৪৬৫০ জনকে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের জন্য ১,০৩৪ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। ৯. মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিদর্শকদের জন্য ৬৪০ টি মটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়। ১০. আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত এমপিওবিহীন ০৯ টি বিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা প্রদান চলমান।
২০১৯-২০২০	১. সেসিপ-এর আওতায় নিয়োগকৃত জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছেন। বিগত ০৭.০১.২০২০ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এসংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সভায় সেসিপ-এর জনবলসমূহ রাজস্বখাতে হস্তান্তরের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের EMIS Oracle Database License with necessary security options ইতোমধ্যে ইনস্টল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে। ৩. ট্রান্স-২ এর আওতায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (জিডি-৩৯) মাঠ পর্যায়ে (৯৯২৭ টি প্রতিষ্ঠান) সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। ৪. বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য ৮টি অঞ্চলে একটি করে আলমারি ও কাঠের শেলফ সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। কুমিল্লা অঞ্চলে ৬৪৪টি প্রতিষ্ঠানে ফার্নিচার সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৩৭ টি প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহের নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তি বাতিল করা হচ্ছে। শীঘ্রই পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হবে। ৫. ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র আওতায় আরও ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। এলক্ষ্যে অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৯টি প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে। ২৫টি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ১টি প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্ক অর্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৬. ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের আওতায় ৯৭ টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। ৭. ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণের আওতায় ৬২৪টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৭১টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ৫৫৩ টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৫%। অবশিষ্ট ১৬টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৮. ৫তলা বিশিষ্ট বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবনের ৫ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে,

অর্থবছর	কার্যক্রম/কর্মসূচী
	অগ্রগতি ৬৫%। ৯. ৪৬ টি জেলা শিক্ষা অফিসের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০টি অফিসের কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ১৬টির কাজের অগ্রগতি ৮৫%। ১০. ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নির্মাণ কর্মসূচীর আওতায় খুলনা'র ২টি ও ঢাকা'র ৩টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস-এর দরপত্র অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হবে। ১১. ২০১৯ – ২০২০ অর্থ বছরে সেসিপ-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত রিপোর্টসমূহ প্রণীত হয়েছে: ১. EMIS Capacity Development Plan; ২. National Evaluation and Assessment centre (NEAC) Act (Draft); ৩. "Secondary Education Annual Sector Performance Report (SE-ASPR)-২০১৮; ৪. Secondary Education Institution Construction Guideline Policy (SEICGP) (Draft); ৫. Secondary Teacher Development Policy (STDP).

৩.১.২ পণ্য ক্রয়/ সংগ্রহের পর্যালোচনা

সেসিপের আওতাভুক্ত দুটি প্যাকেজের (জিডি -০৫ এবং জিডি -২৪) পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, দরপত্র আহবান, দরপত্র খোলা, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সুনির্দিষ্টকরণ/টি ও আর, বি ও কিউ,দরপত্রের মূল্যায়ন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন/ কার্যাদেশ ইত্যাদিতে পি পি আর ২০০৮ এ বর্ণিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা এবং ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে উপরে উল্লিখিত প্যাকেজ দুটির সমস্ত ক্রয় সংক্রান্ত দলিল পর্যালোচনা, ক্রয় প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে দরপত্র ডাটা শিট, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত নিবিড় পরিবীক্ষণঃ

সেসিপ এর পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা পি পি আর- ২০০৮ এবং এডিবি এর নির্দেশিকা অনুসরণ পূর্বক সম্পন্ন ও বাস্তবায় ন করা হয়েছে। যেমন আইসিবি প্যাকেজ সমূহের Contract এডিবির নির্দেশিকা মোতাবেক এবং এন সি বি প্যাকেজ সমুহের Contract পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এন সি বি এর প্যাকেজ সমুহের Contract Document এর কোন অংশে যদি এডিবি নির্দেশিকার সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় সে ক্ষেত্রে ঐ অংশে বা অংশসমূহ এডিবি এর কিছু গাইডলাইন সংযোজন করা হয়। সর্বোপরি এন সি বি প্যাকেজের ক্ষেত্রে এডিবি এবং পিপিআর -২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট থেকে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক দলিলাদি পর্যালোচনা করে স্যাম্পল হিসেবে মোট দুটি প্যাকেজে (জিডি -৫ এবং জিডি -২৪) পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো-

ক্রমিক নং	**পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি**		
	তথ্যাদি	জিডি-০৫	জিডি-২৪
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.	প্রোগ্রামের নাম	সেসিপ	সেসিপ
৪.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম	বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি	শিক্ষা উপকরণ
৫.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/ আন্তর্জাতিক)	আন্তর্জাতিক	জাতীয়
৬.	দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার নাম	দৈনিক ইত্তেফাক, দ্যা ডেইলি স্টার ও দ্যা ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস	দৈনিক মানবজমিন এবং দ্যা নিউ এজ
৭.	দরপত্র দলিলাদি বিক্রয় আরম্ভের তারিখ	১১-০৩-১৬	২১-১২-১৬
৮.	দরপত্র দলিলাদি বিক্রয়ের শেষ সময় ও তারিখ	২৪-০৪-১৬	১১-০১-১৭
৯.	দরপত্র দলিলাদি গ্রহণের শেষ সময় ও তারিখ	২৫-০৪-১৬, দুপুর ২ টা	১২-০১-১৭, দুপুর ১ টা
১০.	গৃহিত দরপত্রের সংখ্যা	১৯ টি	৪ টি

ক্রমিক নং	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি		
	তথ্যাদি	জিডি-০৫	জিডি-২৪
১১.	দরপত্র খোলার শেষ তারিখ	২৫-০৪-১৬	১২-০১-১৭
১২.	সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনে কি পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করা হয় ?	হ্যাঁ	না
১৩.	মূল্যায়িত দরপত্রের সংখ্যা	১৯ টা	৪ টা
১৪.	মূল্যায়ন না করা দরপত্রের সংখ্যা	০	০
১৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সঠিকভাবে গঠিত হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১৬.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	০৪-০৮-১৬, ১৬-০৮-১৬, ২৯-০৮-১৬, ১৮-১০-১৬	১৮-০১-১৭ ০২-০২-১৭
১৭.	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ	১৮-১০-১৬	০৯-০২-১৭
১৮.	সিএস তৈরির তারিখ	১৮-১০-১৬	০৯-০২-১৭

ক্রমিক নং	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি		
	তথ্যাদি	জিডি-০৫	জিডি-২৪
১৯.	সিএস অনুমোদনের তারিখ	১৮-১০-১৬	০৯-০২-১৭
২০.	সিএস প্রদানের তারিখ	১৮-১০-১৬	০৯-০২-১৭
২১.	মোট চুক্তির মূল্য	৯৩ কোটি,৯৫ লাখ, ১৮ হাজার ২৯১.২৪ টাকা	২ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ টাকা
২২.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৪-০৪-১৭	১৫-০৩-১৭
২৩.	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	০৮-০৩-১৭	২৩-০২-১৭
২৪.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ	০৪-০৪-১৭	১৫-০৩-১৭
২৫.	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি ও কারণ	হয়েছিল। লটঃ১- ৬ মাস লটঃ ২- ৮ মাস লটঃ৩- ১০ মাস লটঃ৪- ৬ মাস কারণ নিম্নে বর্ণিত হল।	না
২৬.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	০৩-১২-১৭	১৪-০৭-১৭

ক্রমিক নং	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি		
	তথ্যাদি	জিডি-০৫	জিডি-২৪
২৭.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কি না? না হলে কেন করা হয়নি কারণ?	হ্যাঁ	হ্যাঁ

প্যাকেজ নং জিডি-০৫ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় যার মূল্য ১৭৮.৭৮ কোটি টাকা (ডিপিপি অনুযায়ী) এই ক্রয় প্রক্রিয়াটি ওটিএম পদ্ধতিতে এবং আইসিবি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং চুক্তি সম্পাদনের সময় সীমা ২৪০ দিন রাখা হয়। উল্লেখিত প্যাকেজটির প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া পিপিআর ২০০৮ এবং এডিবি এর নির্দেশিকা মোতাবেক সম্পন্ন করা হলেও সঠিক সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হয় নি। অর্থাৎ প্রকৃত চুক্তি সম্পাদনের সময় সীমা আরো ১২ মাস বর্ধিত করতে হয় ।

কাজ বিলম্ব হওয়ার পেছনে দুটি কারণ বিশ্লেষনে বেরিয়ে আসে। এগুলো হল প্রথমতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নাম পরিচয় হীন কোন ব্যক্তি সর্বনিম্ন দরদাতার বিপক্ষে লিখিত অভিযোগ জানায় যা পরবর্তীতে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। উক্ত তদন্ত প্রক্রিয়ায় প্রায় ৮-৯ মাস সময় লাগে যা প্রকৃত চুক্তি সম্পাদনের সময় সীমা কে বিলম্বিত করে। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দরে বন্দর-কাস্টমস জটিলতার কারণে আরো ১-১.৫ মাস বিলম্ব হয় যার ফলে প্যাকেজ এর কাজ যথাযথ সময়ে সম্পাদন করতে।

প্যাকেজ নং জিডি -২৪ এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষার সরঞ্জামাদি যেমন গ্লোবচার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি ক্রয় করা হয় যার মূল্য প্রায় ৩.০ কোটি টাকা (ডিপিপি অনুযায়ী)। এই প্রক্রিয়াটিও ও টি এম পদ্ধতিতে এর এন সি বি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং এর চুক্তি সম্পাদনের সময় সীমা ১২০ দিন রাখা হয়। উক্ত প্যাকেজটির প্রাপ্ত দলিলাদি হতে তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় ক্রয়-সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়।

৩.১.৩ অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অবস্থা

অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অবস্থা

অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অবস্থা					(লক্ষ্য টাকায়)
ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বর্তমান বছরে লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০২০)		বর্তমান বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)
ক) রাজস্ব ব্যয়					
১। অফিসারদের বেতন	১৬০০০.০০	১০৮৬৬.০০	১৪৯৫২ জনমাস	৪৫১৭	১১২১৪ জনমাস (৭৫%)
২। কর্মচারীদের বেতন	৯৯৬.৭৯	৩৪৯.০০	২৮৯২ জনমাস	৪১.৫৯	২১৬৯ জনমাস (৭৫%)
৩। স্টাডিজ এন্ড সাব-কন্ট্রাক্ট	৪৮০৩.৩৩	৪৮০.০০	৪ প্যাকেজ (১৯%)	২৭৭.৪৮	৫৭.৮%
৪। শিক্ষা উপকরণ মুদ্রণ ব্যয়	৪৫৮০.৩৩	২১০.০০	২৩৩০০০ টি (৬.৩%)	৬.৫০	০%
৫। প্রশিক্ষণ ব্যয় (স্থানীয়)	৭৩৩৫৩.৭১	১২৫০০.০০	১৩০, ০০০ জন (১১.২১%)	৬১৩৮.৯৩	৮১,৪৮৮ জন (৬৩%)
৬। প্রশিক্ষণ ব্যয় (বৈদেশিক)২৩১৭ জন	১২২৫০.৩০	৩৫০০.০০	৭৮৯ জন (৩৪.০৫%)	৩৪৩৯.৮২	৪৮৪ জন (৬১%)
৭। গবেষণা ব্যয়	১০০	০.০০	এলএস (০%)	০	এলএস (০%)
৮। শিক্ষক বেতন (মোট ৩৫২৮০পি এম)	১৬৫৬৬.৪৯	৪৬০০.০০	১১৬৪০	২০৩০.৭০	৮৭৩০ জন (৭৫%)
৯। উপবৃত্তি-১৩৯৯৫১ ছাত্র/বছর	৩১৭০২.৩৮	৩১০০.০০	৩০০০০০ প্রতি বছর (২১.৪২%)	০	০.০০%
১০। উপজেলা এওয়ার্ড প্রোগ্রাম	০	০	০.০০%	০	০.০০%

অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অবস্থা					(লক্ষ্য টাকায়)
ডিপিপি/টিপিপি অনুসারে অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	বর্তমান বছরে লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০২০)		বর্তমান বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)	আর্থিক	বাস্তব (অঙ্গের %)
১১। শিক্ষা উপকরণ ১. প্রশিক্ষণ উপকরণ -৪০ ২. টিচিং এইড-১০০০০ মোট-২০৪১৫	১৯১৬.৩৬	১৬৬০.০০	২০০০০ টি প্রতিষ্ঠান	৮২৫.৬০	২০০০০ টি প্রতিষ্ঠান ৫০%
১২। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (২০০০০ টি প্রতিষ্ঠান)	২৪০০০.০০	৯০০.০০	১০০০০ টি প্রতিষ্ঠান (৫০%)	৫৭৫.০০	৯৯২৭ টি প্রতিষ্ঠান (৯৯.২৭%)
১৩। নির্মাণ ও পূর্তকাজ: 1. Ren. For Sch. ILC (640) 2. Tree Plantation (100) 3. Arsenic Test (100) 4. EMIS Data Cen- (1) 5.Class room exten-640 6. Reno Of School-100 7.TEO-25, 8.DEO-1 9.DEO Ver-60 10. Ext. of NAME Hostel (3 floors) Total-1535	৭৩৮৭৭.৮৩	২৬০০০	৭২৬(৪৭%)	২৬০০০	১০৪(৭০%)

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, উদ্ভত করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এসকল অঙ্গের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

৩.২ প্রোগ্রামের নির্ধারক অনুসারে প্রাপ্ত ফলাফল

৩.২.১ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তা অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তোলা

সেসিপ কর্মসূচী বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫০কোটি ডলার বা ৪০০কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। সেসিপ কর্মসূচীর অর্থায়ন সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার

কারণে ভবিষ্যতে সরকার যদি সম্পূর্ণ নিজ অর্থায়নে কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয় তবে তার অর্থ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে না। Access এবং Quality এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত, যেমন: পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন নীতিমালা কে গুণগত শিক্ষার জন্য আরো কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে/উপর্যপরি সেসিপ কর্মসূচীর সহায়তায় বাংলদেশে প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচী "SWAP" এর মাধ্যমে অর্থায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ভিত্তিক বাস্তবায়নের কারণে যে বিচ্ছিন্নতা এবং সমন্বয়ের অভাব ছিল সে সমস্ত কারণগুলোকে কার্যকরভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে । উল্লেখিত বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সেসিপ কর্মসূচী বিশেষ করে Access তৈরীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে । যেমন, ২০১১ সালের ৬১% NER বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে সেটা ৭৫% এ উন্নীত হয় । অপরদিকে NER ২০১১ সালে ৫৮% থেকে ২০১৮ সালে ৬৯% এ উন্নিত হয়েছে । নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এখন NER এখন ৮২% যা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে । মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক Access এবং গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসিপ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রোগ্রাম কাঠামো(Secondary Education Nature Programme Framework) তৈরি করা হয়েছে যা মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সমন্বিত নীতি এবং বাস্তবায়ন কৌশল বাস্তবায়নের পথ সুগম করেছে । একটি সুসংগঠিত এবং বাস্তবমুখী তৈরি করার জন্য সেসিপ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে দুই দফায় Join Venture Revew করা হয়। এর ফলে সরকারের অর্থায়নে ভবিষ্যৎ মাধ্যমিক শিক্ষা দেশব্যাপী বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

৩.২.১.১ পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন

মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে একটি নীতিগত নির্দেশনা সুনিশ্চিত করার জন্য এনসিটিবি কর্তৃক জাতীয় কারিকুলাম পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক (National Curriculum Policy Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণ বৃত্তান্ত বিকাশ করতে পারে এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উক্ত নীতি অনুসরণ করে বর্তমান এনসিটিবি পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাসের কাজে নিয়োজিত আছে। এনসিটিবি এর এই প্রয়াস ২০২২ সালের মধ্যে সমাপ্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী ব্যবস্থা করা হয়েছে এরমধ্যে সংগত কারণেই কারিকুলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিক গুরুত্ব পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সেসিপ এর আওতায় যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১) পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করণ

২) পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন

৩) পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন

৪) হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা

৫) পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা

৬) পাঠ্যক্রম কাঠামো নীতিমালা

৭) জীবন দক্ষতা শিক্ষা

তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য সেসিপ এর মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা এবং লিঙ্গীয় ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য মিডিয়াসহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে সুতরাং উল্লেখিত বিষয়ে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেসিপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপসমূহ ইতিমধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি, প্রাক্টিক্যাল/হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা মাধ্যমে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি।

কারিকুলাম পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে ছাত্র এবং শিক্ষকের মাঝে অংশগ্রহণমূলক যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের মননশীল চিন্তা ভাবনা বিকাশ ঘটানো এর অন্যতম সাফল্য। পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়নে সৃজনশীল পদ্ধতি, আইসিটি, ই-লানিং, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা নতুন ভাবে জাতীয় পাঠ্যক্রমে সংযোজন করা হয় (কারিকুলাম রিভিউ, ২০১৯)। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরবর্তী সময়ে কর্মমুখি করে তুলতে এবং দারিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার সাথে এ বছর থেকে প্রাক-কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম বোর্ড পাঠ্যক্রম উন্নয়নে দ্বায়িত্ব পালন করেন। তবে কারিকুলামের মানোন্নয়নে সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম বোর্ডে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয়। (সূত্র: কে আই আই)

কারিকুলাম প্রণয়নের কাজের জন্য ২০১৭ সালে তিনটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই পদক্ষেপ গুলো হচ্ছে (১) চলমান কারিকুলামের পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তন, (২) পরিবর্তিত কারিকুলাম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা এবং (৩) কারিকুলাম যাতে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রশিক্ষণ সহ অনুসূচিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা।

এখানে উল্লেখ্য যে কারিকুলাম সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারটি ঘটেছিল ২০১৬ সালে। কিন্তু একই সময়ে কারিকুলাম পর্যালোচনার ব্যাপারে ২০১৬ সালে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। কি কারণে কারিকুলাম পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিশ্চিত করার পূর্বেই কারিকুলাম সম্পর্কে অবহিত করণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল সেই বিষয়টি পরামর্শক দলের কাছে সুস্পষ্ট নয়।

২০১৭ সালের ইনসেপশন রিপোর্ট (Inception Report) অনুযায়ী ২০১৯ সালের মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনার জন্য ডিটিএল (DTL) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কারিকুলাম পর্যালোচনা সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করা

হয়। এই বিষয়ে পরামর্শক দল মনে করেন কারিকুলাম পর্যালোচনা একটি জটিল এবং টেকনিক্যাল ব্যাপার । সুতরাং সম্পূর্ণভাবে কারিকুলাম পর্যালোচনার করার সক্ষমতা একটি প্রতিষ্ঠানের নাও থাকতে পারে। সেইক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে এবং সেটা এই ক্ষেত্রে হয়েছে । কারিকুলাম বাস্তবায়নের ব্যাপারে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, (১) শিক্ষকদের জন্য ১৫টি TCG (Teachers Curriculum Guide)বা শিক্ষক পাঠ্যক্রম নির্দেশিকা যা ৫ টি মূল বিষয়কে নিয়ে তৈরি করা (২) পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা (৩) মনিটরিং এর জন্য নির্দেশিকা এবং কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষে ২০০০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করা।

২০১৭ সালেই উল্লিখিত কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতমূলক কার্যক্রম এর অগ্রগতি এবং একই সাথে কারিকুলাম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়। কারিকুলাম বাস্তবায়ন ছাড়া আরও যেসমস্ত কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং তার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উপর্যপরি সমগ্র সেসিপ প্রকল্পে একটি নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেখার জন্য জাতীয় কারিকুলাম নীতিমালা কাঠামোর উন্নয়ন কিছুটা সময় নিলেও পরবর্তীতে সেগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে।

উল্লেখিত পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে জীবন দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান শিক্ষা কেম্পেইন (Science Media Campaign), স্কুল ক্লাসটার (Cluster School), এনসিটিবি বিরিফিকেশন (NCTB Bifurcation) সহ আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এনসিটিবি এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এনসিটিবি এর বিরিফিকেশন এর প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিরিফিকেশন (Bifurcation) এর স্বরূপ নির্ভর করবে প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম নীতিমালা কাঠামো বা Curriculum Policy Framework এর উপর। পাঠ্যক্রম নীতিমালা কাঠামো ইতিমধ্যে প্রণীত এবং অনুমোদিত হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে এনসিটিবি বিরিফিকেশন এর ব্যাপারটি পরামর্শ দলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। অপরদিকে বিইডিইউ (BEDU) সৃজনশীল প্রশ্ন এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মান সম্পন্ন শিক্ষার ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিইডিইউ কেবলমাত্র পরীবিক্ষণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে তা নয় বরং তাদের প্রদর্শিত নির্দেশিকা এবং নীতিমালা মানতে যথাযথ ও কার্যকর ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। বিইডিইউ এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা গেছে যে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষক নিম্নমানের শিখন দক্ষতা এবং মোটিভেশন (motivation) ও কমিটমেন্ট (Commitment) এর ঘাটতি থাকার কারণে প্রারম্ভিক মূল্যায়নের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা এই পরিবর্তনের সুবিধা পাচ্ছে না এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

কারিকুলাম পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে কি ধরনের পরিবর্তন এসছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা মাদ্রাসা, কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবক এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সাথে মাঠপর্যায়ে পরিবীক্ষণ করে দলীয় আলোচনা এবং উপজেলা পর্যায়ে সেসিপের একাডেমিক সুপারভাইজর এর সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে,

জরিপকৃত ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মনে করেন, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিষয়ের উপর শিখণ এবং শিক্ষার্থীদের সম্মুখ ধারণা। সেসিপ প্রোগ্রামের উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজরও মনে করেন সেসিপ প্রোগ্রামের একটি অন্যতম সাফল্য হল পাবলিক পরীক্ষাতে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

সৃজনশীল পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিষয়ের উপর A থেকে Z আত্নস্থ করা এটা মুখস্থ করার বিষয় না, নিজের মত করে বিষয়টাকে ধারণ করে প্রয়োগ করা। সৃজনশীল পদ্ধতিতে চারটি অংশ রয়েছে, যেমন-জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণমূলক(দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য)। সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটেছে বলে তারা মনে করেন। কারণ ২০১৩ সালের আগে ক্লাস লেকচার পদ্ধতি ছিল শুধু শিক্ষকরা বলবে ছাত্র শুনবে, কিন্তু এখন ক্লাস পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে প্রতিটা ক্লাসে শিক্ষক এবং ছাত্র সবাই অংশগ্রহণ করবে, যাতে করে পাঠদানের সময় শ্রেণি কক্ষে কথা বলতে এবং শুনতে পারে। মুখস্ত করার বিষয় না থাকায় শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা ভাবনা চর্চা করার সূযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন থাকার বিষয়টি না থাকায়, শিক্ষার্থীদের মাঝে নকল করার প্রবণতা ও কমে গেছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ দানের জন্য শিক্ষকদের নিজেদেরকেও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সাম্যক ধারণা ও জ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। ২০১৩ সালের পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদানের জন্য সেসিপ প্রোগ্রাম হতে শিক্ষকদের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত এবং প্রদান করা হয়েছে এবং নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষকরা এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষকদের ডায়েরি মেইনটেইন করার ফলে পাঠদানের আগে পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে । দেশের ২৭০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সৃজনশীল পাঠ্যক্রম সুবিধার অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এ পরীক্ষামূলক ভাবে ৫৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক একটি গবেষণা শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষা পদ্ধতি সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যার ফল, দেশে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি। যা কিনা শিক্ষার্থীদের মূল বই পড়তে বাধ্য করেছে এবং চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার সুযোগ করে দিয়েছে। (সূত্র: কে আই আই, ২০২০)

সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আইসিটি, সৃজনশীল, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, জীবন দক্ষতা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সকল ধরনের তালিকা ভুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যেমন-মাদ্রাসা, কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত সুবিধা যেমন, শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান সরঞ্জাম, আইসিটি লানিং সেন্টার সুবিধা পাচ্ছে বলে, মাঠপর্যায়ের জরিপের ফলাফল থেকে উঠে এসেছে। (সূত্র: দলীয় আলোচনা, ২০২০)

যদিও নির্বাচিত ৩২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান সরঞ্জাম আইসিটি লানিং সেন্টারের সুবিধা পাচ্ছে না, কারণ এখনো পর্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো সকল ধরনের সুবিধার তালিকাভুক্ত নয়। ফলে সুবিধা প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখনো সকল সুবিধা পাচ্ছে না এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে কিছু পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। যেমন মাদ্রাসা, কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো সুবিধা পাচ্ছে না, সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক উল্লেখ করেন, পাঠ্যবইয়ের সাথে ব্যবহারিক শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা ভালো ভাবে বুঝতে পারে। দলীয় আলোচনায় এক শিক্ষক উল্লেখ করেন, আইসিটিলানিং সেন্টার না থাকায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত একটি ল্যাপটপ দিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। কিন্তু যে শিক্ষার্থী ক্লাসের শেষ বেঞ্চ এ বসে সে কিছুই দেখতে পায় না। আর ক্লাসের স্বল্প সময়ে সবাইকে একটা ল্যাপটপ দিয়ে চর্চা করানো সম্ভব হয় না। আবার অন্য একটি স্কুলের শিক্ষক উল্লেখ করেন, অনেক আগে তারা কিছু বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি পেয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো অকার্যকর হয়ে আছে, নতুন কোন সরঞ্জাম তারা পান নি। ফলে বিজ্ঞান ক্লাসে তাদের কিছু সমস্যার সমুক্ষিণ হতে হচ্ছে।

সৃজনশীল পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে একজন শিক্ষক বলেন, স্কুলের শিক্ষকগণ এখন পরীক্ষা প্রশ্ন পত্র তৈরি করে থাকেন এবং ২০১৭ সালের পর থেকে শিক্ষকগণ নিজেরা পান্ডুলিপি তৈরি করেন। পাঠ্যক্রমে সৃজনশীল যুক্ত হবার ব্যাপারে মাদ্রাসা, কারিগরি এবং সাধারণ স্কুলের প্রায় সকল শিক্ষক মনে করেন, সৃজনশীল পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, নকল করার প্রবণতা কমেছে, পড়ালেখার পাশাপাশি অন্যন্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিজেদের প্রকাশ করার প্রবণা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাতে গতানুগতিক প্রশ্ন কমন পেত, ১০টি প্রশ্নের উত্তর নোট-গাইড পড়ে মুখস্থ করে ৫টির উত্তর দিয়ে পাশ করে যেত, কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাশ করতে হলে তাদের কে পড়া আত্নস্থ করতে হচ্ছে।

সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন,

> “বছরের পর বছর ধরে সনাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল, সেখানে শিক্ষার্থীদের মূল বই পড়া, চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ কম ছিল। শিক্ষা বোর্ড শুধু পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন, ফল প্রকাশ ইত্যাদি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ছিল। পরীক্ষার প্রশ্ন যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা অনুভূত হয়নি।”

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায়, কম্পোনেন্টসমূহ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাভোগকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবকগণ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকলে মনে করেন সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করছে। কারণ পূর্বের তুলনায়

বিদ্যালয় গুলতে মাধ্যমিক পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পাঠ্যক্রম সহজ করতে, প্রযুক্তি নির্ভর পাঠ দান সহজতর করার লক্ষ্যে আইসিটিলার্নিং সেন্টার এর পাশাপাশি মাল্টি মিডিয়া, ইন্টারনেট এবং ইলানিং প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, আত্ন নির্ভরশীল করতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা, বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি প্রদান এবং কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । কাজেই বলা যায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় আগ্রহী করে তুলতে নানা ধরনের উৎসহমূলক এবং পাঠ্যক্রম শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটছে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল এর দিকে লক্ষ্য করলে এর স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়।

সারণি ১৭- পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন	১. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠক্রম প্রণয়ন করা। ২. প্রাথমিক পর্যায়ে, একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা করা এবং ফলাফলের ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা । ৩. শিক্ষক পাঠ্যক্রম নির্দেশিকা প্রদান । ৪. আইসিটি লার্নিং যুক্ত করা । ৫. জীবন দক্ষতা যুক্ত করা ।	মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

অপরদিকে, জরিপের প্রশ্নসমূহের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন এর ফলস্বরুপ যে সৃজনশীল পাঠদান এবং পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের নিকট ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

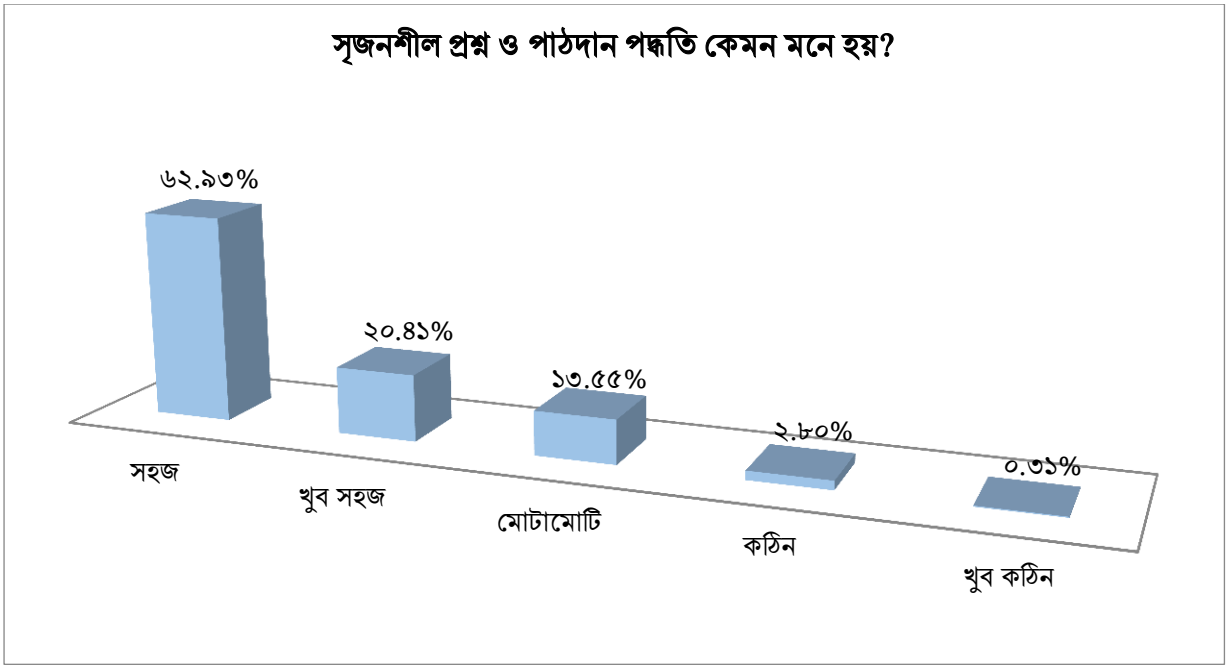

চিত্র ৯- সৃজনশীল পদ্ধতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনোভাব

উপরোক্ত লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৮০% এর ও বেশি শিক্ষার্থীদের নিকট সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ এবং অনেক সহজ মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ধরণের পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের সাথে শিক্ষার্থীরা বেশ সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। অপরদিকে, খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিকট এই পদ্ধতিটি কঠিন ও বেশ কঠিন বলে মনে হয়।

সারণি ১৮- বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতি কেমন মনে হয় তার তালিকা

বিভাগ/ সৃজনশীল পদ্ধতি কেমন মনে হয়?	খুব সহজ	সহজ	মোটামোটি	কঠিন	খুব কঠিন	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা
ঢাকা	১১%	৬৩%	২০%	৪%	৩%	৮০
চট্টগ্রাম	৩%	৮০%	১৫%	৩%	০%	৮০
বরিশাল	৩৩%	৬৫%	২%	০%	০%	৮২
খুলনা	২৩%	৬০%	৮%	১০%	০%	৮০
ময়মনসিংহ	২৬%	৬৫%	৯%	১%	০%	৮২
রাজশাহী	১৬%	৫৪%	২৮%	৩%	০%	৮০
রংপুর	২৬%	৫৪%	২০%	০%	০%	৮০
সিলেট	২৬%	৬৪%	৮%	৩%	০%	৭৮

বিভাগ ভেদে দেখা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রামে সব থেকে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের (প্রায় ৮০%) কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ বলে মনে হয়। এর পর দেখা যাচ্ছে যে, বরিশাল এর সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি খুব সহজ বলে মনে হয়। অপরদিকে খুলনার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বলে মনে হয়। দেখা যাচ্ছে যে, শধুমাত্র ঢাকাতে অধ্যয়নরত খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীদেরই সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বলে মনে হয়। এই থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভাগ ভেদে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ না কঠিন মনে হয় এটি খুব বেশি পার্থক্য প্রকাশ করে না। তবে উপরের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বরিশালের সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীদের (প্রায় ৯৮%) কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ এবং খুব সহজ বলে মনে হয়। অরপদিকে, খুলনায় অধ্যয়নরত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বলে মনে হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত এই পাঁচ ধরণের উত্তরের সাপেক্ষে কি কি কারণ থাকতে পারে সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর নিচে প্রদর্শিত হলঃ

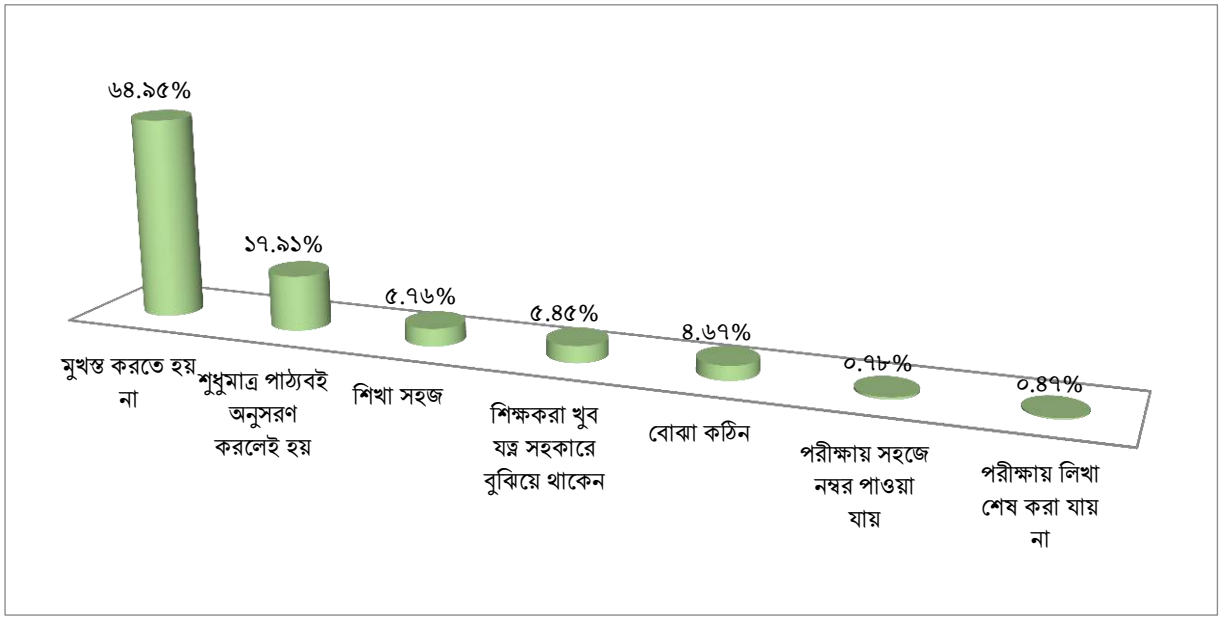

চিত্র ১০- সৃজনশীল পদ্ধতি এর ব্যাপারে মনোভাবের পিছনে কারণসমূহ

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৬৫% (৬৪২ জনের ভেতর ৪১৭ জন) শিক্ষার্থী এই সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে সন্তুষ্ট এবং এর পেছনে মূল কারণ হল শিক্ষার্থীদের এখন পড়া মুখস্ত করতে হয় না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল শুধুমাত্র পাঠ্যবই অনুসরণ করলেই হয়, কোনো গাইড বই এর সাহায্য লাগে না। এছাড়া আর তিনটি কারণ হলঃ এই পদ্ধতি শিখা সহজ, পরীক্ষায় সহজে নাম্বার পাওয়া যায় এবং শিক্ষকরা খুব যত্ন সহকারে পাঠদান করে থাকেন। অরপরদিকে, ৫% ৬৫% (৬৪২ জনের ভেতর ৪১৭ জন) এর মত শিক্ষার্থীরা মনে করে থাকে এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল এবং যে কারণে এটি বোঝা বেশ কঠিন এবং প্রায় .৫% এর মত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় লিখা শেষ করতে পারে না বলে এই পদ্ধতিকে কঠিন বলে মনে থাকে।

বিভাগ ভেদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যা কিনা নিম্নের তালিকাতে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বরিশালের শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ বা খুব সহজ মনে হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হল এই পদ্ধতিতে মুখস্ত করতে হয় না এবং এটি শিখা সহজ। ঢাকাতে অধ্যয়নরত বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের কাছেই এই পদ্ধতিতে মুখস্ত করতে হয় না বলে এটি সহজ বা খুব সহজ বলে মনে হয়। নিম্নের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছেই সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ বা খুব সহজ মনে হওয়ার কারণ গুলোর মধ্যে মুখস্ত করতে হয় না এই পদ্ধতিতে এটি মূল কারণ।

সারণি ১৯- সৃজনশীল পদ্ধতির সহজ বা খুব সহজ মনে হওয়ার পেছনে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের কারণসমূহ

সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ মনে হওয়ার কারণসমূহ	শিখা সহজ	মুখস্ত করতে হয় না	শুধুমাত্র পাঠ্যবই অনুসরণ করলেই হয়	পরীক্ষায় ভাল নাম্বার পাওয়া যায়	শিক্ষকেরা খুব যত্ন সহকারে পড়ান
ঢাকা	০ জন	৩০ জন	২৫ জন	০ জন	১৩ জন
চট্টগ্রাম	০ জন	৪৫ জন	১৯ জন	২ জন	১০ জন
বরিশাল	২৪ জন	৫৪ জন	০ জন	৩ জন	৩ জন
খুলনা	৪ জন	৪০ জন	২৫ জন	০ জন	০ জন
ময়মনসিংহ	২ জন	৪৪ জন	২৬ জন	০ জন	৮ জন
রাজশাহী	১ জন	৫৫ জন	২০ জন	০ জন	০ জন
রংপুর	০ জন	৮০ জন	০ জন	০ জন	০ জন
সিলেট	৬ জন	৬৯ জন	০ জন	০ জন	১ জন

উপরের সারণিতে দেখানো হয়েছে যেসব শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বলে মনে হয় তার দুইটি কারণ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরীক্ষায় লিখে শেষ করতে না পারার কারনে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর কাছে এই পদ্ধতি কঠিন বা বেশ কঠিন মনে হয়। শুধুমাত্র ঢাকাতে অধ্যয়নরত খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কাছে মনে হয় যে, পরীক্ষায় নাম্বার তোলা কঠিন এই পদ্ধতিতে তাই তারা এই পদ্ধতি কঠিন বলে মনে করেন।

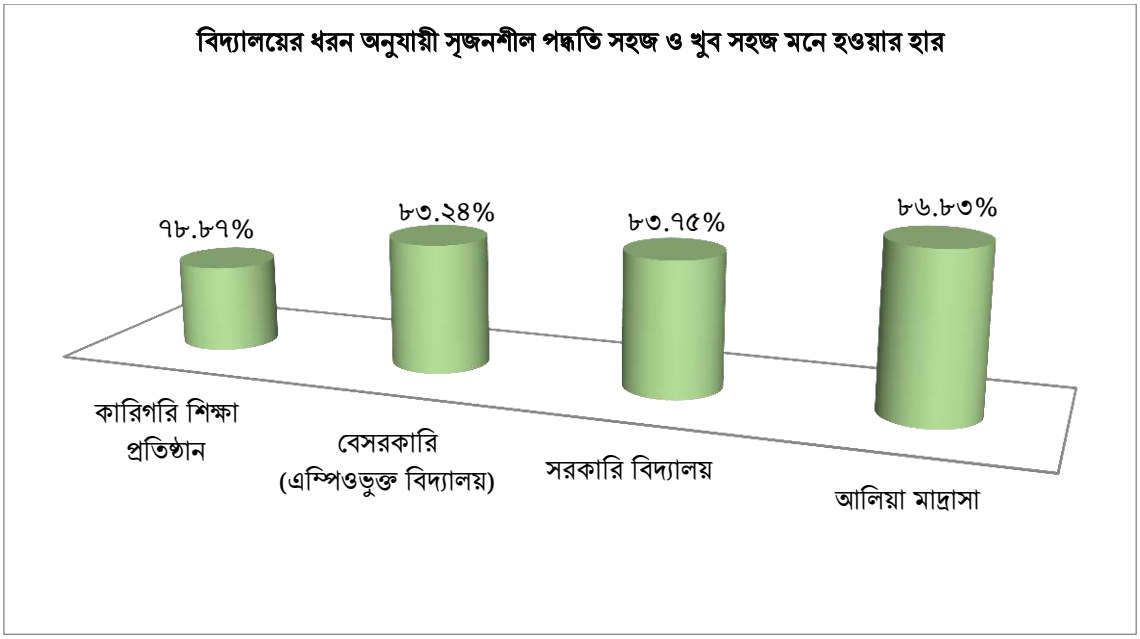

চিত্র ১১- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ ও খুব সহজ মনে হওয়ার হার

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যালয়ের ধরণের উপর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ অথবা খুব সহজ মনে হওয়ার মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। তবে, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে যে, ৮০% এর নিচে শিক্ষার্থীদের নিকট সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ মনে হয় সুতরাং এ থেকে এটি বোঝা যায় যে, কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের থেকে এই ক্ষেত্রে কিছুতা হলেও পিছিয়ে আছে।

সারণি ২০- সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বা খুব কঠিন মনে হওয়ার পেছনে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের কারণসমূহ

সৃজনশীল পদ্ধতি কঠিন বা খব কঠিন মনে হওয়ার কারণসমূহ	লেখা শেষ করা যায় না	পরীক্ষায় নাম্বার তোলা কঠিন
ঢাকা	৬ জন	৩ জন
চট্টগ্রাম	৪ জন	০ জন
বরিশাল	১ জন	০ জন
খুলনা	১১ জন	০ জন
ময়মনসিংহ	২ জন	০ জন
রাজশাহী	৪ জন	০ জন
রংপুর	০ জন	০ জন
সিলেট	২ জন	০ জন

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সৃজনশীল প্রশ্ন লিখে শেষ করা যায় না বলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের কাছে এটি কঠিন বা খুব কঠিন বলে মনে হয়।

ছাত্রছাত্রীদের মত অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকগণ মনে করেন, সৃজনশীল পদ্ধতি হবার কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছে, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা কমেছে। ২০১৩ সালের ক্লাসে শিক্ষক পড়াতেন শিক্ষার্থীরা শুনতো কিন্তু এখন ক্লাসে শিক্ষদের সাথে পড়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে, তারা যে কোন বিষয়ে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকদের প্রশ্ন করতে পারেন। শিক্ষকগণ আরো মনে করেন, শিক্ষার্থীদের বাংলা এবং ইংরেজিতে সাবলিল ভাবে কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ধারাবাহিক কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয় না, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নকল করার প্রবণতা কমে গেছে। ছেলেমেয়েরা পড়াতে আগ্রহী হয়েছে এবং পড়াশুনা সহজ হবার কারণে পরীক্ষাতে পাশের হার বেড়েছে বলে অধিকাংশ শিক্ষকগণ মনে করেন। আগে প্রশ্ন কমন না থাকলে তারা উত্তর না দিয়ে চলে আসতো, কিন্তু সৃজনশীন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবার কারণে শিক্ষার্থী সহজে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে বলে তারা মনে করেন। ২০১৩ সালের পর এস এস সি পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ও শিক্ষকরা উল্লেখ করেন। এছাড়া ২০১৩ সালের পর থেকে কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষ্যে নানা ধরনের কার্যক্রম নতুন ভাবে সংযোজন করেছেন। যেরকম, আই সি টি, ই লানিং, ভোকেশনাল /প্রাক-ভোকেশনাল , হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি।

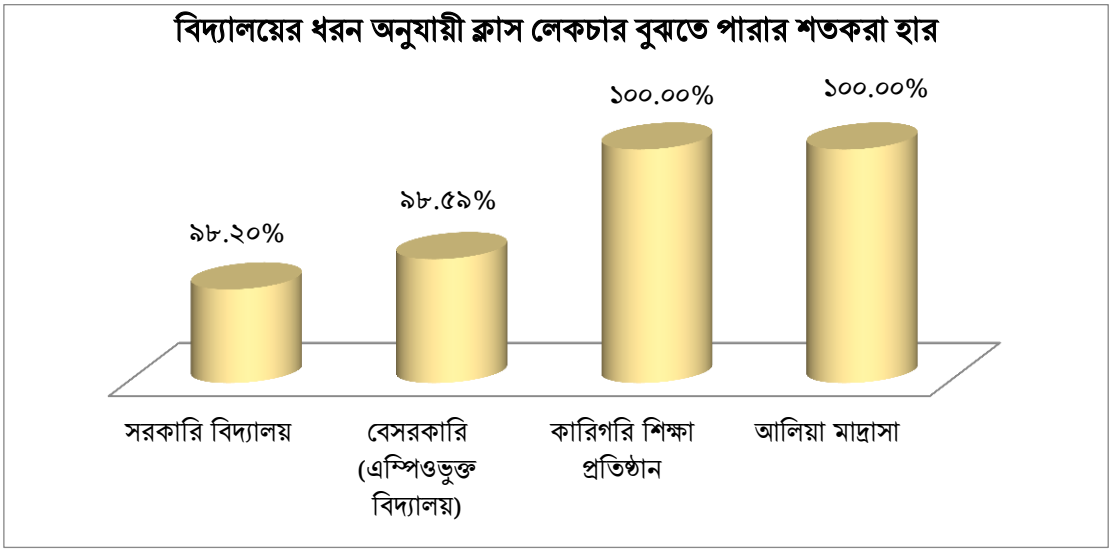

চিত্র ১২- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী ক্লাস লেকচার বুঝতে পারার শতকরা হার

উপরের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ক্লাস লেকচার বুঝতে পারার ক্ষেত্রে সব ধরণের বিদ্যলয়েই সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।

আইসিটি, ভোকেশনাল /প্রাক ভোকেশনাল, হাতে কলমে বিজ্ঞান, সৃজনশীল শিক্ষা, জীবন দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অর্ন্তরভুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, শিক্ষকদের

দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়য়ের উপর শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আমাদের গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রায় সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেসিপ থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যকরী বলে উল্লেখ করেন।

তার সাথে আরো যোগ করে বলেন, সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় (২০১৩ সালের পর থেকে) পাঠ্যক্রমে বর্তমানে মাল্টি মিডিয়া সংযুক্ত হয়েছে। আইসিটি ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবর্তন হয়েছে।এই পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের মতামত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে; শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকগণের দক্ষতা বাড়ছে। সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাচ্ছে।

পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে, ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি কিছুটা অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন- নৈতিক শিক্ষা, জ্ঞান প্রতিযোগিতা, আর্ট, ক্ষুদ্র ব্যবসা, উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ এবংপরামর্শ প্রদান করা হয়। আত্নকর্মসংস্থান গড়ে তোলার পরামর্শ প্রদান করে বলে শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন।

এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, আগের চেয়ে পাঠ্যক্রমের অনেকাংশে মানোন্নয়ন হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতি বেশ দ্রুতই আয়ত্ত করে নিতে পেরেছেন যা কিনা পাঠ্যক্রমকে বোধগম্য করতে সাহায্য করেছে।

৩.২.১.২ শিক্ষকদের পাঠদান উন্নতকরণ-

শ্রেণিকক্ষে বিষয়ভিত্তিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক টিচার্স কারিকুলাম গাইড তৈরি করা, যাতে কারিকুলামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে পারে সেবিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকদের ক্লাস নেবার গাইড লাইন তৈরি করে এর প্রিন্ট কপি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে পূরণ হচ্ছে কি না সে বিষয়ে মনিটরিং করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও সেসিপ প্রোগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। (সুত্র: কেআই আই)

শিক্ষকদের পাঠদান উন্নত করার লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা(Curriculum Implementation plan), বিজ্ঞান সরঞ্জাম, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, জীবন দক্ষতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় উন্নয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রতিটি শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে সিআইপি প্রদান করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য ষষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে তারা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়।

সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কয়েকটি ধাপে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২দিনের মাস্টার ট্রেইনার এবং পরে সকল শিক্ষককে ৩-দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১২দিনব্যাপী মাস্টার

ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ অনেকটা কার্যকর থাকলেও পরের ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষণগুলো কার্যকর ছিলনা। (সুত্র: কে আই আই)

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সৃজনশীল পদ্ধতির পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, আইসিটি ই-প্রশিক্ষণ। আমাদের পরিচালিত মাঠকর্মে অংশগ্রহণকারী সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা, কারিগরি এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ তাদের মতামতে উল্লেখ করেন, তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষক সেসিপ প্রোগ্রাম হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তবে যে প্রশিক্ষণগুলো তিন দিন হয়েছে, সেগুলো পর্যাপ্ত না ট্রেনিংগুলোর সময় আরো বাড়ালে ভাল হতো বলে তারা মনে করেন। একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন,

> “পাঠদানের ক্ষেত্রে সেসিপের প্রশিক্ষণের অনেক কাজে লাগছে। তাই এই প্রশিক্ষণটা আরো দীর্ঘায়িত করলে ভালো হত। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেকগুলো সেক্টর থেকে প্রশিক্ষণ পাই, তার মধ্যে সেসিপের প্রশিক্ষণগুলো আলাদা। সেগুলোর কোয়ালিটি, গুরুত্ব এবং সময় উপযোগিতা অনেক প্রশংসনীয়। যদি এগুলোর সময় আর একটু বাড়িয়ে করা যেত, তাহলে ভাল হয়। আমরা কোন কিছু জানতে জানতেই ট্রেনিং শেষ হয়ে যায়।“

পাঠ্য-কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১২০০০০ শিক্ষক কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ট্রেইনাররা আপ্রান চেষ্টা করেন শিক্ষকদের খুব ভালো নির্দেশন দিতে চান। চট্টগ্রামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, সেসিপ থেকে অনেক ট্রেইনিং পেয়েছেন, কিন্তু চট্টগ্রাম টিটি কলেজ, বিএড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ যেভাবে ট্রেইনিং দেয় সেগুলো স্পেশাল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একাডেমিক সুপারভাইজারও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সব সব সময় ট্রেইনার ভাল থাকে না বলে তারা উল্লেখ করেন।

সৃজনশীল পাঠ্যক্রমের দক্ষতা প্রসঙ্গে সেসিপ প্রোগ্রাম হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের পাশাপাশি একটি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন,

> “শিক্ষকরা এই সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির উপর যারা সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন তারা কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন । এজন্য, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির উপর শিক্ষকদের আরো বেশি করে প্রশীক্ষণ দিতে হবে এবং সেসিপ কর্মকর্তাদের যোগাযোগ ও তদারকি বাড়াতে হবে বলে তারা মনে করেন।”

অন্যদিকে, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে খুলনার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে,

> “পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান বইয়ে যা আছে, তার চেয়ে ২০১৩ সালের বইগুলো আলাদা ছিল। আমাদেরকে বর্তমানে অনেক রেফারেন্স আগের বই থেকে নিতে হয় । বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আরো আগ্রহী করে তুলতে হলে বিজ্ঞানের সিলেবাসগুলোকে আরো মডিফাই করতে হবে।”

এছাড়া শিক্ষকদের কে বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রতিটি উপজেলা থেকে একজন করে ৫৫০০০বিজ্ঞান শিক্ষক কে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। (সুত্র: কেআই আই)

ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, শিক্ষার্থীরা তাদের জরিপ প্রশ্নের উত্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি সহজ মনে করার কারণগুলি জানিয়েছে। এই উত্তরগুলো থেকেই দেখা যায় যে, শিক্ষকরা অনেক যত্ন সহকারে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকেন যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এই তুলনামূলক নতুন পদ্ধতিটি বেশ সহজ বলে মনে হয়। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রদান। সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে জীবন দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আরো নানা রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষকগণ এর পাঠদান পদ্ধতি পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে তাদের চিন্তা এবং মননশীলতার উপর জোর দেওয়া এই প্রোগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের ইউনেস্কো (UNESCO) এবং ইউনিসেফ (UNICEF) কর্তৃক স্বীকৃত ১০ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১০ টি বিষয় হলো,

১. আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা (Self-awareness)

২.সহানুভূতিশীলতা (Empathy)

৩. চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking)

৪. সৃজনশীল চিন্তাভাবনা দক্ষতা (Creative thinking)

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making)

৬. সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving)

৭. কার্যকারী যোগাযোগ দক্ষতা (Effective communication)

৮. পারস্পারিক সম্পর্ক দক্ষতা (Interpersonal relationship)

৯. নিয়ন্ত্রন দক্ষতা (Coping with stress)

১০. আবেগ দিয়ে বোঝার দক্ষতা (Coping with emotions)

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য ষষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে তারা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়।

অপর দিকে জীবন দক্ষতা নিয়ে খুলনার মোল্লার হাট এলাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মনে করেন জীবন দক্ষতা হল,

"জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। হাতে কলমে শিখিয়ে দেই যাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারে।"

এছাড়াও অতি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা বা ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষার পরিবেশকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ১৪২ টি উপজেলার ১০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স টিচার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষকরা তিনটি বিষয় পড়িয়ে থাকেন মূলত; এই তিনটি বিষয় হল-ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান। এই রিসোর্স টিচারদের কে প্রাথমিক ভাবে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, চারটি বিষয়ের উপর, যেমন-বিষয় ভিত্তিক, পেডাগজি, ইনক্লুসিভ এডুকেশন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এবং ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ৬ মাস পরপর ৩দিন ব্যাপী। (সুত্র: ডিপিপি, সেসিপ)

এসব নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা তাদের পাঠদান উন্নত করতে সচেষ্ট হচ্ছেন।

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষকদের মানোন্নয়নের বিষয় গুলো সরজমিনে পর্যবেক্ষণের আমরা যে স্কুল গুলো নির্বাচন করেছি, সে গুলো থেকে দেখতে পায় যে, স্কুলের শিক্ষকগণ প্রায় সকল শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে ক্লাস নেবার জন্য প্রশিক্ষণ পেলেও সেটা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন। কিছু কিছু শিক্ষক বলেন, প্রশিক্ষণ ৩দিন, ৬দিন, ১৪দিন ও পেয়েছেন, তবে একটি ট্রেনিং থেকে অন্য ট্রেনিং এর মাঝে সময়ের ব্যবধান বেশি থাকার কারণে সব ভুলে যান, কারণ এই বিষয়ে পরবর্তীতে কোন পর্যবেক্ষণ করা হয় না। তবে ভৈরব সহ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেশের বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সেই বিষয় গুলো তিনি অন্য শিক্ষদের সাথে আলোচনা করেছেন, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে বলে উল্লেখ করেন। তবে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক গণ মনে করেন, প্রশিক্ষণের সময় বাড়ালে এবং ধারাবাহিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিলে ভাল হয় বলে তারা মনে করেন। সেসিপের উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজর ও তার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় উল্লেখ করেন, যেহেতু সকল শিক্ষকে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না, তাই প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে বলা হয়।

প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রসঙ্গে এক শিক্ষক দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিউজিল্যান্ডে থেকে সাত দিনের একটি ট্রেনিং ও আইসিটি উপর একজন মহিলা শিক্ষিক দেশের বাহিরে (নিউজিল্যান্ডে) থেকে ১৪ দিনের ট্রেনিং পেয়েছেন। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতি ছাত্রদের মাঝে প্রয়োগ করে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন বলে মনে করছেন। আইসিটি ক্লাসে ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষক কম্পিউটারের উপরে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে দেখাতে পারছেন, পাঠ্য বিষয়ের সাথে বিভিন্ন চিত্র ভিডিও ডাউনলোড করে ছাত্রদের দেখাতে পারছেন বলে উল্লেখ করেন । (সুত্র: দলীয় আলোচনা)

বিশ্বে স্কুল শিক্ষকদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হলো OST প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় এই OST প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম হতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে (মোট ১৯৩৫ জন শিক্ষক) এই বিদেশী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়।

অনেক শিক্ষক বলেন, চাকরিতে যোগদান করার আগে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন কাঠামো প্রণয়ন ও সৃজনশীল সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, চাকরিতে প্রবেশের পর তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন, সেসিপ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ফলে পাঠদান ছাত্রদের বোঝাতে সহজ হয়েছে। সৃজনশীল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে ও মেধার বিকাশ ঘটাছে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে ৩২ স্কুলের ২টি স্কুলে তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বলে উল্লেখ করেন। সেসিপের অন্য সুযোগ সুবিধা যেমন বিজ্ঞান সরঞ্জামাদী পেলেও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। একটি স্কুলের শিক্ষক বলেন বর্তমান স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২০০০ এর কাছাকাছি এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৯। স্কুলের সকল শিক্ষক এখনো সরকারী বেতন ভুক্ত নন, তিনি বলেন

> “এই স্কুলে দুই জন শিক্ষকের বেতন এখনো সরকার থেকে আসে না, সেখানে খন্ডকালীন শিক্ষক নেবার কথা ভাবতেও পারি না ।”

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক নির্বাচন করে থাকেন সেসিপের উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজর। সেসিপ প্রোগ্রামের একজন একাডেমিক সুপারভাইজর বলেন সকল শিক্ষককে এখনো সকল প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। কাজেই প্রশিক্ষণ শেষে সকল শিক্ষকদের কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে বলেন। আমরা আমাদের মাঠ পর্যায়ের দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ও এই বিষয়টি দেখতে পাই, যে সকল শিক্ষক তাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞাতা অন্য শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করেন।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পরিচয় নতুন হলেও, শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় উন্নতি করছে সেটা প্রতিবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে পরীলক্ষিত হয় এবং এই উন্নয়ন তখই সম্ভব যখন শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে তাদের কে সঠিক ভাবে শিক্ষা দান করতে পারবেন। যারা সেসিপ প্রোগ্রাম হতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে যে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ পান নি বা অল্প দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাদের জন্য সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি বেশ কঠিন বলে মনে করেন। তবে সকল শিক্ষক তাদের নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চান এবং এর জন্য আরো প্রশিক্ষণ আশা করেন সেসিপ প্রোগ্রাম হতে। তবে সার্বিক দিক বিবেচনায় শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেসিপ প্রোগ্রামের অর্জন বেশ ভাল বলতে পারি।

সারণি ২১- শিক্ষকদের পাঠদান উন্নত করণে উদ্দেশ্য ও অর্জন

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
	১. পাঠক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক এবং পাঠ দান

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শিক্ষকদের পাঠদান উন্নতকরণ	২. সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৩. আইসিটি লার্নিং সেন্টার/ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৪. জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৫. হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৬. মূল্যায়ণ ও সমন্বয়সাধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ৭.কারিগরি এবং প্রাক কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মাঠপর্যায়ের ফলাফল থেকে উঠে এসেছে। বিঃদ্রঃ আমরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে বিস্তারিত আরোচনা করবো।

৩.২.১.৩ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন-

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় দুটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নয়ন। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় বিভিন্ন গবেষণা এবং রিভিউ এর মাধ্যমে ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রশ্ন অনুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেটা এখন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডর আওতায়ধীন হয়ে কাজ করছে।

এছাড়া শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের মূল্যয়নের জন্য (continuous assessment) বর্তমান বিদ্যমান CA এর মডালিটির কার্যকারীতা নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছিল এবং গবেষণার প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা হয় এবং ২০২০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

শিক্ষকদের তথ্য মতে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষকরা এখন প্রশিক্ষণ পাচ্ছে বেশি বেশি করে কিন্তু পূর্বে ছিল না। শিক্ষকদের ডায়েরি মেইনটেইন অর্থাৎ সপ্তাহে তিনটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন প্রস্তুত করতে হচ্ছে । ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা হয়েছে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট এর উপর । সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষকদের ডায়েরি প্রদান করা হয়েছে, শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের বিষয়ে রেকর্ড নেবার জন্য, যেমন প্রতিদিনের ম্যাট্রিক্স লিপিবদ্ধ করা, কোন শিক্ষার্থী যদি পর পর ৫ দিন শ্রেণি কক্ষে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ফোন দিয়ে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতির কারণ প্রভৃতি শিক্ষকদের ডায়রিতে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং স্কুলের নিজস্ব পরিকল্পনা, এসএমসির মিটিং এ কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তিনি শিক্ষকদের নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে এবং দলগত ভাবে বসলেন কি না এবং শিকক্ষরা মিলে নিজেরো নিজেদের কে মূল্যায়ন করা, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক স্ব-মূল্যায়ন।

শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল পর্যায়ে কাউন্সেলিংএর ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও আমরা আমাদের মাঠকর্ম থেকে দেখতে পাই যে ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের মূল্যয়ন প্রসঙ্গে খুলনার মোল্লার হাটের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে,

"আমরা যেভাবে মূল্যয়ন করে থাকি তা হল ক্লাসের মাঝেই তাদের প্রশ্ন করে থাকি। এতে ছাত্রছাত্রী উপস্থিত বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে উত্তর দিয়ে থাকে ।"

অপর দিকে রাজশাহী বিভাগের নন্দীগ্রামের একটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে,

"শিক্ষার্থীরা আগের থেকে এখন অনেক বেশি পড়াশুনায় মনোযোগী হয়েছে, বাসায় ও পড়ালেখা ঠিক মত করছে। তবে তাদের মেধার মূল্যয়ন এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বোঝার জন্য মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

পরীক্ষা পদ্ধতীর উন্নয়নে শিক্ষকদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে একটি দলীয় আলোচনায় একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন,

"প্রশ্নপত্র আমরা নিজেরাই করি, যা আমরা আগে প্রশ্নপত্র কিনে নিয়ে আসতাম। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে আমরা নিজেরাই পান্ডুলিপি তৈরি করি। নিজেরাই প্রশ্ন তৈরি করি। তাহলে এই ধারণাটা যদি আমরা টিচাররা না পাই, তাহলে প্রশ্ন তৈরি কিভাবে করব।"

সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্ন কমন পরার বিষয় না থাকায়, নকল করার প্রবণতা কমেছে । শিক্ষার্থী মুখস্ত বিদ্যার বাইরে এসে আত্মস্থ করছে । শ্রেণি কক্ষে মনোযোগ এবং বিষয়টি আত্নস্থ করার কারণে যে কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে। ফলে পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ মূলোক আলোচনার মাধ্যমে তাদের মেধার মূল্যয়ন করছেন শিক্ষকগণ।

একজন মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক তারসাথে আলোচনায় পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন,

"আমরা শ্রেণি পরীক্ষা, জোড়া কাজ, একক কাজ, বাড়িক কাজ, ক্লাস টেস্ট এসবের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকি। একটা অধ্যায় শেষে বাড়ির কাজ দিয়ে তার উপর পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করি।"

মাদ্রাসার এবং ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক মনে করেন, সরকার ও তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এখানে ফলাফল পাচ্ছেন না কারণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। প্রথমে সেখানে দক্ষ শিক্ষক ও উপকরণের অভাব আর গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকেরা এখনো সচেতন ও শিক্ষিত না।

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গনিত শিক্ষক সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন,

"আগে আমরা একটা অঙ্ক অর্ধেক করলে শূন্য দিতাম বা শেষে উত্তর ভুল ক্রলেও শূন্য দিতাম। কিন্তু এখন পার্ট বাই পার্ট করতে পারলেও তাতেও নাম্বার আছে বা একটা পার্ট অতিক্রম করলেও নাম্বার আছে। সে অর্ধেক করতে পারলে ২ আর একটু করতে পারলে ৩ দিবো। কেউ যদি উত্তর পর্যন্ত যেতে না পারে বা ভুলে উত্তরও

লিখে ফেলছে তাকেও নাম্বার দিতে হবে।কারণ সে কারো কাছ থেকে শুনে অথবা দেখে উত্তর লিখে ফেলছে। এই জন্য তাকে কিছু নাম্বার দিতে হবে। 'গ' এর মধ্যে এরকমই সিস্টেমই আছে। সৃজনশীলের এই দিকটা ভাল”

অন্য একজন মূল্যায়ন বিষয় সম্পর্কে বলেন তারা, ছেলেমেয়েদের ক্লাস শেষে পড়াটা ধরে পুনরায় মূল্যায়ন করেন ।

আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাদ্রাসা, কারিগরি এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পাই যে, অধিকাংশ শিক্ষক সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট কারণ পাশের হার বেড়েছে । কিন্তু মূল্যায়নের বিষয় টি তারা শুধু মাত্র শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পদ্ধতি মনে করেন । শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের জীবন দক্ষতা বিষয়ক শিক্ষা, হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়, বিভিন্ন এক্সটা কারিকুলাম এক্টিভিটি থাকা স্বত্ত্বেও মূল্যায়নের একমাত্র বিষয় হিসাবে এখনো আমরা পরীক্ষা পদ্ধতিকে বুঝি। এমনকি মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত শিক্ষক ডায়েরির ব্যবহার সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষক এখনো ভালভাবে অবগত নন। যদিও আমরা সেসিপ কর্মকর্তার সাথে কথা বলার মাধ্যমে জানতে পারি, শিক্ষকদের ডায়েরি ব্যবহারের উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন- যখন কোন কবিতা আবৃত্তি পড়ানো হয়, তখন সেখান থেকে একটি উদ্দিপক তৈরি করে বুঝানো হয়, তাতে করে তারা বিকল্প যেকোন উদ্দিপক থেকে জানতে চাইলে উত্তর করতে পারে। গল্প থেকে উদ্দিপক তৈরি করে শিক্ষা প্রদান করি। চিত্রের মাধ্যমে বুঝানো হয়, বই পড়ানোর পাশাপাশি মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করাহয়। শ্রেণি কক্ষে যা শিখানো হয়েছে তা শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা,নতুন কিছু তৈরি করার সক্ষমতা কতটুকু বেড়েছে, যে বিষয় শিখানো হয়েছে তা বিশ্লেষণ করতে পারছে কিনা এসব বিষয় বিবেচনা করে ফলাফল মূল্যায়ন করছি।

সারণি ২২- শ্রেণি কক্ষে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

মূল লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শ্রেণি কক্ষে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন	১. সৃজনশীল পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ২. শ্রেণি কক্ষে মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ । ৩. শিক্ষক ডায়েরি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	সৃজনশীল পরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমরা মাঠপর্যায়ের ফলাফল থেকে পরিলক্ষিত হয়। তবে ডায়েরি ব্যবহার এবং শ্রেণি কক্ষে মূল্যয়নের ব্যাপারে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়।

৩.২.১.৪ শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ-

বর্তমান যুগে আইসিটি শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য কারণ যুগ এখন তথ্য এবং প্রযুক্তির পুরোপুরি নির্ভরশীল । তাই সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় সকল বিদ্যালয়ে আইসিটি শিক্ষা প্রদানের জন্য আইসিটি বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক বিষয় করা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই। শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়ার অধিকতর উন্নয়নের জন্য ICT এর প্রয়োগ বিষয়ক পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনার আওতায় মূল ৬টি বিষয়ের ওপর ICT এর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিখন প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । ইতোমধ্যে ২০,০০০ প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা মান সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের শিখন দক্ষতা আরও কার্যকর ভাবে অর্জন এবং প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া Harmonized Stipend Program এর মাধ্যমে উপবৃত্তি (Stipend) কর্মসূচী নিয়মকে আরো সমন্বিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়ার হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজিতে ও বাংলায় নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষা উপযোগী উপরিকাঠামো গুণগত শিক্ষার মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেক্ষেত্রে উল্লেখিত শিক্ষা শিখন পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য ভূমিকা রাখতে এমনটি আশা করা যায়। তাছাড়া শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রনয়ণ এবং তার বাস্তবায়নের জন্য বিষয়টিকে বিশদভাবে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া মূল্যায়ন নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা নীতি এবং তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রণীত হযেছে যা সেসিপ কর্মসূচীর সার্বিক কার্যকরী তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত সাধারণ জনসমষ্টির উপযুক্ত চাহিদা ভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সম্ভাবনাময় বাস্তবতার আলোকে সরকার একটি মানসম্পন্ন সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। LLC এর সংকট এবং সম্ভাবনা নিয়ে টেকসই ICT প্রটোকল ২০২০ সালের ADB এর খসড়া প্রতিবেদনে একটা সামগ্রিক তথ্য চিত্র দেওয়া হযেছে। উল্লেখিত প্রতিবেদনের সাথে মুরগির পরিবীক্ষণের ফলাফলের যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হযেছে।

তাছাড়া প্রতিবেদনটিতে ILC কে আরো কার্যকর করার জন্য একটি বিশদ বিশ্লেষণ ধর্মী চিন্তাভাব প্রতিফলন ঘটেছে। ILC বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সমূহ বিশদভাবে উঠে এসেছে। চ্যানেল সমূহের কিছু কংস সহজ ভাবে সমাধান যোগ্য আমার কিছুই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সম্পদ, সময় এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রযোগের প্রযোজন । আমার কিছুই চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলো সেসিপ এর আওতার বাইরে। সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যেমন - মনিটরের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ার কারণে সব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মনিটরে প্রদর্শিত বিষয়গুলি ঠিকমতো দৃষ্টিগোচর হয় না। যে সমস্ত স্কুলে ILC নিচের তলায় অবস্থিত সেই সমস্ত ILC এর শিক্ষা মানের ব্যাপারে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে বড় আকারের টেবিল গুলো মেঝের সাথে আটকানো হয়েছে। এর ফলে ILC এর যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা কঠিন হয়ে পড়ছে। দীর্ঘমেয়াদি বিষয়ের মধ্যে আছে সক্ষমতা বৃদ্ধি। এজন্য প্রযোজন আছে চাহিদা নির্ভর প্রশিক্ষণ উপযুক্ত জনশক্তি এবং সর্বোপরি ILC এর যথাপোযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজনীয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা। এছাড়া যেগুলো SESIP আওতার বর্হিভুত সে কারণসমূহের জন্য SESIP এর কর্মসূচী ব্যাহত হতে পারে তার মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভ্রান্ত সহ নানা প্রকারের প্রযুক্তি সম্পর্কিত সমস্যার কারণে ILC এর কার্যকর ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে। এই কারণে ILC এর বর্তমান বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরো নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথে সেসিপ-এর উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো শিক্ষাগত ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের জন্য একটি নতুন এবং বাস্তববাদী পদ্ধতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া । প্রোগ্রাম নথিতে যেমন পরিকল্পনা করা হয়েছিল সে অনুযায়ী প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে আইসিটি উদ্যোগের ইতিহাসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি এর(আইসিুটি লার্নিং সেন্টার প্ল্যান) একটি পরিকল্পনা তৈরি করা। তদনুসারে, একটি আইসিটি লার্নিং সেন্টার প্ল্যান (ILC প্ল্যান / শিক্ষাগত পরিকল্পনার জন্য আইসিটি) ২০১৫ সালে তৈরি করা হয়েছে এবং MOE দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে (মূল পরিকল্পনার অনুলিপি সংযুক্ত)। পরিকল্পনার ভিত্তিতে ILC ৪০৮০টি স্কুল/মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও ৭০০ টি স্কুল/মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম চলছে। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আইসিটি কক্ষের সংস্কার, সরঞ্জাম সরবরাহ (২১ টি ল্যাপটপ, সার্ভার ইত্যাদি), ইন্টারেক্টিভ শিক্ষা উপকরণের বিকাশ, ই-উপকরণের জন্য একটি রিপোজিটরী স্থাপন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বিদেশী) এবং ই-লার্নিং ক্যাম্পেইন (আঞ্চলিক মেলা, মোবাইল অ্যাপ, বিজ্ঞাপন তৈরী, বাউল গান ইত্যাদি) (৭১০ স্কুল / মাদ্রাসায় ILC বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ই-লানিং এর একটি সমন্বিত এবং কার্যকরী মডেল তৈরি করা এবং সে উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ভাবে ৬৪০ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মডেল টি পাইলটিং করা হয়। এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের কে শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলবে । কারণ শুধু পাঠ্যপুস্তকই নয়, আইসিটি শিক্ষা ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য আই সিটি লানিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ৬৪০ টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আই সিটি লানিং সেন্টার চালু করা হলেও পরবর্তীতে আরো ৭০ টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভাবে চালু করা হয়েছে । বর্তমান ৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই লানিং সেন্টার চালু রয়েছে।

আই সিটি (ICT for pedagogy) উন্নত করা সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় সেসিপের অন্যতম প্রধান একটি অঙ্গ । শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞাতা নিয়ে এই বিষয়টি মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে চালু করা হয়। এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে আই এল সি লার্নিং সেন্টার চালু করা হয়। সেসিপ প্রোগ্রামের আইসিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুলে ২০ টি করে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য এবং ১ টি ল্যাপটপ দেওয়া হবে শিক্ষকদের জন্য। প্রতিটি ল্যাপটপ তিন জন করে শিক্ষার্থী ব্যবহার করবে । (সুত্র: কে আই আই)

তবে রাজশাহীর নন্দীগ্রামের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন,

২০১৩ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত তারা ১৬ টি ল্যাপটপ পেয়েছেন।

তবে তাদের স্কুলে মাল্টিমিডিয়া এবং ইন্টারনেট সংযোগ আছে যা তারা সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে পেয়েছেন। এর সাথে তারা আরো উল্লেখ করেন যে, এর একটি খারাপ দিক হচ্ছে, খুবই নিম্ন মানের ইন্টারনেট সংযোগ।

সেসিপ থেকে ক্লাসের জন্য এবং ক্লাস নেবার জন্য একটি কনটেন্ট তৈরি করে সেগুলো স্কুল পর্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। এই কনটেন্ট তৈরি তে কিছু প্রফেশনাল ফার্ম কাজ করেছে, যাদের মাধ্যমে এই আইসিটি লার্নিং এর কনটেন্ট তৈরি করা হয়। এই কনটেন্ট এর ধরন হলো ইন্টারেকটিভ অর্থাৎ ক্লাস চলাকালীন সময়ে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা যাবে এবং তারাও শিক্ষকদের প্রশ্ন করতে পারবে, একই সাথে পাঠ দানও করা যাবে। এর পাশাপাশি প্রায় ৭০০০ শিক্ষক কে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আইসিটি ল্যাবের সাথে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক ক্লাস নেওয়া চালু করা হয়েছে এবং এর সাথে ই লানিং এর জন্য ।

আইসিটি প্রসঙ্গে, মাদ্রাসা শিক্ষক বলেন,

> “আমাদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার নাই, আমরা শুনিও নাই যে বর্তমান বাংলাদেশ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ । বর্তমান যুগে এমন কোন ছেলেমেয়ে নাই যে স্মার্ট ফোন ইউজ করে না। স্মার্ট ফোনে এখন সবকিছু ল্যাপটপের মত কাজ করছে । শ্রেণি কক্ষে যদি শিক্ষাটা পায়, তাহলে ছেলেমেয়েরা আরো অগ্রসর হতে পারবে। বাসায় কম্পিউটার থাকার চেয়ে মাদ্রাসা বা স্কুলে থাকলে বাচ্চার এটাকে বিনোদন হিসেবে না দেখে শিখবে ।”

আমাদের নির্বাচিত মাদ্রাসার আইসিটি লানিং সেন্টার নেই এবং আই সিটির উপর তাদের কোন প্রশিক্ষণ ও নেই। তবে কিছু কছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক ক্লাস নেওয়া হয়।

সারণি ২৩- শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ

মূল লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
	১.আই সিটি লানিং সেন্টার স্থাপন ।	আইসিটি লানিং সেন্টারের সুবিধা
	২. শ্রেণি কক্ষে ডিজিটাল পদ্ধতিতে	থাকার পর ও স্কুল গুলোতে ভালভাবে

	পাঠ দান করা।	এর ব্যবহার করতে পারছে না কারণ হিসাবে তারা নিম্নমানের ইন্টারনেট সংযোগের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া যে সকল স্কুল এই সুবিধার বাইরে, সেই স্কুলে ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়া পাঠদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সমুক্ষিণ হচ্ছে বলে মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে পরিলক্ষিত হয়।
শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	৩. স্কুল পর্যায়ে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা।	

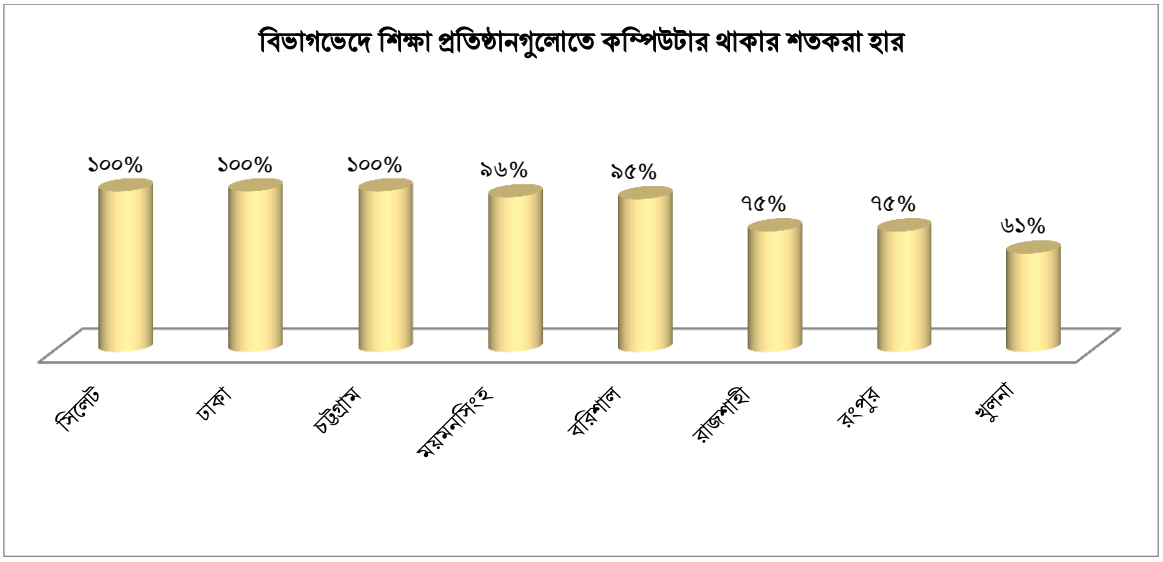

চিত্র ১৩- বিভাগভেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার থাকার শতকরা হার

শিক্ষার্থী জরিপ থেকে পাওয়া গিয়েছে যে, চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেটের ১০০% শিক্ষার্থীরাই জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে। এরপর বরিশাল এবং ময়মনসিংহের প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থীই জানিয়েছেন যে, তাদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে। খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর এর অনেক শিক্ষার্থীই জানিয়েছেন যে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার আছে।

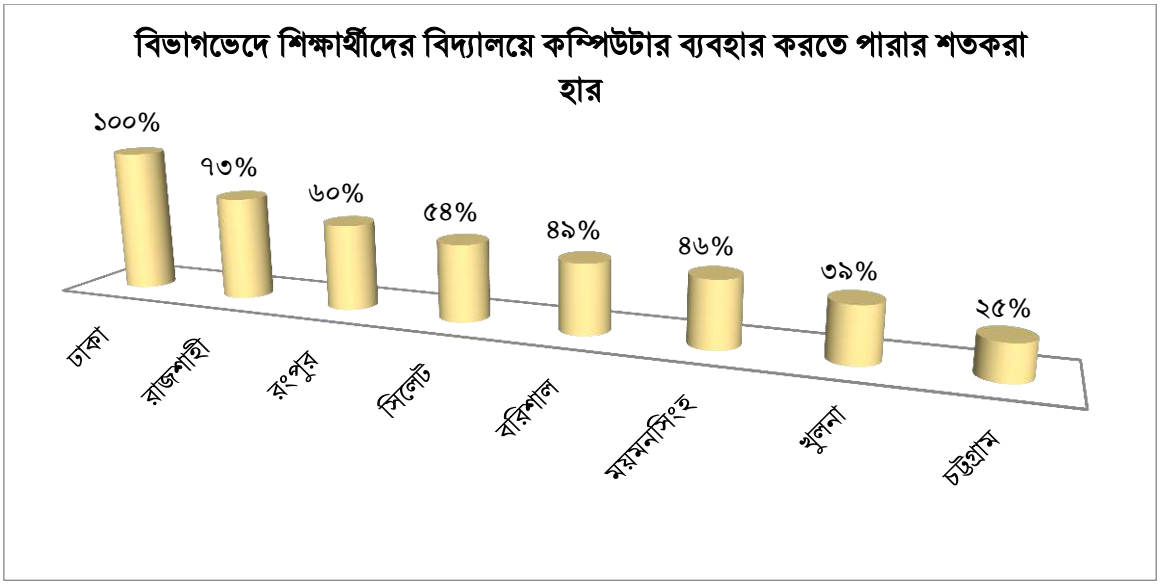

চিত্র ১৪- বিভাগভেদে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারার শতকরা হার

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, চট্টগ্রামের ১০০% শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার থাকলেও তা কেবলমাত্র ২৫% শিক্ষার্থী সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। শুধুমাত্র ঢাকা বাদে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার থাকলেও সকল শিক্ষার্থী তা ব্যবহার করতে পারে না। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরো যত্নবান হওয়া উচিত বলে মনে করেন পরামর্শক দল।

নিম্নে প্রদর্শিত লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৬১% বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই আইসিটি লার্নিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে যেখানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদ্রান করা হয়েছে।

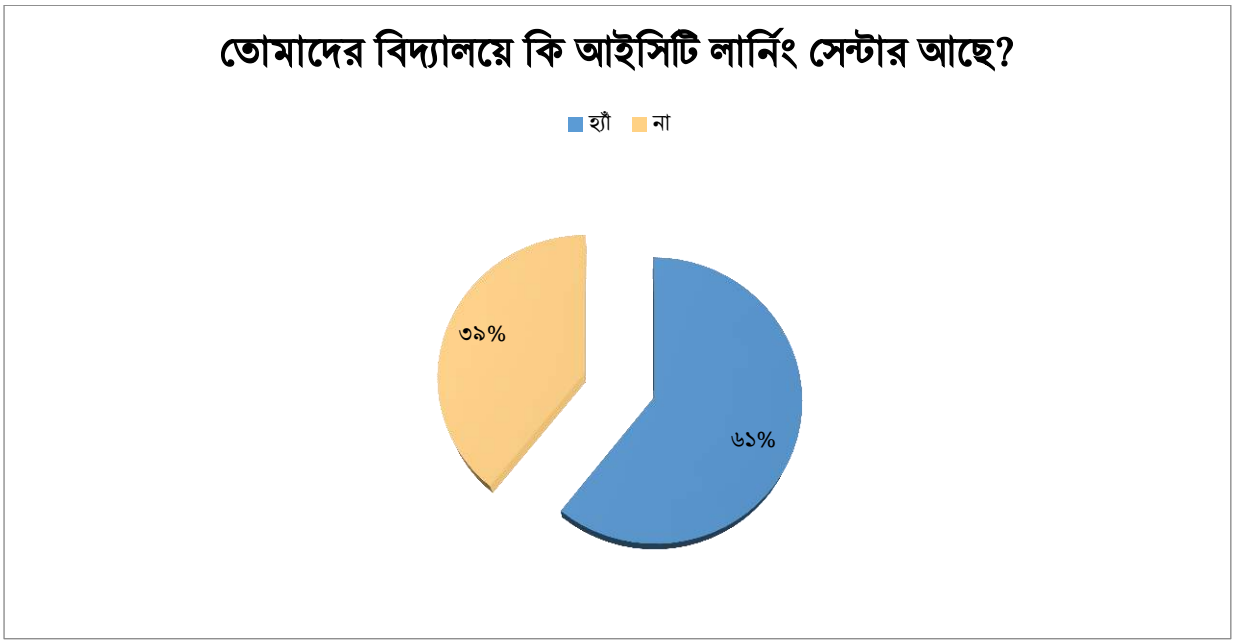

চিত্র ১৫- আইসিটি লার্নিং সেন্টার থাকার শতকরা হার

আইসিটি ক্লাস কিভাবে নেওয়া হয় এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষার্থীরা নিম্নের উত্তর গুলো দিয়েছেনঃ

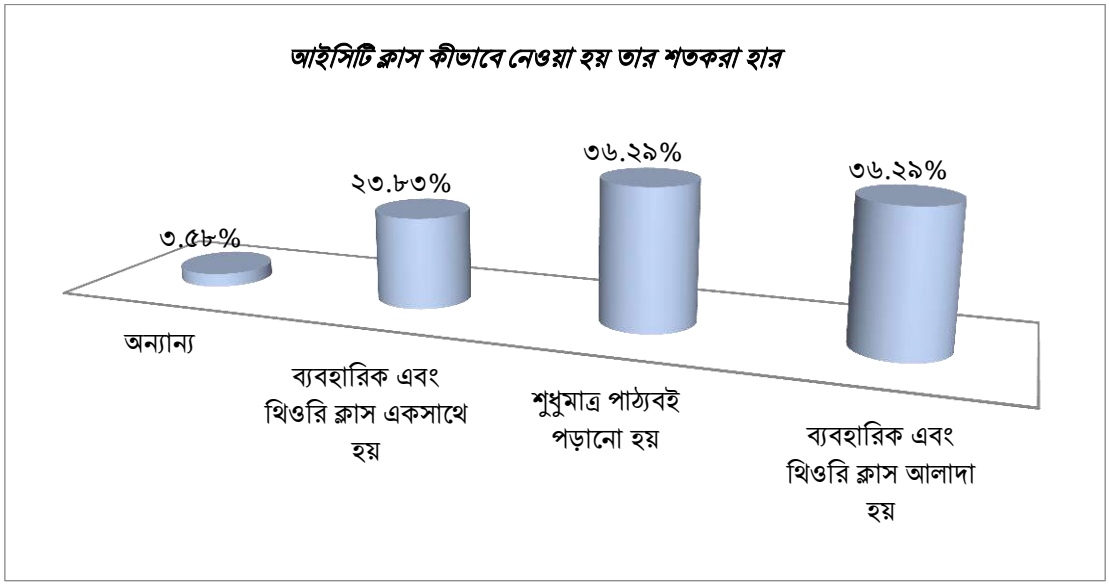

চিত্র ১৬ -আইসিটি ক্লাস কীভাবে নেওয়া হয় তার শতকরা হার

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৬০% এর বেশি শিক্ষার্থীদের আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাস করান হয় যা কিনা নির্দেশ করে যেসকল বিদ্যালয়ে আইসিটি লার্নিং সেন্টার আছে সেসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে থিওরি ক্লাসের পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্লাসও করানো হয়ে থাকে। কিন্তু যখন অন্যান্য কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে তখন দেখা গিয়েছে নিচে প্রদর্শিত কারণগুলো পাওয়া গিয়েছে।

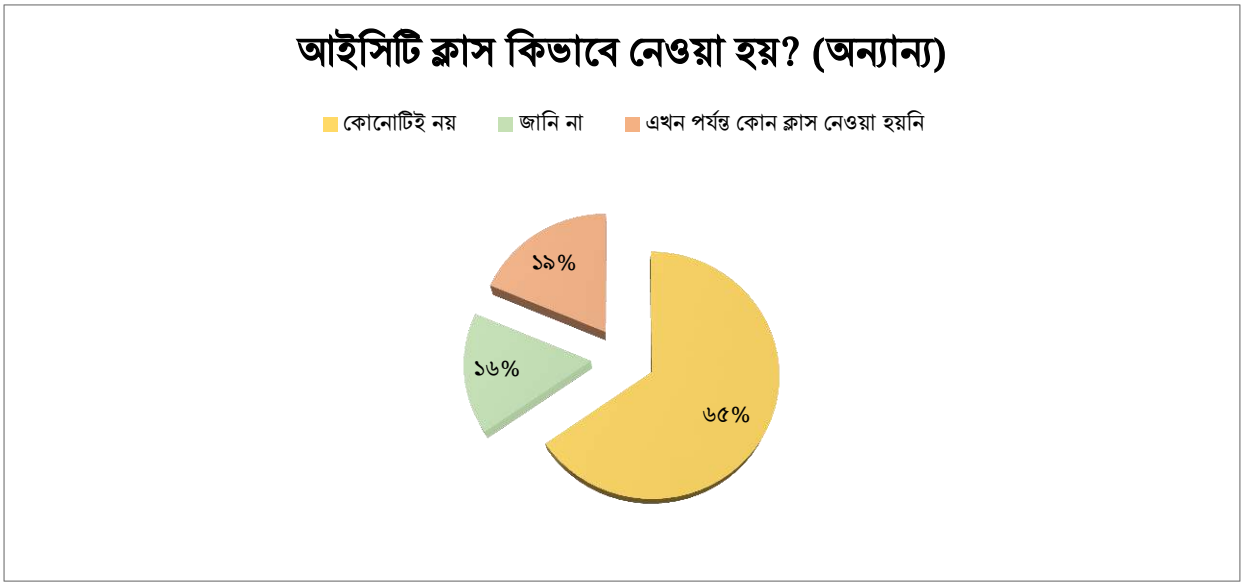

চিত্র ১৭- অন্যান্য আর কী কী উপায়ে আইসিটি ক্লাস নেওয়া হয় বা না হলে কেন হয় না তার শতকরা হার

অন্যান্য কারণ তিনটি এর মধ্যে বেশিরভাগ (৬৫.৩৩%) শিক্ষার্থীই বলেছেন যে, কোনটিই নয় যার কারণ পরামর্শক দলের কাছে সুস্পষ্ট নয়। অনেকে জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে তারা জানেন না এবং অনেকে বলেছেন যে, এখন ও

পর্যন্ত তাদের কোনো ক্লাস হয়নি। যারা এই তিনটি উত্তর দিয়েছেন তারা নয়ত ষষ্ট শিক্ষার্থী নয়তবা মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। এর থেকে এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, কিছু বিদ্যালয়ে ষষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এখনও আইসিটি ক্লাস নেওয়া হয় নি এবং কিছু কিছু মাদ্রাসাতে আইসিটি ক্লাস নেওয়া হয় না।

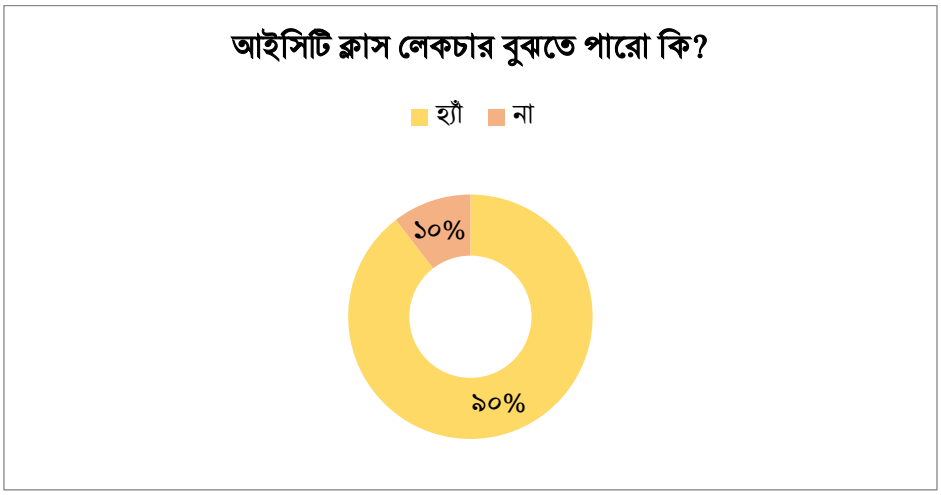

চিত্র ১৮- আইসিটি ক্লাস এর বোধগম্যতার শতকরা হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আইসিটি ক্লাস লেকচার বুঝতে পারে প্রায় ৯০% শিক্ষার্থী যা কিনা নির্দেশ করে যে আইসিটি শিক্ষকগণ ঠিকভাবে ক্লাসে আইসিটি পাঠদান করে থাকেন। বাকি ১০.৪৪% শিক্ষার্থীদের আইসিটি ক্লাস বুঝতে না পারার কারণ গুলো নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত হল।

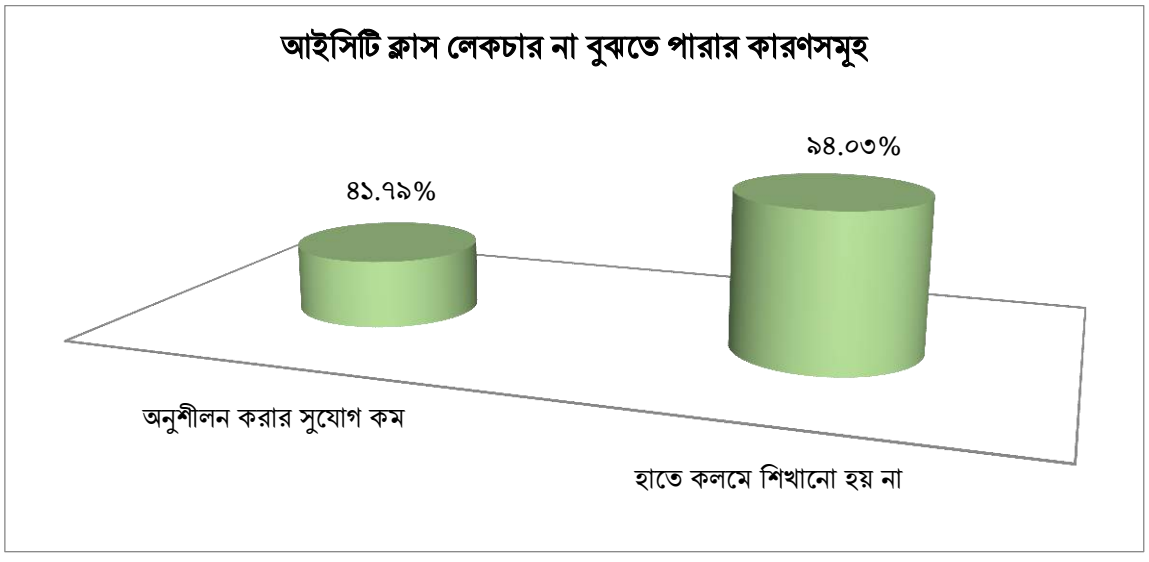

চিত্র ১৯- আইসিটি ক্লাস না বুঝতে পারার কারণসমূহ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থী বলেছেন যে তাদের কে হাতে কলমে বা ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হয় না বলে তারা লেকচারগুলো বুঝতে পারে না। আর ৪১.৭৯% শিক্ষার্থী অনুশীলন করার সুযোগ কম পায় বলে লেকচার

ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এখানে অনেক শিক্ষার্থীই এই দুইটি কারণের জন্য লেকচার সঠিক ভাবে বুঝতে পারে নআ আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র একটি কারণের জন্য লেকচার বুঝতে পারে না।

৩.২.১.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমবাজারের জন্য অধিকতরভাবে প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা-

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় যে পদক্ষেপ গুলো গ্রহণকরা হয়েছে, তাতে মাঠপর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ উপকৃত হচ্ছে বলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণ মনে করছেন। বগুড়ার দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মনে করেন সেসিপ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো,

"গ্রাম পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।"

একই সাথে বগুড়ার কাহালুর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ মনে করেন, সেসিপ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো দেশের জন্য যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ।

দলীয় আলোচনায় মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ আরো উল্লেখ করেন, নবম ও দশম শ্রেণিতে ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের যারা উচ্চ পদে আছেন তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রীদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করি । আমাদের মেয়েরা বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে । শারীরিক শিক্ষার জন্য আমাদের গার্লস গাইড আছে। গার্লস স্কাউট ও কিশোরী ক্লাব আছে।

এছাড়া স্কুলে ক্ষুদে ডাক্তার আছে; অনেকগুলো ক্লাব আছে । ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি কিছুটা অন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । যেমন- নৈতিক শিক্ষা, জ্ঞানপ্রতিযোগিতা, আর্ট, ক্ষুদ্র ব্যবসা, উদ্যোক্তা হিসেবে গরে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ এবংপরামর্শ প্রদান করা হয় । আত্নকর্মসংস্থান গড়েতোলার পরামর্শ প্রদান হ্যাঁ, পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । যেমন- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আইসিটি ব্যবহারিক শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি । শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রোগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কোন অবগত করেনি বা আমাদের কোন সাহায্য সহযোগিতা করে না।

কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ বলেন, বর্তমানে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৮৯ জন (ছেলেদের সংখ্যা ৯৩৪ জন। মেয়েদের সংখ্যা ১০৫৫ জন) কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী স্কুলে শ্রেণি কক্ষে এবং আই সি টি ল্যাবে পর্যাপ্ত জায়গা নেই । ২০১৩ সালের পর চাহিদা অনুযায়ী স্কুলে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি আসে নি, এছাড়া সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে যে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছিল সেটা কিছুদিন পর নষ্ট হয়েগেছে আর ঠিক হয় নি। যদিও সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিটি স্কুলে ২১ টি করে কম্পিউটার দেবার কথা আছে বলে উল্লেখ করেন সেসিপ কর্মকর্তা।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে খুলনা চিতলমারীর এক স্কুলের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন,

সেসিপ এবছরে চিতলমারী উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে, অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী নাই বললেই চলে । এদিকে যে প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্রছাত্রী এবং রেজাল্ট এর মান ভালো এবং

পুরাতন স্কুল সত্বেও কোন সাহায্য সহযোগিতা এবং ভবন নির্মাণ সহযোগিতা পাননি বলে জানান । তারা মনে করেন সেসিপের প্রোগ্রাম হতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণের আগে ভালোমতো খোঁজখবর নিয়ে যে স্কুলগুলো ভালো রেজাল্ট তাদেরকেই ভবন নির্মাণ করে দেয়া উচিত পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা ।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অধিকতর কর্মদক্ষতা এবং শ্রমবাজারে তাদের অধিকতর প্রসঙ্গিক করে তোলার জন্য ভোকেশনাল এর পাশাপাশি প্রিভকেশনাল এর প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের মাঠকর্মীরা মাঠপর্যায়ে গিয়ে তাদের সরজমিন পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন করে যে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো করা হচ্ছে তার মধ্যে কিছু এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। এবছর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবার কথা থাকলেও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো ভকেশনালের জন্য কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। তবে পূর্বের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বলেন যে, তাদের পরিচালিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানে পড়লেখার মান খুবই ভাল। সেখানে নিয়মিত ক্লাস হয়, রেজাল্ট ও ভাল। শিক্ষকরা হাতে কলমে শেখায়, দুর্বল ছাত্রদের আলাদা করে বুঝায় এবং শিক্ষার্থী স্কুলে না আসলে খোজ খবর নেয় ।

তারা আরো উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষাকে সরকার সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে সরকার সরবরাহ করলে ভাল হয় । পরিবেশটার উন্নতি করা, যাতে পাঠযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

মাধ্যমিক পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখি করে গড়ে তুলতে এবং দারিদ্রতা দূর করতে কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় । সেলক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে এবছর থেকে প্রাক-কারিগরি চালু করা হয়েছে । কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো তৈরি হলেও আমরা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী পাই নি । তবে যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগে থেকে চালু রয়েছে সেখানে শিক্ষার্থী যথেষ্ট আগ্রহী।

সারণি ২৪- কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অর্জন

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শ্রমবাজারের জন্য অধিকতরভাবে প্রাসঙ্গিক করে গড়ে তোলা	১. কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা । ২. প্রাক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা । ৩. কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।	মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে যেগুলো এবছর থেকে শুরু হবার কথা ছিল এবং শিক্ষকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান ।

৩.২.২ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা

৩.২.২.১ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন-

শিক্ষার একটি অপরিহার্জ অংশ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা অন্যতম লক্ষ্য। প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিছু সম্পূর্ণ নতুন অবকাঠামো র্নিমাণ করা হয়েছে এবং কিছু পুরনো অবকাঠামো সংস্কার করা হয়েছে। শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন আশা করছে। বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশনের সু-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার এবং মেয়েদের জন্য শৌচাগারের বিশেষসুবিধা (মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা) করা হয়, ল্যাপটপ এর সংখ্যা বাড়ানো এগুলো তারা সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে প্রত্যাশা করছেন। আমাদের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে খুলনা, ময়মনসিংহের বাজিতপুর এবং ভৈরব এর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন যে, তারা সেসিপ থেকে সাহায্য পেলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অনুযায়ী পর্যাপ্ত শ্রেণি কক্ষ নেই। এছাড়া শ্রেণি কক্ষে কম্পিউটার ল্যাব বা আইসিটি লানিং সেন্টারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই । অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন তাদের ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী শ্রেণি কক্ষের অপর্যাপ্ততা রয়েছে ।

নারায়ণগঞ্জ এর আড়াইহাজার উপজেলার একটি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ বলেন, সেসিপ প্রোগ্রামভুক্ত হবার পর এই মাদ্রাসায় অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে ব্যাপক। ২০১৩ সালের আগে টিনের ঘর ছিল, এখন সবগুলোই মোটামুটি বিল্ডিং। বাকি টিনের ঘরে পানি পড়ত, এখন সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে সেখানে একটা ভবন তৈরি করা বাকি ভবনগুলো সংস্কার করা হয়েছে । ২০১২ সালের পরে আর নতুন কোন ভবন তৈরি করা হয়নি একটি বিল্ডিং ছাড়া । যখন ভেঙ্গে ফেলেছিল তখন তারা নিজেদের অর্থায়নে দুইটা রুম করেন । কোন রকম ক্লাস করাচ্ছেন বলে তারা উল্লেখ করেন। কারণ তারা, সেসিপের ভবনে এখনও উঠতে পারেন নি । যে কারণে আবাসন সমস্যা কাটে নাই। তারা আরো উল্লেখ করেন, দাবি একটাই দ্রুত গতিতে ৪ তলা করা হোক। এতে ফ্যাসিলিটিজ গুলো ব্যবহার করা যাবে। আমাদের বহুতলা ভবন প্রয়োজন।

অন্য এক মাদ্রাসার শিক্ষক বলেন, ২০১২ সাল থেকে ২০২০ সাল অনেক তফাৎ । ছাত্র সংখ্যা অনেক বাড়ছে, দ্বিগুণ বলা যায়। তারপর আবার উপকরণও বাড়ছে। পূর্বে ক্লাস করার পর্যাপ্ত উপকরণ ছিল না । জ্যামিতি বক্স ছিল একটা, এখন জ্যামিতি বক্স আটটি । শিক্ষকও ছিল কম, আর এখন সাবজেক্ট অনুযায়ী শিক্ষক আছেন দুইজন, আরো তিনজন আসছেন, সহ-সুপার আসবেন। শিক্ষক সংখ্যা আরো বাড়তেছে। ২০২২ সালে আরো বেড়ে যাবে। ২০১২ সালে ছিল ১৪ জন আর এখন ১৮ জন । ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩০০ এর মত ছেলে আর ছাত্রী ৪৫০ আর ছেলে ২৫০। ৭০% মেয়ে । ২০১৫ সাল থেকে বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান আর এই বছর থেকে কারিগরি যোগ হয়েছে। ২০১২ সালে শুধু সাধারণ বিভাগ ছিল । আগে লেখাপড়ার বৈষম্য ছিল। বিজ্ঞান বিভাগে ২০ জন বা টেনে ১৬ জন। বর্তমানে ক্লাস করা মুশকিল, কারণ একটা ক্লাসে ১০০ জনের উপরে ছাত্রছাত্রী । একসাথে ক্লাস নেওয়া কঠিন, সিক্সের ক্লাসের

লাস্ট বেঞ্চের ছেলেমেয়েরা তো ব্লাকবোর্ড চোখে দেখে না বলে শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন। কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার প্রয়োজন বলে তারা উল্লেখ করেন।

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা ধরণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। দেশের ২৭০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে, অবকাঠামো ছাড়াও শ্রেণি কক্ষ সহ লাইব্রেরির উন্নয়ন কল্পে আসবাব পত্র প্রদানকরা হয়েছে ।

আমরা আমাদের মাঠকর্মজরিপ এবং সরজমিন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখতে পাই, সেসিপের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ভবন বা ভবন সংস্কার করা হয়েছে। আমাদের মাঠকর্মগবেষণা কারীরা ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেখানে কিছু ভবন সংস্কার এবং নতুন ভবন এবং কিছু এখনো নির্মাণাধীন ভবন রয়েছে । আমাদের মাঠকর্মগবেষণা কারীরা, নির্মাণাধীন ভবনের ইট, বালু সিমেন্ট আমাদের নিজস্ব প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা করেছেন এবং নিমার্ণাধীন বিল্ডিং এর টেষ্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। সেখানে আমরা কোন রকম সমস্যা দেখতে পাই নি।

এই অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলো পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পরামর্শক দল ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২৫- বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন	১. নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা । ২. পুরাতন ভবন সংস্কার করা ।	মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে এবং কিছু সংস্কার হয়েছে বলে পরীলক্ষিত হয়।

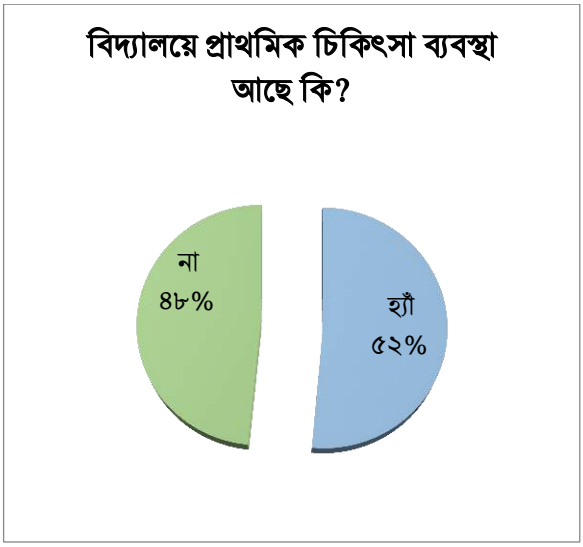

চিত্র ২০- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি নেই তার

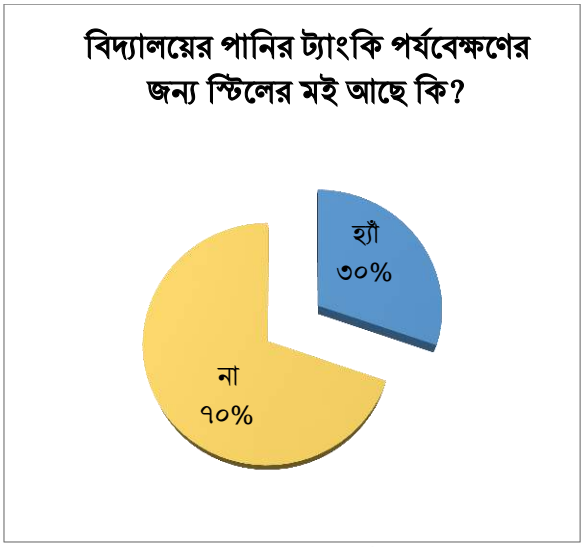

চিত্র ২১ বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের

শতকরা হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ৫১.৫২% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই থাকা উচিত।

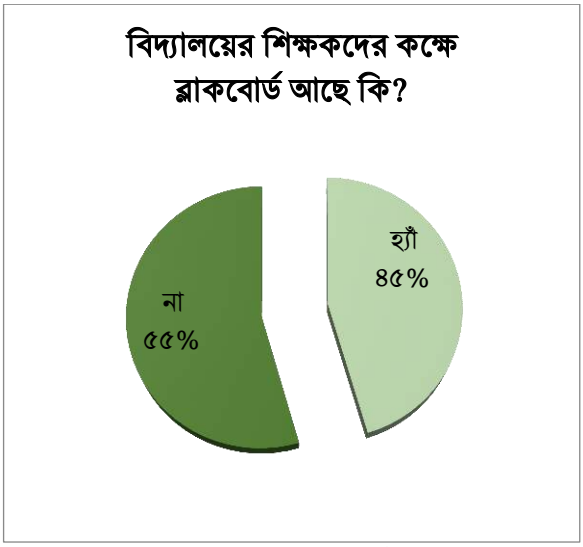

চিত্র ২২- শিক্ষকদের জন্য ব্ল্যাকবোর্ড আছে কিনা তার শতকরা হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অর্ধেকের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক কক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড নেই।

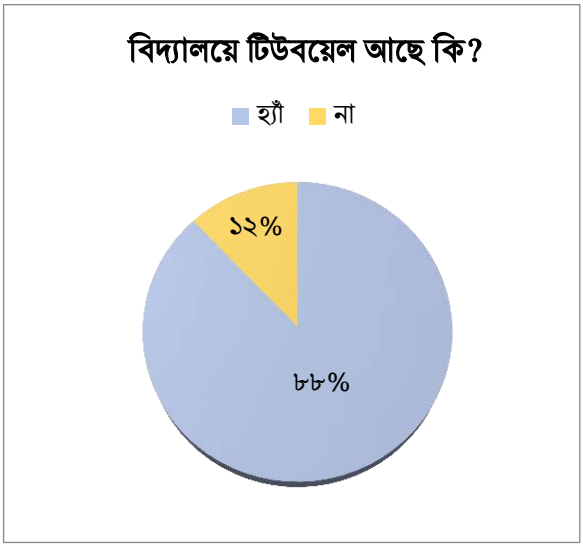

চিত্র ২৪- বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কিনা তার শতকরা হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৮৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই টিউবয়েল আছে।

মই আছে কিনা তার হার

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র ৩০.৩০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টিলের মই আছে পানির ট্যাংক পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

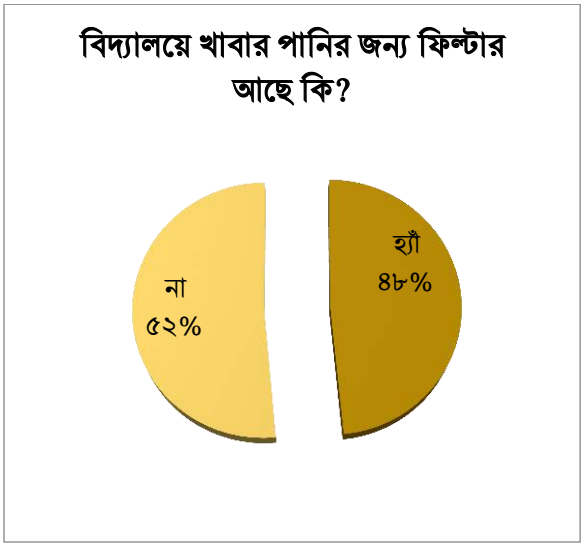

চিত্র ২৩- খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কিনা তার শতকরা হার

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অর্ধেকের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাবার পানির জন্য ফিল্টার এর ব্যবস্থা নেই। এতে করে বাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থার অভাব আছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

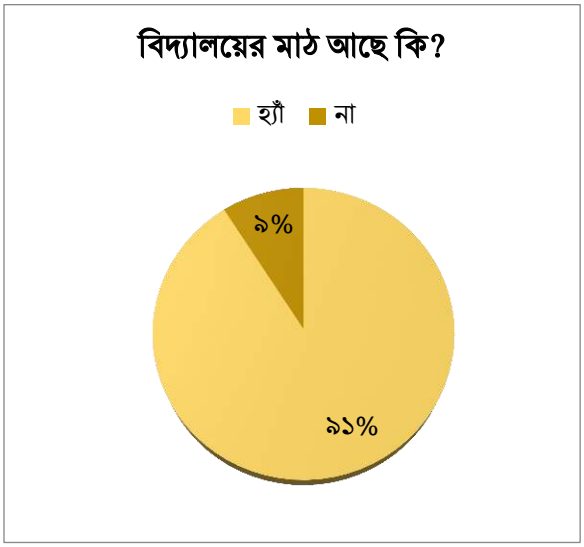

চিত্র ২৫- খেলার মঠ আছে কিনা তার শতকরা হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৯১% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মাঠ রয়েছে যা কিনা একটি ভাল দিক নির্দেশ করে। মাঠ

থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করার সুযোগ পায় যা কিনা তাদের শারিরীক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সুফল বয়ে আনে।

৩.২.২.২ শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ

সেসিপের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করা । পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ এই সহজীকরণ ব্যবস্থার একটি অংশ । সে লক্ষ্যে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা যেমন হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, আই সিটি লানিং সেন্টার/ কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি চালু করা এবং এর প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা । সৃজনশীল পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিতে অনেকটা সহজ হয়ে আসছে পাশাপাশি মূল পাঠ্যক্রমে প্রয়োজন ভিত্তিতে ব্যবহৃক সরঞ্জামাদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সহজ করে তুলতে পারে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করার অন্যতম বড় উপাদান হলো পর্যাপ্ত এবং দক্ষ শিক্ষক। আমরা আমাদের মাঠকর্মে দেখতে পাই যে অধিকাংশ শিক্ষক উল্লেখ করেন তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় দক্ষতার অভাব রয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা ও সেসিপ কর্মসূচীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম স্কুল পর্যায়ে পৌছে দেওয়া ও সেসিপ কার্যক্রমের আওতায় ছিল। সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় মোট ২৭০০০ মাদ্রাসা ও সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০০০০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। এজন্য সারা বাংলাদেশে ২০০০০ স্কুলে ১১৭ রকমের ১০১৮ টি বিজ্ঞান সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে সূযোগ সুবিধার দিক থেকে এগিয়ে আছে বা শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০ এর কম এমন স্কুল গুলোতে সরঞ্জাম প্রদান করা হয়নি (সুত্রঃ কেআই আই)। এছাড়া পূর্বে যেখানে মূল বইয়ের পাশাপাশি একটি ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হতো এই সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় সে মডালিটি ও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, ষষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যখন ক্লাস নেওয়া হবে তখন শ্রেণি কক্ষে তাদের হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাকটিক্যাল দেখিয়ে ক্লাস নেবার ফলে তারা আশানুরূপ ভাল ফল করবে বলে আশা করা হয়। দেশের প্রায় ৫৫০০০ শিক্ষকদেরকে এই হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান সরঞ্জাম গুলি রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে একটি করে আলমিরা এবং একটি করে সেল্ফ সরবরাহ করা হয়।

আমাদের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি পেয়েছে, তবে ময়মনসিংহের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা নিম্নে উল্লেখিত মন্তব্য গুলো দেখতে পাই,

> “২০১৩ সালের পর থেকে চাহিদা অনুযায়ী সরকারীভাবে সকল আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি আসে নি। তবে বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সরকারীভাবে ৬০০০০ টাকা পেয়েছি, সেই টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী সেগুলো পর্যাপ্ত না।”

অপর দিকে, চট্টগ্রামের বাঁশখালির একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উল্লেখ করেন,

বিজ্ঞান বিভাগের সকল উপকরণ পর্যাপ্ত আছে, এছাড়া সেসিপ ও মন্ত্রণালয় থেকেও সরবরাহ করা হয়েছে । বিজ্ঞান বিভাগের প্রায় সব উপকরণই আছে।

অপর দিকে মাদ্রাসার শিক্ষক উল্লেখ করেন তারা কোন বিজ্ঞান সারঞ্জাম পান নি সেসিপ প্রোগ্রাম হতে ।

সারণি ২৬- শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শিক্ষাব্যবস্থাকে সহজীকরণ	১. বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি প্রদান । ২. হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা । ৩. আইসিটি লানিং সেন্টার স্থাপন । ৪. কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন । ৫. শ্রেণি কক্ষ্যে পাঠ দান গাইড লাইন প্রনয়ণ।	মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ থেকে পরীলক্ষিত হয় যে, নির্বাচিত অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি পেলেও আইসিটি লানিং সেন্টা এবং কম্পিউটার ল্যাব এর সুবিধা প্রাপ্ত নয়। আবার বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি পেলেও কিছু সরঞ্জাম অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে । এছাড়া শ্রেণি কক্ষ্যে পাঠ দান গাইড লাইন কার্যকর হয়েছে ।

হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং আই সিটি লানিং সেন্টার শিক্ষার্থীদের জন্য ইতি বাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে শিক্ষকগণ মনে করেন। আমরা দলীয় আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষার্থী জরিপ থেকে দেখতে পাই,

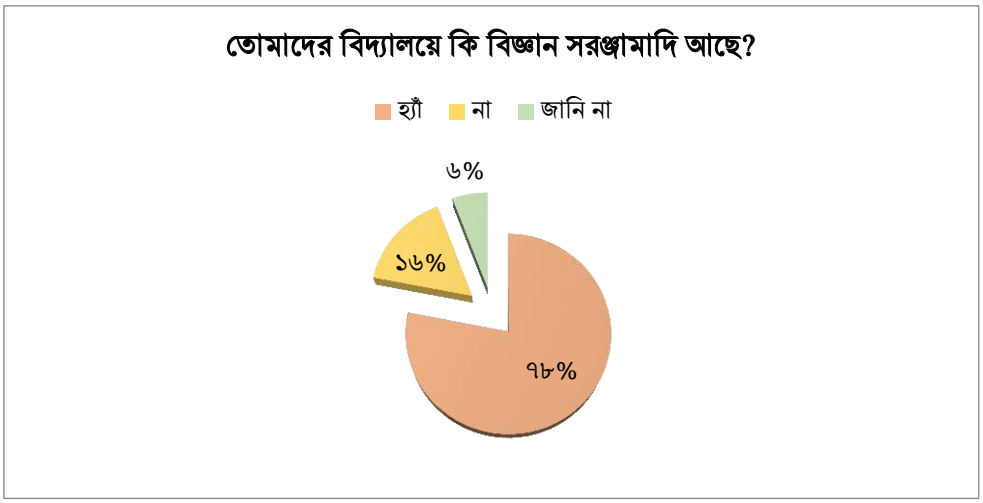

চিত্র ২৬- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি আছে কিনা তার হার

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৭৮% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে, তাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি আছে যা কিনা সেসিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা পেয়েছে। বাকি প্রায় ২০% বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন যে তাদের বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি নেই বা তারা এ ব্যাপারে জানে না। এ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সেসিপ যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজীকরণের কাজ করছে তাতে তারা অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করেছে।

বিজ্ঞান সরঞ্জাম প্রসঙ্গে, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগন দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে,

"বিজ্ঞান সরঞ্জাম আছে কিন্তু সব নেই। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ফার্নিচার দরকার অনুবীক্ষণ যন্ত্র দুইটা পুরনো এবং নষ্ট; এটা নতুন থাকলে ভালো হত। অত্যাধুনিক কিছু যন্ত্র ও কংকাল থাকলে ভালো হয়"

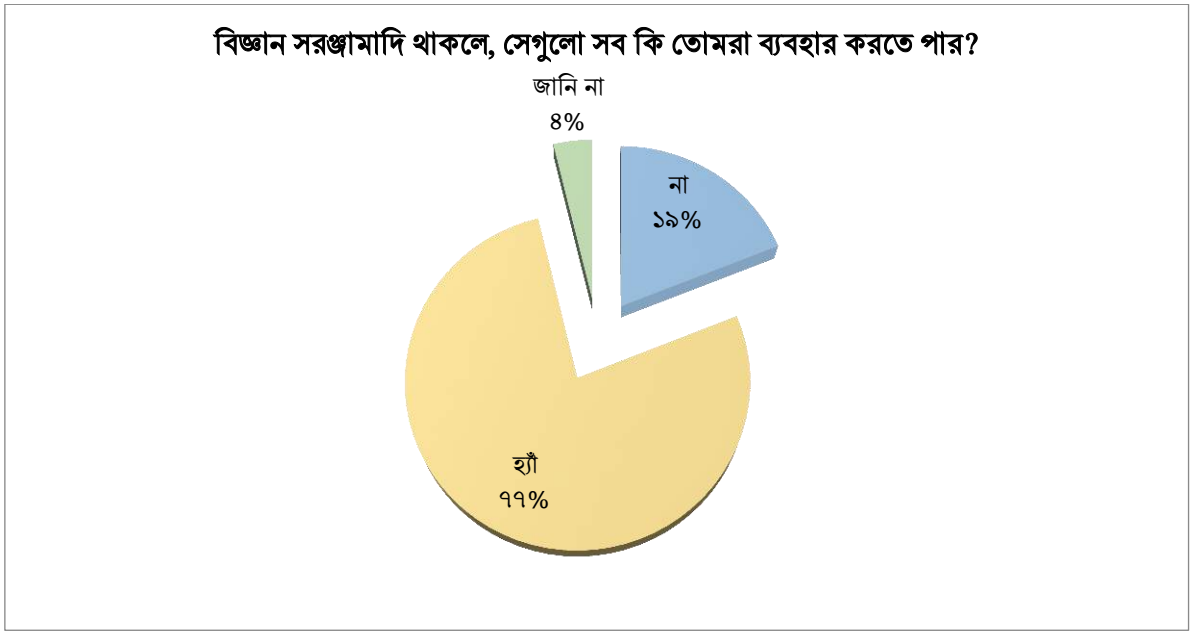

চিত্র ২৭- সকল বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে পারে কিনা তার হার

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে, তার প্রায় ৭৮% শিক্ষার্থী উত্তর দিয়েছেন যে তারা সব সরঞ্জাম ব্যবহার করার সুযোগ পান, প্রায় ১৯% শিক্ষার্থী বলেছেন যে তারা সব বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে পারেন না। আর বাকি প্রায় ৪% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে তারা এ ব্যাপারে জানেন না। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, প্রদানকৃত বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা সহজীকরণের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকা। কিন্তু আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে দেখতে পাই যে, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বা প্রতিটি বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ দলীয় আলোচনায় উল্লেখ করেন যে,

"বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মানব সম্পদ (শিক্ষক, স্টাফ) শিক্ষার্থী অনুযায়ী খন্ডকালীন শিক্ষক আছে বিধায় পর্যাপ্ত। স্কুল শাখায় শিক্ষক মোট ৪৬ জন, এদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষক আর ২০ জন খন্ডকালীন শিক্ষক আছে কিন্তু বায়োলজি বিষয়ের জন্য একজন শিক্ষক নেই। । স্কুল শাখায় স্টাফ/কর্মচারী মোট ৬ জন।"

৩.২.২.৩ ঝরে পড়া রোধ করা-

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার জন্য সেসিপ বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। আর মধ্যে অন্যতম তিনটি হল, শিক্ষার্থীদের জন্য রিসোর্স টিচার নিয়োগ, কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করা এবং তাদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা। সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় এই উপবৃত্তিকে সংস্কার করাকে বলা হচ্ছে Harmonized Stipend Program (HSP)। সেসিপ প্রোগ্রামের এই উপবৃত্তি প্রদান কে ৫ ভাবে সংস্কার করা হচ্ছে, উপবৃত্তির এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে ফলোআপের জন্য SEDP থেকে HSP তে হস্থান্তর করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রোগ্রামের আওতায় ওয়েব বেজ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উপবৃত্তি সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় এবং র্নিবাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

I. উপবৃত্তি কর্মসূচীতে ৫৪ টি উপজেলার (মোট ২৮৫৬ টি প্রতিষ্ঠান) প্রায় ২৯০০০০ শিক্ষার্থী (মোট তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০% মেয়ে এবং ২০% ছেলে) রয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর অবধি ৫৪ টি উপজেলায় উপবৃত্তি বিতরণ অব্যাহত ছিল। ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে এই প্রোগ্রামটি SEDP (SESIP-এর ফলো-অন প্রোগ্রাম) এর অধীনে HSP স্কিমে স্থানান্তরিত হয়েছে।
II. সেসিপ-এর অধীনে একটি গবেষণা ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের জন্য সমন্বিত পদ্ধতি তৈরী। SHED অনুমোদিত প্রতিবেদন এবং MOF দ্বারা অনুমোদিত HSP-এর অধীনে নতুন রেট। পুরো দেশব্যাপী HSP বাস্তবায়নের জন্য SEDP-এর অধীনে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যা ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে একীভূত সুবিধাভোগী বাছাইয়ের মানদন্ড এবং বিতরণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে ।
III. উপবৃত্তি বিতরণের জন্য SESIP এর আওতায় মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে ।
IV. SESIP-এর অধীনে উপবৃত্তিভোগী বাছাইয়ের জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি এবং ব্যবহৃত হয়েছে।

MoF-এর SPBMS-এর অধীনে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য G২P সিস্টেম প্রথমবারের মতো এসইএসআইপি-র অধীনে একটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সফল হয়েছে ।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনায়, উঠে এসেছে যে, আগে ছেলেমেয়ে ঝরে যেত, ১০০ জন ভর্তি হলে ২০ জন পাওয়া যেত। এটার মূল কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ধরতে পেরেছে, যে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না, বই কিনতে পারত না। সরকার লেখাপড়া করার জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো দিয়ে দিয়েছে। ফলে ছেলেমেয়েদের এখন সমস্যা হয় না । বিনা মূল্যে বই পাচ্ছে, উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে। বাবা মা চিন্তা সব দিক চিন্তা করে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। আর এখন পদ্ধতি অন্য রকম হচ্ছে, পাশের হার বেড়েছে। বাবা মা সচেতন ছিল না, এত প্রসারও ছিল না। বই ফ্রি ছিল না, ঐ সময়ে দেশের অর্থনীতি ছিল দুর্বল মানুষ লেখাপড়াকে বোঝা মনে করত, মেয়েদেরকেও বোঝা মনে করত। এখন মেয়েদেরকে বোঝা মনে করে না বরং মেয়েরা বেশি লেখাপড়া করে । এই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীতে

দুইজন ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। এজন্য আমদের সুপার সাহেব বলেন ওদের যা যা দরকার কমিটি সব দিতে রাজি আছেন । এসএসসি তে তোমাদের গোল্ডেন এ প্লাস চাই।

এখন মেয়েরা পড়াশুনায় এগিয়ে রয়েছে, যেমন নবম ও দশম শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় হচ্ছে মেয়ে। শিল্প এলাকার ছেলেরা পঞ্চম বা এসএসসি পাশ করে কেউ ব্যবসা, কারখানা সহ বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে যায়। মেয়েরা তো এরকম কাজে জড়িয়ে যায় না। মাদ্রসায় পড়া মেয়েরা দাখিল পাশ করে ভাল আলেম হবে ইনশাআল্লাহ । এই হিসাবে মেয়েরা পাঁচ অয়াক্ত নামাজ রোযাও করে। আমদের এই মাদ্রাসায় অন্য স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী এসে ভর্তি হয়। কারণ এই মাদ্রাসায় লেখাপড়া ভাল। মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের চেয়ে আগে। ছেলেদের চেয়ে বেশি মেয়েরা। মেয়েরা বাড়িতে পড়াশোনা করে, ছেলেরা তো ঘোরাঘুরি করে। আগে তো মেয়েরা কম ছিল, এখন তো সমান অধিকার। এরা যেকোন সময় সরকারি চাকরিতে সুযোগ সুবিধা পায়। এখন মেয়েরাও বুঝতে পারছে যে তাদের পড়ালেখার মান অনেক বেড়ে গেছে; সব সাজেক্টে। তারপর বাল্য বিবাহ কমে গেছে। সরকার আবার মেয়েদের উপবৃত্তির প্রচলন করেছে । এইটা দিয়ে তার শিক্ষা উপকরণ কিনতে পারে।যার কারণে বাপের উপর চাপ পড়ে না। সেই কারণে আমাদের ঝরে পড়া কমে গেছে। সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ছেলেরাও আছে। কোন সমস্যা হলে যেন বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করতে হয়, সে ব্যবস্থাও আছে। আবার মেয়েদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের মাসিক চলাকালীন সময়ে মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সরকার দেওয়ার কারণে বাচ্চাদের জন্য পজিটিভ হয়েছে। নুর মোঃ সিকদার বলেন, ঝরে পড়া রোধে আমরা অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমরা ম্যানেজিং কমিটিরা ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঝরে না পড়ে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে অভিভাবকদের বুঝাই।তার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। যেন সে দেশ ও জাতির জন্য কিভাবে কাজে লাগবে, নিজে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অনেক ফ্যামিলি যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদেরকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করি। যাতে করে তার লেখাপড়া বন্ধ না হয় ।.উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো উচিত। যে বৃত্তিগুলো আছে সেগুলো আরো বাড়াতে হবে। তাহলে ছাত্ররা আরো বৃদ্ধি পাবে।

তবে কিছু শিক্ষক মনে করেন, “বারবার সিলেবাস পরিবর্তন করলে ছাত্রসংখ্যা কমবে।”

মাদ্রাসার শিক্ষক আরো বলেন, মাদ্রাসায় একটি আসিটি ল্যাব ও একটি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি আছে। কিন্তু কোন

কম্পিউটার নেই। এগুলো হলে আমদের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক উপকৃত হবে।

সাধারণত গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। আমাদের মনে হয় সকল ছাত্রছাত্রীরা উপবৃত্তি পেলে ভাল হত।তাহলে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরো মনোযোগি হবে। অপর দিকে অন্য এক মাদ্রাসার শিক্ষক বলেন, পড়াশোনা এবং আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হয় কিন্ত তার মাদ্রাসাতে কেউ উপবৃত্তি পায় না।

পরামর্শক দল সমীক্ষা, দলীয় আলোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এই তিনটি বিষয়ে কেমন অগ্রগতি হয়েছে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলোতে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সারণি ২৭- ঝরে পড়া রোধ

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
ঝরে পড়া রোধ	১. সম্বন্বিত উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী ২. শিক্ষার্থীদের জন্য রিসোর্স টিচার নিয়োগ, ৩ কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করা	মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ থেকে পরীলক্ষিত হয় যে, নির্বাচিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা নেই । এছাড়া আমরা আমাদের মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি পাচ্ছে বলে জানান। তবে সেটি অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেন কিভাবে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা তারা জানেন না। তবে ঝরে পড়ার বিষয়ে শিক্ষক বলেন এখন পড়াশুনা না শিখলে চাকরী পাবে না,গার্মেন্টসে চাকরী করতে হলে পড়াশুনা না জানলে বেতন কম পাবে তাই বাবা-মা তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। তারা ঝরে পড়া রোধে উপবৃত্তির বিষয় টি না দেখে প্রয়েঅজনকে বড় করে দেখছেন। তবে আগের তুলনায় শিক্ষার হার বেড়েছে বলে মনে করছেন।

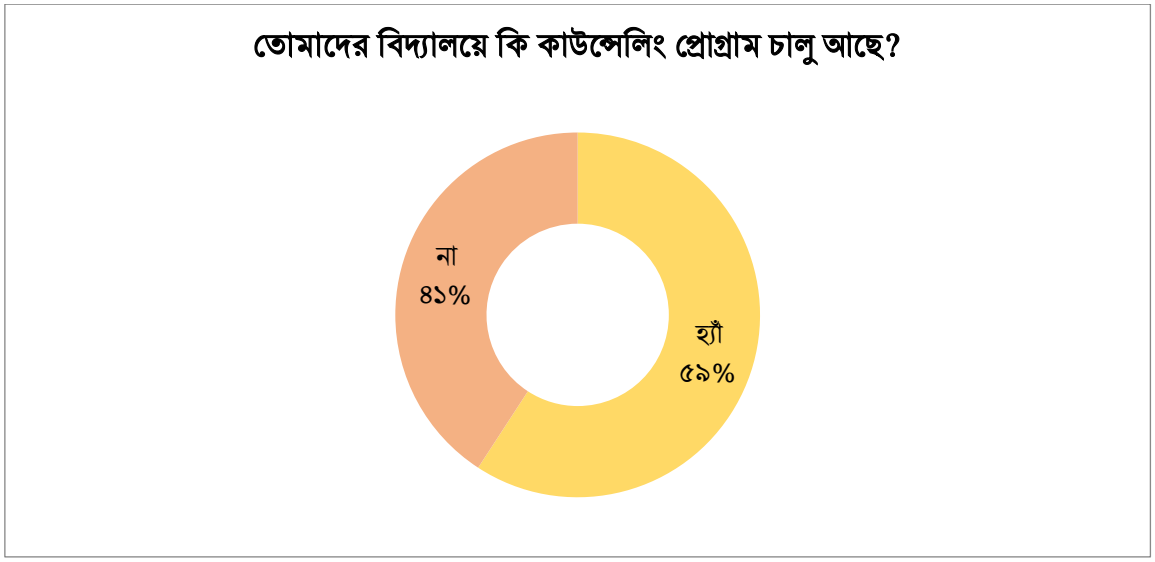

চিত্র ২৮- বিদ্যালয়ে কাউনেলিং প্রোগ্রাম চালু আছে কিনা তার হার

উপরের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৬০% শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু আছে। পরামর্শক দল মনে করেন যে, বাকি বিদ্যালয়গুলোতে ও কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করা উচিত যাতে করে ঝরে পড়ার হার একবারে শূণ্যের কোটায় চলে আসে।

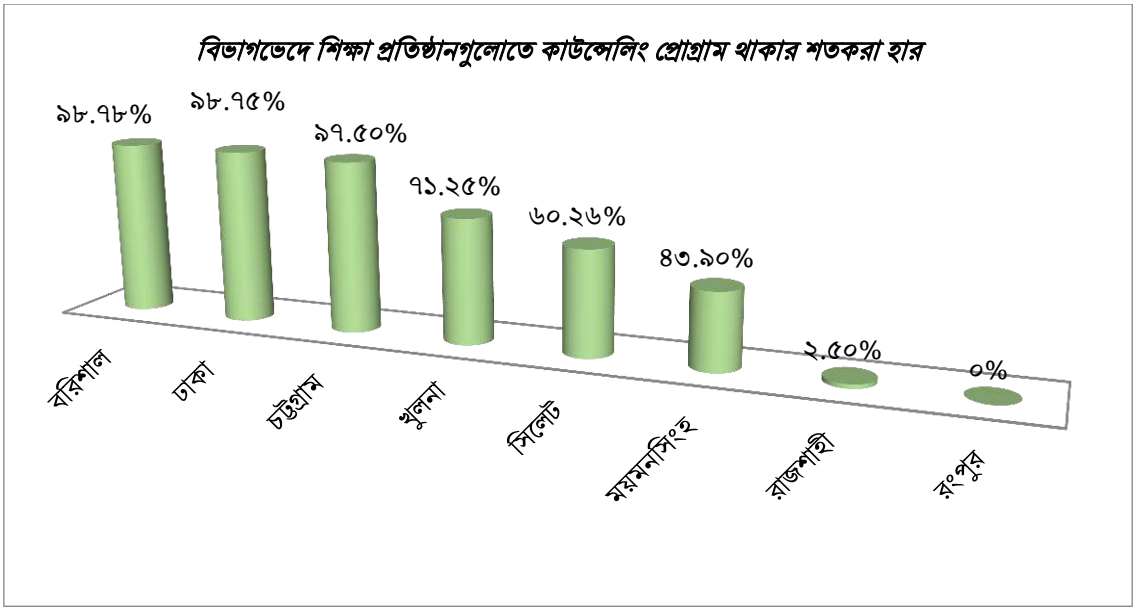

চিত্র ২৯- বিভাগভেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম থাকার শতকরা হার

উপরের লেখচিত্রে বিভাগভেদে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বরিশাল, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এই তিনটি বিভাগে প্রায় ১০০% শিক্ষার্থীই বলেছেন যে, তাদের জন্য কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু আছে। অপরদিকে, দেখা যাচ্ছে যে, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং সিলেট এর শিক্ষার্থীগণ ও তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে যে, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু নেই বললেই চলে। পরামর্শক দল মনে করেন যে, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

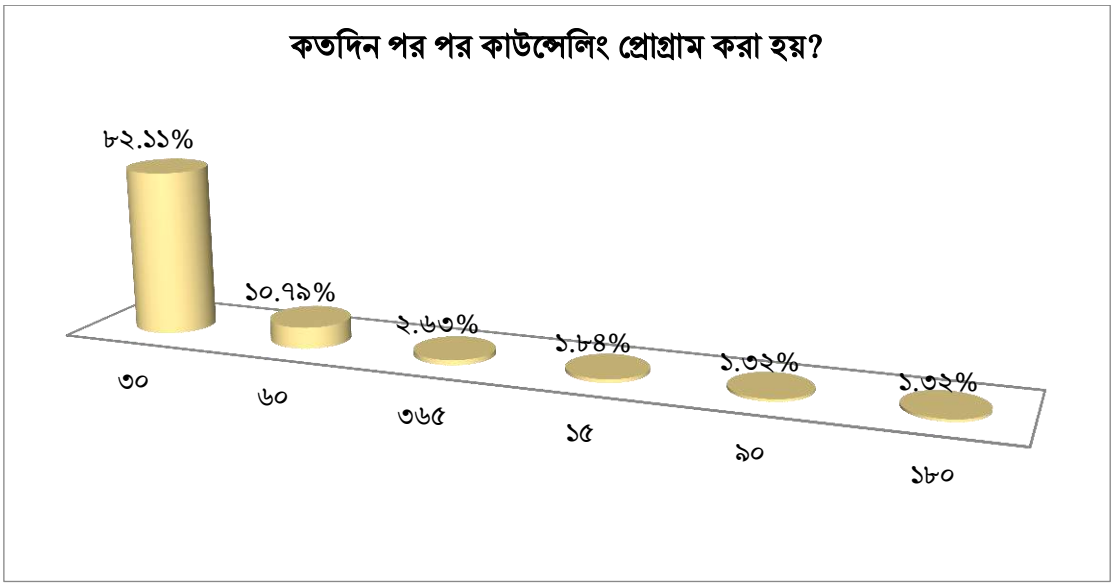

চিত্র ৩০-কতদিন পর পর কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম করা হয় তার হার

উপরে প্রদর্শিত লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৮২.১১% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যালয়ে ১ মাস পর পরই কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম করা হয়। আর প্রায় ১১% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে তাদের বিদ্যালয়ে ২ মাস পর পর কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম করা হয়।

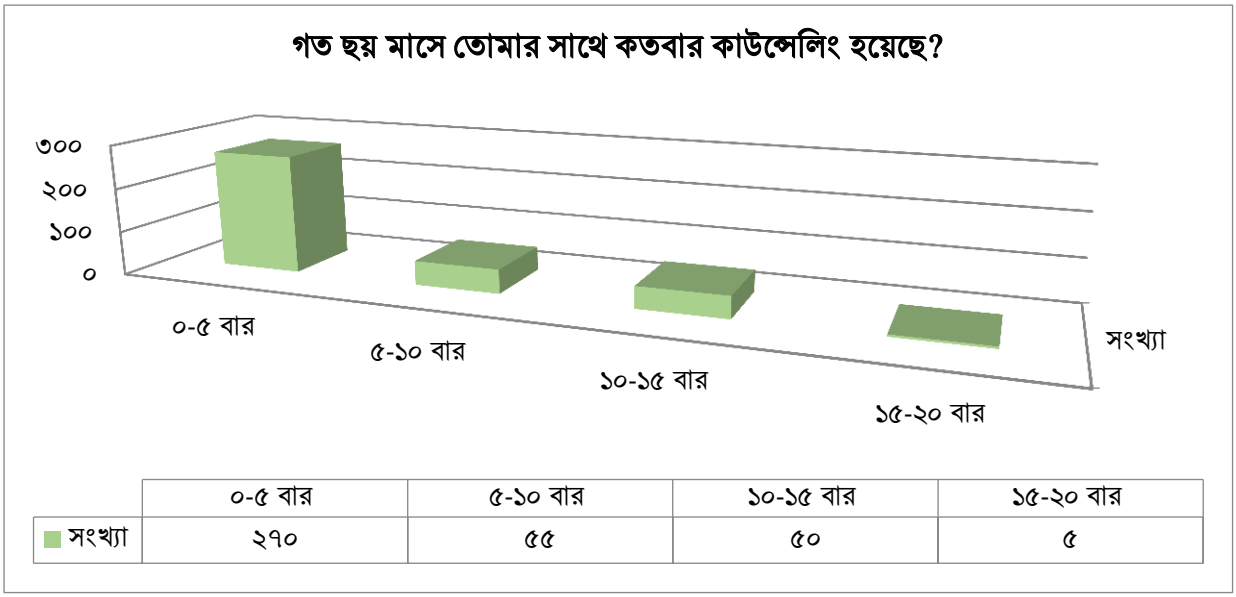

	০-৫ বার	৫-১০ বার	১০-১৫ বার	১৫-২০ বার
সংখ্যা	২৭০	৫৫	৫০	৫

চিত্র ৩১- গত ৬মাসে কতবার কাউন্সলিং করা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থীর সাথে তার বিশ্লেষণ

উপরের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ০-৫ বারের মত গত ৬ মাসে ২৭০ জন শিক্ষার্থীর কাউন্সেলিং করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ৫-২০ বার পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কে কাউন্সিলিং করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কিসের ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হয় প্রশ্ন করলে তারা নিম্নে প্রদর্শিত উত্তরগুলো প্রদা করে।

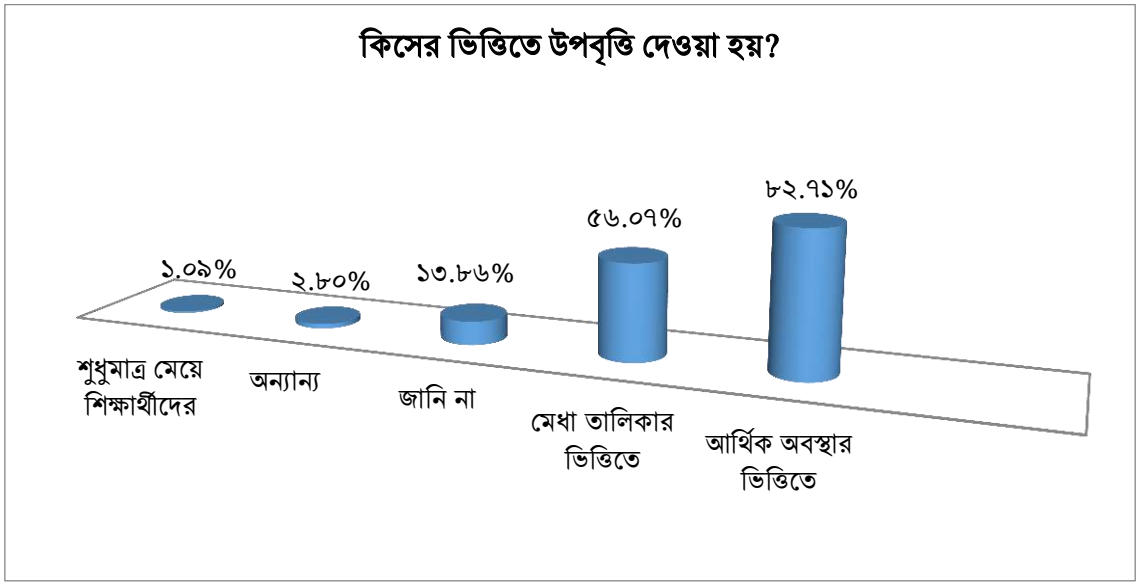

চিত্র ৩২-কিসের ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হয় তার বিশেষণ

উপরের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৮২.৭১% শিক্ষার্থীরা বলেছেন যে, আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে উপবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা যাতে অর্থের অভাবে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সেজন্য আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেই মূলত উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের কে উৎসাহিত করতে অ উপবৃত্তি প্রদান করা হয় বলে জানিয়েছেন ৫৬.০৭% শিক্ষার্থী।

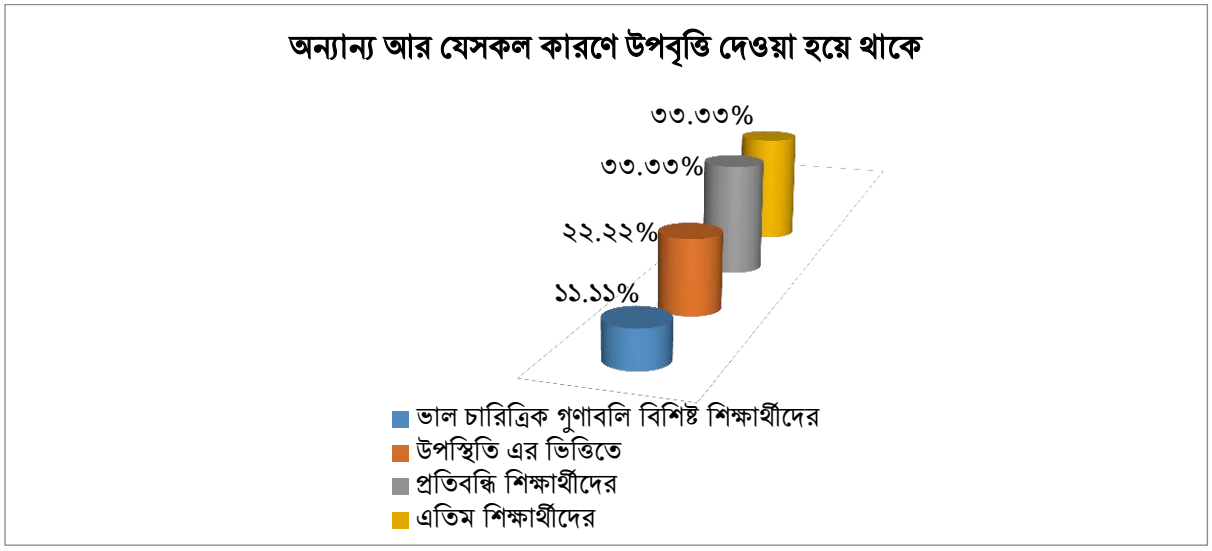

চিত্র ৩৩- অন্যান্য আর যেসকল কারণে উপবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে

এছাড়া অন্যান্য আরো নানা কারণের মধ্যে ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কে এবং আরো ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী জানিয়েছেন যে এতিম শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

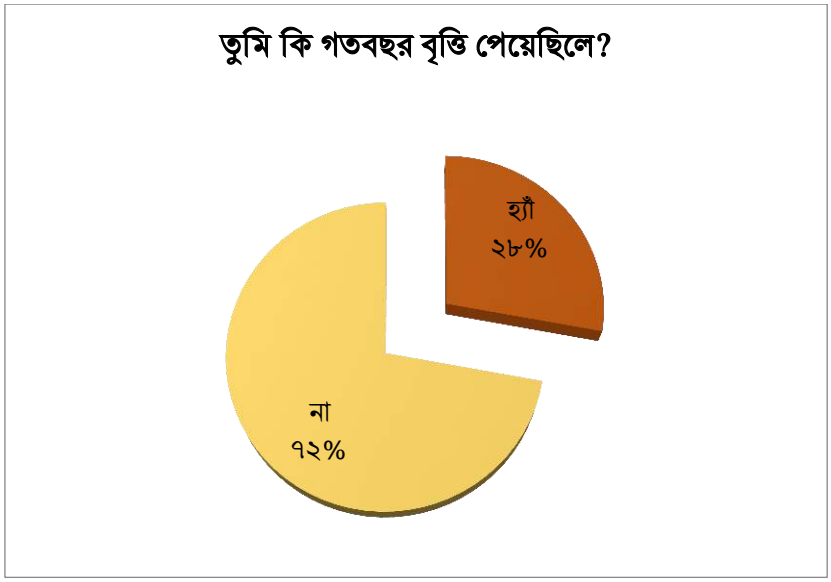

চিত্র ৩৪- শতকরা কতজন গতবছর বৃত্তি পেয়েছিল তার হার

কিন্তু উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমীক্ষা করা শিক্ষার্থীদের ভেতর কেবল ২৭.৮৮% শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে। এ থেকে এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, উপরের কোন শর্ত পূরণ করে না বলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে না।

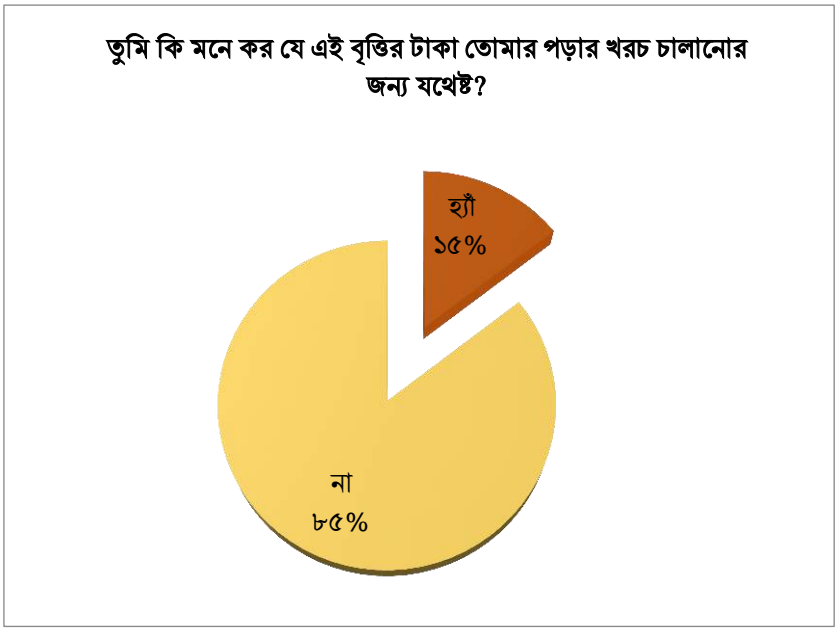

চিত্র ৩৫- বৃত্তির টাকা পড়ার খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট মনে করার হার

যারা উপবৃত্তি পায় তাদের মধ্যে ৮৫.৪৭% শিক্ষার্থী মনে করেন যে, উপবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত টাকা তাদের পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সেসিপ প্রক্লপের আওতায় উপবৃত্তি এর টাকার পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

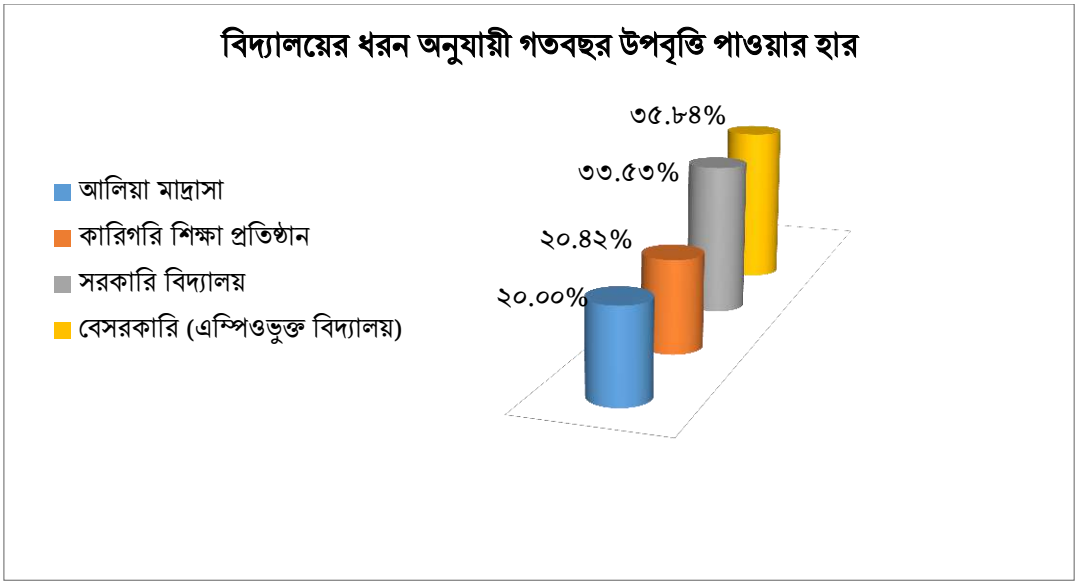

চিত্র ৩৬- বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী গতবছর উপবৃত্তি পাওয়ার হার

উপরের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই চার ধরণের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই বেশ পিছিয়ে আছেন। তবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এদিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে আছেন।

৩.২.৩ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে অধিকতর শক্তিশালী করা

৩.২.৩.১ শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ-

সেসিপ প্রোগ্রামের একটা বড় অবদান হলো এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে ২০১৫ সাল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়। এছাড়াও প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রিকরণ করে ই-প্রোকিউরমেন্ট (eGP) এর পরিচিতি করানো হয় এবং এর পাশাপাশি অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় বাজেট স্বচ্ছ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ইন্টিগ্রেটেড বাজেট অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম (iBAS) এর উন্নয়ন করা হয়। প্রোকিউমেন্ট ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কার্যক্ষমতার উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসিপের আওতায় ফিনান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট উইং (FPW) স্থাপন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব গুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বন্টন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সক্ষমতার ভিত্তিতে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সেসিপ এর লক্ষ্য কাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন। সেসিপের অধীনে লক্ষ্যে পৌঁছাতে কর্মসূচী গুলো নিম্নলিখিত ভাবে প্রণোদিত হয়েছে ।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হয় । প্রথমতঃ সঠিক তথ্য প্রমান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন কোন বিষয়গুলি বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করা । দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয় প্রশাসনিক কাঠামোর কোন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করা। অতপর বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ এবং যথাযথ অর্থায়নসহ তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করার

প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে সেসিপ কর্মসূচীতে শিক্ষকসহ স্কুলপর্যায়ে মাধ্যমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্কুল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং এর উন্নয়ন সাধনসহ সেসিপ কার্যকর ভাবে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকার নিদর্শন বহন করছে।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরভাবে সফল করার জন্য সমন্বিতভাবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহনের ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন আছে বলে পরামর্শকগণ মনে করে।

তবে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রতীয়মান হচ্ছে।

নতুন স্থান সৃষ্টি এবং অতিরিক্ত জনবলের উন্নয়নঃ সেসিপ ডিপিপি DSHE এবং উপজেলার সাহায্যকারী বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন স্তরে সর্বমোট ১৪৮১ জনবলের উন্নয়নের সূচনা করেছে নিম্নলিখিতভাবেঃ

১. DSHE তে প্রকিউরমেন্ট উইং স্থাপন যা DSHE এর সক্ষমতা যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি করণ;

২. EMIS সেলের জন্যে অধিক জনবল (সিনিয়র কৌশল বিশ্লেষক এবং ৪ জন প্রোগ্রামার) এবং অন্যান্য ইউনিট এ জনবল নিয়োগ;

৩. উন্নয়ন বাজেটের অধীনে HRM ইউনিট বাজেটের অধীনে চলমান যাচাই প্রক্রিয়া এবং গুনগত মান নিশ্চিতকরণ;

৪. অঞ্চল ভিত্তিক প্রোগ্রাম পরিচালক পদের সৃষ্টি যা DSHE-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত;

৫. সেসিপের উন্নয়নমূলক বাজেটের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে একজন একাডেমিক পরিদর্শক নিয়োগ;

৬. সেসিপের অধীনে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন পরিষদ ২০ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান;

৭. বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট সেসিপের অধীনে ১২ জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান;

৮. NAEM এ ২৫ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে প্রসারিত জনবল সেসিপের অধীনে যথেষ্টভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

৯. বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) (যা পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) ১২ টি বিশেষজ্ঞের পদে SESIP -র অধীনে রয়েছে ।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত ক্রয় ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত:

১. DSHE একটি FPW (Finance and Procurement Wing)উইং স্থাপন করা।

২. প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে ডিএসএইচই এবং সহযোগী সংস্থাগুলিতে (i.e. EED) e-GP সিস্টেম চালু করা।

৩. জোনাল টায়্যারে ক্রয়ক্ষমতা তৈরি করা।

৪. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং সংগ্রহের ক্ষমতা মূল্যায়ন ।

SESIP ২০১৮ সালে এডিবি থেকে সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেরা প্রোগ্রামের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ২০১৩ সালের দিকে যখন সকল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা। যে কোন কাজে বা অনুমোদনের জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আসতে হত, যাতে করে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সুবিধা পেতে একটা লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হত। সেখানে এখন যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধান নিজ নিজ জেলা থেকে করা সম্ভব। শিক্ষা এবং শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে এখন উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সেসিপের একাডেমিক কর্মকর্তা রয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং বা অডিটের সুবিধার স্বার্থে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ১১৪১টি নতুন পদ সৃষ্টি করে তাতে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২৫ টি থানা পর্যায়ে থানা শিক্ষা অফিস স্থাপনের কথা থাকলেও মাত্র ৪ টি থানা অফিস স্থাপন এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে । উপজেলা পর্যায়ে সেসিপের কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে কি না সেটা মনিটরিং এর জন্য উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজর এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি সরাসরি স্কুল পর্যায়ের মনিটরিং এর দ্বায়িত্ব পালন করেন।

যারা স্কুল পর্যায়ের নিয়মিত মনিটরিং করে তথ্য লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে স্কুলের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন এবং যে কোন ধরনের প্রাশনিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারেন। এছাড়া শিক্ষাকদের প্রশিক্ষণের বিষয় গুলো জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এখান থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ের সেসিপ কর্মকর্তা তার দ্বায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, পর্যবেক্ষণ করা, মনিটরিং এবং মেন্টরিং এর কাজ করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই কার্যক্রমের খোঁজ খবর নেওয়া, প্রশ্নপত্র দিয়ে মূল্যায়ন, পিবিএম ডায়েরী দেখা। পাঠ পরিকল্পনা দেখা, সমস্যা থাকলে কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য পরামর্শ প্রদান, ক্লাস পর্যবেক্ষণ করি।

সারণি ২৮- শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ	১. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সেসিপর পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ প্রদান ।	অঞ্চল ভিত্তিক পদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্টানের মনিটরিং এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

৩.২.৩.২ তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজ করে তোলার জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালী করা। সেই লক্ষ্যে স্কুল গুলোকে ডাটাবেজে এর আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠোনের অবস্থান সেখানে মনিটরিং এর রেটিং অনুযায়ী আপডেট করা হয় উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজর এর মাধ্যমে এবং সেটা জেলা পর্যায়ে মনিটরিং করা হয়। এই রেটিং এর উপর ভিত্তি করে স্কুল গুলোর র‍্যাংকিং করা হয় এ থেকে ই পর্যন্ত পাঁচ টি পর্যায়ের ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয় । এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ডাটাবেজের উপর ভিত্তি করে মেধা যাচাইে এবং উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। তথ্য প্রযুক্তির সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করতে ই-লার্নিং, আইসিটি লানিং সেন্টার এবং স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব এর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুলে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপবৃত্তি প্রদান করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নির্বাচন কর হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো,

১. প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে DSHE এবং সাহায্যকারী সংস্থাগুলোতে তে e-gp পদ্ধতি প্রনয়ণ করা।

২. তথ্য ব্যবস্থা (EMIS)শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রিয় এবং মাঠ পর্যায়ে লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য এবং সত্যতা যাচাই করা হয়।

৩. অঞ্চলভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সৃষ্টি করা।

৪. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সক্ষমতার যাচাই।

এছাড়া সেসিপ প্রোগ্রামের অর্ন্তভুক্ত যাবতীয় প্রকিউরমেন্ট শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের অধীনে ইজিপি এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকিউমেন্ট সম্পর্কিত দূর্নীতি কমাতে সেসিপের অন্যতম একটি অবদান হলো ইজিপির মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।

সারণি ২৯- তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
তথ্য ও প্রযুক্তি শক্তিশালীকরণ	১. শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ তৈরি করা। ২. স্কুল প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা । ৩. ইজিপি এর মাধ্যমে প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ	কার্যক্রম চলমান। (মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত) (বি.দ্র. পরবর্তীতে প্রকিউরমেন্ট তথ্য অনুযায়ী স্তারিত আলোচনা করা হবে)

তথ্য প্রযুক্তির সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করতে ই-লার্নিং, আইসিটি লানিং সেন্টার এবং স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব এর ব্যবস্থা করা হয় । সেখানে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদানের জন্য স্কুলে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উপবৃত্তি প্রদান করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নির্বাচন কর হচ্ছে।

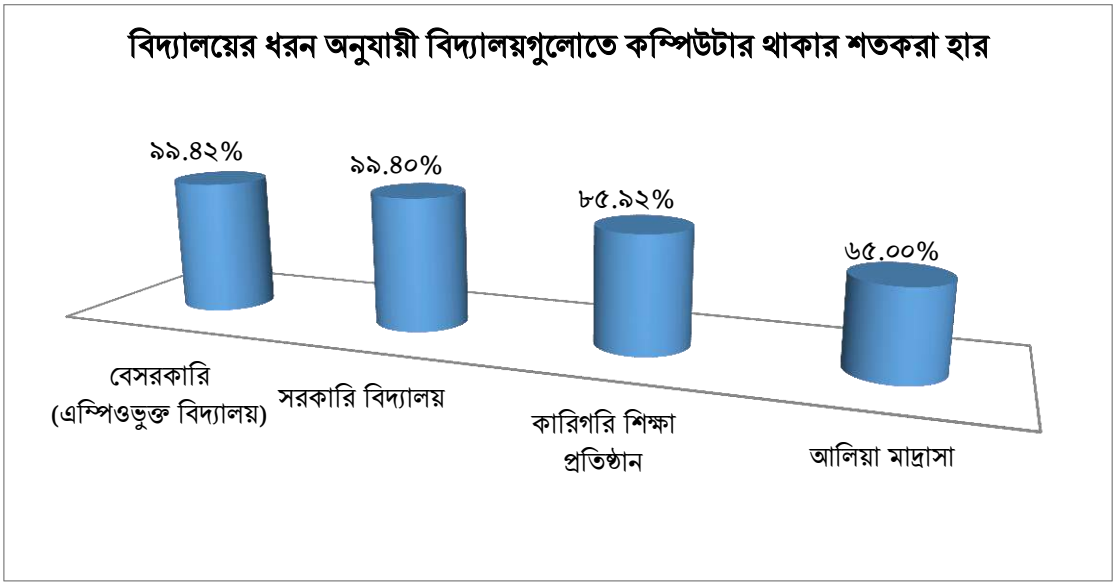

চিত্র ৩৭-বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার থাকার শতকরা হার

উপরের লেখচিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আলিয়া মাদ্রাসায় সবচেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন যে, তাদের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে।

মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উঠে এসেছে, শিক্ষকগণ এই প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা নিয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া এটা শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশেও সাহায্য করছে বলে মনে করেন। তবে যারা আইসিটি লানিং সেন্টারের

সুবিধার বাইরে রয়েছেন, তারা মনে করেন হাতে কলমে বা বাস্তবিক প্রদর্শনের সাথে শিক্ষা প্রদান করলে সেটা শিক্ষার্থীরা আলো ভাল ভাবে শিখতে বা বুঝতে পারতো।

৩.২.৩.৩ শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন,

সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা। সেকারণে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান যেমন প্রধান শিক্ষক এবং বিজ্ঞান শিক্ষক সহ ৫৫০০০ শিক্ষককে দেশের বাইরে থেকে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পাঠ্যক্রমের উপর প্রায় ১২০০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, আইসিটি, জীবন দক্ষতা এবং কারিকুলাম এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারায়ণগঞ্জের একটি মাদ্রাসা ভোকেশনাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ তাদের শিক্ষকদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলেন,

প্রোগ্রাম মেয়াদে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছি ৪ জন। সেসিপে আমি কম্পিউটার ট্রেনিং পেয়েছি। কম্পিউটারে ট্রেনিং পেয়েছে ৩ জন। জীবন দক্ষতায় পেয়েছে ৫ জন। হাতে কলমে বিজ্ঞান ট্রেনিং পেয়েছে ২ জন। আমরা পেয়েছি কিন্তু যদি রিফ্রেশ এর ব্যবস্থা থাকত তাহলে ভাল হত। বছর বছর রিফ্রেশ এর ব্যবস্থা থাকলে ক্লাসে প্রয়োগ করা যায়, আপডেট থাকা যায়। কম্পিউটার ট্রেনিং একদিন সব কিছু কাভার করা সম্ভব না, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, তাই কাভার করতে পেরছি ।ট্রেনিং পর্যাপ্ত না, অল্প সময়ে অনেক কিছু পড়ায় যা অল্প সময়ের জন্য মাথায় থাকে তাও সব থাকে না । বিজ্ঞানের ট্রেনিং ৩ দিনের না হয়ে যদি ৭ দিনের হত, তাহলে অনেক সুন্দর হত। একদিন ৯-৫ টা পর্যন্ত অনেক লোড। লং ট্রেনিং না করিয়ে যদি দিন বাড়ানো হত, তাহলে ট্রেনিং ভাল হত। সেশনগুলো এরা দ্রুত শেষ করে দিচ্ছে। কম্পিউটার ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে আমার কম্পিউটার শেখা ছিল বলে আমি একদিনের ট্রেনিং কিছু বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যার কম্পিউটার শেখা নাই, একদিনের ট্রেনিং এ সে কিছুই ধরতে পারবে না। সৃজনশীলের উপরে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তখন আমরা সৃজনশীল কি সেটাই বুঝতাম না। ট্রেনিং এর মাধ্যমে কিছু ধারণা পেয়েছি, আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ঐ ট্রেনিং এর মাধ্যমে হঠাৎ করে একটা জিনিস চাপাইয়া দিছে, যা আমরা বুঝে উঠতে পারি নাই। এইটা যদি প্রতি বছর বা দুই বছর পর পরও করা হয় তাহলে আমাদের জন্য বিষয়টা সহজ হত। আমাদের কম্পিউটার, আইসিটি ট্রেনিং দিয়েছে সেসিপ কিন্তু এগুলো তো আমাদের নাই। আমরা শুধু মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করাই, তখন এগুলো বলি। ল্যাব না থাকার কারণে প্র্যাকটিক্যাল দেখাই নাই। আমাদের কয়েকটা কম্পিউটার থাকলেও ১০/ ১২ ছাত্র ছাত্রী নিয়ে ক্লাস করাতে পারতাম।

আমরা আমাদের মাঠকর্ম থেকে দেখতে পাই যে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কোন না কোন বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সেখানে কিছু শিক্ষক উল্লেখ করেছেন যে তারা তাদের প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্য শিক্ষকদের সাথে শেয়ার করেছেন এবং এই প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে কোন কোন শিক্ষক এটাও উল্লেখ করেছেন যে একটি প্রশিক্ষণ থেকে অন্য প্রশিক্ষণের গ্যাপ বেশি থাকার কারণে এবং স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণ পাওয়া

এবং পরবর্তীতে মনিটরিং না হবার কারণে তারা প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন না। সেক্ষেত্র মনিটরিং এর ধারাবাহিকতা না থাকার কারণে প্রশিক্ষণের যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল সেটা পূরণে বাধাগ্রস্থ্য হচ্ছে।

এছাড়া শিক্ষক ব্যবস্থার উন্নয়নে সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং আবেদনের প্রক্রিয়াকরণ অনলাইন করা হয়েছে, শিক্ষকদের সুবিধার জন্য যেটা জোনাল ডাইরেক্টর দেখবেন। আগে যেটা হার্ড কপি ঢাকা মাউশি অধিদপ্তরে আনা হত এবং দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা হত, সেটা এখন মাঠপর্যায়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় প্রয়োজনের ভিত্তিতে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার ১০০০টি স্কুল/মাদ্রাসায় ইংরেজি/গণিত/বিজ্ঞান বিষয়ের খন্ড কালীন ১০০০ দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, যেটাকে রিসোর্স টিচার বলা হচ্ছে।

এই মূল্যায়ন ফর্ম পূরণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানোর পর সেটা জেলা শিক্ষা অফিসে মূল্যায়ন ঠিক করা হয়েছে কি না সেটা চেক করে এন্ট্রি করা হয় এবং এর থেকে সারা দেশের স্কুলের একটি রেটিং করা হয় । A, B, C,D, E এই পাঁচ টি ক্যাটাগরিতে রেটিং করা হয় । স্কুলের এই রেটিং টা কে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

সারণি ৩০- শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন

মূল লক্ষ্য/উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	অর্জন
শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন	১.শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান । ২. খন্ড কালীন শিক্ষক নিয়োগ । ৩. বেসরকারি শিক্ষদের বেতন এর আওতায় আনা	বেতন পাচ্ছেন নিয়মিত তবে কিছু স্কুলে এখনো ১/২ শিক্ষক বেতন সুবিধা পাচ্ছেন না, প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কম, খন্ড কালীন শিক্ষকদের চাকরির সিকুরিটি না থাকায় পাঠদান মনোযোগ কম । মাঠকর্ম পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ।

৩.২.৩.৪ কার্যকরী পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়সাধন,

মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে সেসিপ প্রোগ্রামের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হল কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার সমন্বয় সাধন। সেসিপ প্রোগ্রামের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (MOE) এর সহায়তাকারী বাস্তবায়ন ইউনিট হিসাবে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (BISE), এনইউ (NU), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA), শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর (EED), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (BMEB), বেসরকারি শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল (NTEC), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM) প্রতিষ্ঠান সমূহ (সূত্র:

ডিপিপি)। সেসিপের বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সহযোগী প্রতিষ্ঠান গুলোর সহযোগীতায় মাঠ পর্যায়ে সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে কাজ সমন্বয় সাধন করেছেন সেসিপ প্রোগ্রাম পরিচালক।

মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শক্তিশালী করণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে আরো দক্ষ এবং কার্যক্ষম করতে সেসিপ প্রোগ্রামকে সরকার বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে আসেন। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রিয়, আঞ্চলিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিচালনা, পরিকল্পনা, পরীবিক্ষণ, বাজেট এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। (সুত্র: সেক্টর পারফরমেন্স রিপোর্ট)

শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, আর্থিক সংকট(ইন হাউস ফলোআপ)স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে অবহিত না করে বিদ্যালয় বা শিক্ষক নির্বাচন এই প্রোগ্রামের আরও কিছু দুর্বল দিক। শিক্ষক নির্বাচনের মানদন্ড সকলের জানার ব্যবস্থা না করা, অল্প সময়ের নোটিশে প্রশিক্ষণ শুরু এবং একই প্রশিক্ষণ পর পর না হওয়া, প্রতিবেদনের মন্তব্য গুলো বিবেচনায় না নেওয়া।

৩.২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মুল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন শক্তিশালীকরণ।

প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন পরিবীক্ষণ এবং কাজের যথাযথ মূল্যয়ন। সেসিপ প্রোগ্রাম গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী কার্যের সর্বক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যয়নের লক্ষ্যে, মাঠপর্যায়ে মনিটরিং এবং সুপারভিশন এর জন্য জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যারা সেসিপ কার্যক্রম সরজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন। সেসিপ প্রোগ্রামের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য পরিচালকের অধীনে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৮টি পদ বিশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন শাখা (MEW) স্থাপন করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, (ডিপিপি অনুসারে) ধাপ/ট্রাঞ্চ- ১২০১৩/১৪ অর্থবছর হতে ২০১৬/১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কার্যকর করা হবে এবং এটি জাতীয় পাঠ্যক্রম নীতি কাঠামো অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমানে বাস্তবায়নকৃত উপবৃত্তি-এর ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং এই ব্যবস্থাকে আরও বেশি কার্যকরী, ন্যায্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হবে। এছাড়াও নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলোকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দুইটি পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে; কার্যক্রম দুইটি হল- ক) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষাবৃদ্ধি এবং খ) তথ্য ভান্ডারের উন্নয়ন যাতে করে শিক্ষকগণ অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কে জ্ঞান প্রদান করতে পারে। ডিএসএইচই (DSHE) কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে যাতে করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করা যায়। অধিকসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে ডিএসএইচই (DSHE) কাঠামো কে সহায়তা প্রদান করা হবে। ডিএসএইচই (DSHE) তথ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করা হবে যাতে করে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। সরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করে কীভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা

ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা যায় তা পর্যালোচনা করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যসম্পাদনের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হবে ২০১৭ সালে ।

ধাপ/ট্রাঞ্চ ২ বাস্তবায়ন করা হবে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে যেখানে মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । বিদ্যালয়, জোন, উপজেলা, শহর এবং থানা পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কে আরও উন্নত করা হবে নানা রকম সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে। বিদ্যালয় গুলোর গ্রন্থাগারগুলোতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ এবং বই পুস্তক প্রদান করে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করতে হবে। বান্দরবান এ ডিইও এর অফিস, কিছু নির্বাচিত উপজেলাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডিএসএইচই এর জন্যে ড্রইং-ডিজাইন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিএসএইচই এর কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরীবিক্ষণ-এর জায়গা গুলো শক্তিশালী করা হবে।

৩.৩ মাঠ জরিপ, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত ছবিসমূহ

চিত্র ৩৮- হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের রাজারবাজার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা

চিত্র ৩৯- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্বপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান দালান

চিত্র ৪০- নন্দিগ্রাম সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের (নন্দিগ্রাম, বগুড়া) ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দলীয় আলোচনা

চিত্র ৪১- কামালপুর হাজী জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের (ভৈরব, কিশোরগঞ্জ) অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা

চিত্র ৪২- বরগুনা জেলার তালতলি উপজেলার কড়ই বড়িয়া কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রধান দালান

চিত্র ৪৩- চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পশ্চিমচাল ইসলামিয়া মাদ্রাসার শ্রেনীকক্ষের দৃশ্য

চিত্র ৪৪- বরগুনা জেলার আমতলি উপজেলার আমতলি এম ইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা

চিত্র ৪৫-গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অভিভাবক মিটিং কক্ষ

চিত্র ৪৬ -বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার স্বচ্ছিদ্দ চুনখোলা এম বি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ

চিত্র ৪৭- গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার আমলাগাছি বি এম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে দলীয় আলোচনা

চিত্র ৪৮-বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার আগর মালঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য নতুন ক্রয়কৃত আসবাবপত্র

চিত্র ৪৯- চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাঁশখালি বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের টয়লেটের চিত্র

চতুর্থ অধ্যায়: প্রোগ্রামের সবল ও দূর্বল দিক পর্যালোচনা

৪.১ প্রোগ্রামের সবল দিক

পরামর্শক দল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সেসিপ প্রোগ্রামের নানা সবল দিক পেয়েছেন। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. সেসিপ কর্মসূচী হলেও এটি সেক্টর ওয়াড এপ্রোচের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে।

২. প্রোগ্রামের বহুমাত্রিকতা এবং বাস্তবায়ন।

৩. কারিগরি শিক্ষাকে কর্মমুখি এবং বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে প্রি-ভোকেশনাল চালু করা।

৪. সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন হয়েছে যা কিনা শিক্ষার্থীদের কে শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত হতে সহায়তা করছে।

৫. এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নানা ধরণের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ গুলো শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রদান করা হচ্ছে যা কিনা আমাদের শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি উন্নত করতে সাহায্য করছে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন এই প্রোগ্রামের একটি অন্যতম সফল দিক। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুক্তির নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত হচ্ছে যা তাদের কে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করবে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ প্রদানও এই প্রোগ্রামের একটি সবল দিক।

৮. পিবিএম (পারফর্মেন্স বেজড ম্যানেজমেন্ট) বাস্তবায়ন করা আরেকটি সবল দিক এই প্রোগ্রামের।

৯. বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এই প্রোগ্রামের আওতায় যার ফলে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও গুরুত্ব পাচ্ছে শ্রমবাজারে।

১০. জীবন দক্ষতা বিষয়ক যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপকার বয়ে আনছে যার জন্য এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই প্রোগ্রামের।

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি প্রদান এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা এই প্রোগ্রামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১২. এই প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করার জন্য নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেমন কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এবং উপবৃত্তি প্রদান । এর ফলে ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে কমে এসেছে যা এই প্রোগ্রামের জন্য একটি সাফল্য নির্দেশ করে।

১৩. পরিশেষে, এই প্রোগ্রামের আওতায় বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন হয়েছে যা কিনা শিক্ষার পরিবেশকে আরো অনেক উন্নত করেছে।

৪.২ প্রোগ্রামের দুর্বল দিক

পরামর্শক দল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সেসিপ প্রোগ্রামের নানা দুর্বল দিক পেয়েছেন। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. সেসিপ প্রোগ্রাম থেকে প্রত্যেক উপজেলায় একজন করে একাডেমিক সুপারভাইজার থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় কম।

২. নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় যেমন পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না।

৩. শিক্ষকেরা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করতে পারেন কিনা এটি অনেক ক্ষেত্রেই যাচাই করা যায় না।

৪. প্রোগ্রামে কর্মরত সকল কর্মচকর্তা কর্মচারী অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। ফলে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী শতভাগ মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারে না। অনেকেই দেখা যায়, মাঝপথে চাকরী ছেড়ে চলে যায়।

৫. প্রোগ্রামে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার প্রতিফলিত হয় নি।

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তা শ্রেণিকক্ষে পুরোপরি বাস্তবায়ন ঘটে নি বেশ কিছু উপজেলাতেই। কারণ,একটি উপজেলায় একজন সুপারভাইজারের পক্ষে সব স্কুলে সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত মনিটরিংকরা সম্ভব নয়। মনিটরিং অস্থায়ী থাকায় তাদের অনেকেই প্রথমে গুরুত্ব দেয় নি।

৭. অনেক কর্মকর্তাই মনে করেন, তাদের চাকরি অস্থায়ী হওয়ার কারণে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

৮. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের উত্তর গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে স্কুলগুলো মনিটরিং করে পরামর্শ দেওয়া হয় সেই পরামর্শ বাস্তবায়ন না করলে জবাবদিহিতার কোন টুলস নেই।

৯. উপজেলা পর্যায়ে সবগুলো স্কুল একসাথে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না যার ফলে ট্রেনিং এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না অনেকক্ষেত্রেই।

১০. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের সরঞ্জামাদি দেওয়া হয়েছ কিন্তু সেগুলো রাখার মত অবকাঠামো বা বিজ্ঞানাগার নেই।

১১. তাছাড়া উপজেলা পর্যায়ে চেইন অব কমান্ড নেই এবং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন অনেকেই।

১২. প্রোগ্রামের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় সুবিধাভোগীরা তুলনামূলক কম গুরুত্ব অনুভব করেন। কারণ সুবিধাভোগীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা প্রোগ্রামের মেয়াদ শেষে এ সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে ফলে এর গুরুত্ব সমান ভাবে লক্ষণীয় নয়।

১৩. শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, আথিক সংকট(ইন হাউস ফলোআপ)স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে অবহিত না করে বিদ্যালয় বা শিক্ষক নির্বাচন এই প্রোগ্রামের আরও কিছু দুর্বল দিক। শিক্ষক

নির্বাচনের মানদন্ড সকলের জানার ব্যবস্থা না করা, অল্প সময়ের নোটিশে প্রশিক্ষণ শুরু এবং একই প্রশিক্ষণ পর পর না হওয়া, প্রতিবেদনের মন্তব্য গুলো বিবেচনায় না নেওয়া।

১৪. শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান যাচাই না করে সরবরাহ করা আরেকটি দুর্বল দিক এই প্রোগ্রামের।

১৫. প্রশাসনকে অবহিত না করে বিদ্যালয় বা শিক্ষক নির্বাচন।

১৬. শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান যাচাই না করে সরবরাহ করা।

১৭. সকল কর্মকর্তদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত না করা, শিক্ষক নির্বাচনের মানদন্ড সকলের জানার ব্যবস্থা না করা, অল্প সময়ের নোটিশে প্রশিক্ষণ শুরু এবং একই প্রশিক্ষণ পর পর না হওয়া, প্রতিবেদনের মন্তব্য গুলো বিবেচনায় না নেওয়া।

১৮. স্থানীয় পর্যায়ে লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় কম।

১৯. নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় যেমন পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না।

২০. শিক্ষকেরা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করতে পারেন কিনা এটি অনেক ক্ষেত্রেই যাচাই করা যায় না।

২১. পরিশেষে, অবকাঠামোগত কিছু সমস্যা যেমন- মান সম্মত কক্ষ,আইসিটি প্রজেক্টর এ সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা না থাকা এই প্রোগ্রামের আরেকটি দুর্বল দিক।

৪.৩ সুযোগ

১) কার্যকর শিক্ষার সম্ভাবনাকে জোরদার করছে

২) উচ্চতর Vocational education- এর সাথে যোগাযোগ

৩) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো জীবন ঘনিষ্ঠ করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪) মেয়েদেরকে কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি করার ব্যাপারে অভিভাবকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪ ঝুঁকি

১) গাইড বই এবং টিউশনের কারণে শিখা-শিখন সংক্রান্ত সেসিপের উদ্যোগ ব্যহত হতে পারে।

২) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সেসিপের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ব্যহত হতে পারে ।

৩) ইন্টারনেট সংযোগ সমস্যার কারণে ICT শিখা-শিখন প্রক্রিয়া ব্যহত হতে পারে

৪) পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে সমতাভিত্তিক মাধ্যমিক গুণগত শিক্ষাপ্রক্রিয়া ব্যহত হতে পারে

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১। নীতিগত দিক:

১.১) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ছাড়াও বিগত ইএফএ দশকে প্রাথমিক এবং মৌলিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ হয়েছিল। পিএফএ পরবর্তী সময়ে এসডিজি সময়কাল ২০১৫ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে । এসডিজি এর ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এসডিজি-৪ হচ্ছে গুণগত শিক্ষা সংক্রান্ত । এসডিজি-৪ এ ১২ বছর মেয়াদকালের মৌলিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ৯ বছরের শিক্ষা হচ্ছে বাধ্যতামূলক । এসডিজি এর স্বাক্ষরকারী হিসাবে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি-৪ অনুসৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংকল্পবদ্ধ । এর প্রতিফলন প্রকল্পে গ্রহণযোগ্যভাবে ঘটেছে। তবে ভবিষ্যতে এর ব্যাপ্তি ও পরিসর আরো বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.২) এসডিজি-৪ এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ সরকার নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সচেষ্ট আছেন । সুতরাং এসডিজি-৪ এর কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে ।

১.৩) মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধির আরেকটি সঙ্গত কারণ হচ্ছে বিগত ইএফএ দশকে প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত সৃষ্টির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী, কর্মমুখী এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সেসিপ কর্মসূচীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর বহুমাত্রিকতা। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন কর্মসূচীতে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে সেটা ইউনেস্কো অনুসৃত শিক্ষার আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১.৪) বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে সেটা ইউনেস্কো অনুসৃত শিক্ষার আন্তর্জাতিক শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে । এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশেষ করে সাধারণ শিক্ষাকে কর্মমুখী করার বিশেষ প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রি ভোকেশনাল শিক্ষা ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেহেতু উদ্যোগটি সাম্প্রতিককালের তার সঠিক কার্যকারিতা নির্ধারণের সময় এখনো আসেনি। বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের মতে, বর্তমান বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরো বাজারমুখী এবং চাকুরীতে নিয়োগ দানকারীদের উপযুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

২। কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন সমন্বিত বাস্তবায়ন কৌশল

২.১) মাধ্যমিক শিক্ষার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে গুণগতমান উন্নয়ন সংক্রান্ত। সরকারের শিক্ষানীতিতে গুণগত মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখার বিষয় হচ্ছে জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে সেসিপ কতটুকু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে সেটা নির্ধারণ করা। সচিব বাস্তবায়ন কৌশল তিনটি ধারাতে আবর্তিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রথমত কারিকুলাম উন্নয়ন দ্বিতীয়তঃ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তৃতীয়তঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পর্যালোচনা সূচিত হয়েছে।

২.২) জাতীয় শিক্ষানীতি এবং জাতীয় কারিকুলাম নীতির রূপরেখা অনুযায়ী সেসিপ কর্মসূচীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সামগ্রিক এবং যুগোপযোগী উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ যাতে টেকসই ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারে তার জন্য পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আরো যথেষ্ট উন্নয়নের সুযোগ আছে।

২.৩) কারিকুলামের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে পরামর্শক দলের কাছে মনে হয়েছে যে যদিও কোন একটি নতুন প্রশিক্ষণের উপযোগিতা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিকভাবে সীমিত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে বিশেষ কোন এক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ সমস্ত মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমানভাবে এবং প্রায় একই সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। এর মূল কারণ সীমিত সম্পদ। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে আরো সম্পদের সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

২.৪) মাধ্যমিকের গন্ডি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিখনফল যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধরে মুখস্থ বিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

২.৫) সম্ভবত সেসিপ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্লেষণধর্মী এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনার বিকাশ সাধন একটি অন্যতম দিক। এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টার প্রতিফলন কারিকুলাম এবং তার সাথে কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের উপর সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার বেশিরভাগ শিক্ষকই যেহেতু প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছেন সেহেতু বিশ্লেষণধর্মী এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে প্রাথমিকভাবে অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে জানা গেছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার উত্তরণ ঘটিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন এমনটি আশা করা যায়। কারিকুলাম এর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিশ্লেষণ এবং সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার কার্যকর প্রতিফলন ঘটাতে পারে তার জন্য শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়াকে সেই হিসেবে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য BEDU নামক একটি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে যাদের

মূল কাজ হচ্ছে পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। তথ্যভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা

অপরদিকে সেসিপ কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সার্বিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তথ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য EMIS কে আরো কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সেসিপ উল্লিখিত উদ্যোগের মত আরো বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আরো অনেক প্রয়াস নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বৃত্তিমূলক এবং কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ এখনো ৩০ শতাংশের নিচে আছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারী শিক্ষকের সংখ্যা ৩০ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে। তাছাড়া সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাজার চাহিদা অনুযায়ী আরো কর্মমুখী করে তোলার জন্য জন্য প্রি-ভোকেশনাল শিক্ষা চালু হয়েছে। যেহেতু উদ্যোগটি নতুন সেহেতু এই বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলা সময় এখনো আসেনি।

অপরদিকে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এসএসসি ভোকেশনালকে আরো কার্যকর করার জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বর্তমান যুগে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল দক্ষতার জন্য বাজার চাহিদা নিরূপণ করে না উপরন্তু তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরী নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ দানকারী প্রতিষ্ঠান সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে placement সুবিধা দিয়ে থাকে। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে।

৪। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ পর্যায়ক্রমে নেয়ার প্রয়োজন। প্রথমতঃ সঠিক তথ্য প্রমান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন কোন বিষয়গুলি বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ নির্ধারণ করতে হবে কোন বিষয় প্রশাসনিক কাঠামোর কোন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। অতপর বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্যে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ এবং যথাযথ অর্থায়নসহ তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে সেসিপ কর্মসূচীতে শিক্ষকসহ স্কুলপর্যায়ে মাধ্যমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, স্কুল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং এর উন্নয়ন সাধনসহ সেসিপ কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকার নিদর্শন বহন করছে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরভাবে সফল করার জন্য সমন্বিতভাবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহনের ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন আছে বলে পরামর্শকগণ মনে করে। তবে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক

প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রতীয়মান হচ্ছে।

তাছাড়া অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে ছাত্র-ছাত্রীদের অব্যহত ভাবে যাচাই করার মাধ্যমে তাদের সবল এবং দুর্বল দিক সমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের শিক্ষা কৌশল কে আরো কার্যকর করতে পারবেন। সেই কারণে পাবলিক পরীক্ষার বোর্ড নম্বরের কিয়দংশ যদি অব্যাহত পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব শিক্ষার্থীদের শিখনফল প্রতিফলিত হবে এমনটি আশা করা যায়।

৫। অবকাঠমোগত উন্নয়ন

আরো বলা যেতে পারে যে আইসিটি এবং সায়েন্স ল্যাব এর মাধ্যমে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। এর সঠিক ও কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কতটুক দক্ষতা এবং সংবেদনশীলতার সাথে এই উল্লিখিত সুযোগ ব্যবহার করবেন। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষকসহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা এবং তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাহিদা ভিত্তিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষত সাম্প্রতিক বেশকিছু প্রযুক্তিনির্ভর এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে যার সাথে শিক্ষক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উনিশশো পচানব্বই সাল থেকে সরকারের কারিকুলাম রূপরেখার সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৯৫ সালের পর ২০১২ এবং তারপরে ২০১৯ সালে কারিকুলাম সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কারিকুলাম সংস্কারের প্রক্রিয়া এখনও চলমান আছে। বিশেষ করে ২০১৫ তে SDG যুগের সূচনালগ্নে SDG এর স্বাক্ষরকারী হিসেবে সরকার SDG-৪ এর আলোকে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব সহ জীবনব্যাপী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেই কারণে উল্লেখিত বিষয় গুলি যাতে কারিকুলাম সংস্কারের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উল্লিখিত বহুমুখী প্রচেষ্টা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে সেটা নির্ধারণ করার জন্য impact study এর ব্যবস্থা করা। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের মাধ্যমিক শিক্ষার কি ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেটা নির্ধারণ করার জন্য এবং তাদেরকে জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় এনে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করার জন্য সেসিপ আরো কার্যকর ভূমিকা নেবে এমনটি আশা করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার ও সুপারিশ

সুপারিশ

১. ছাত্র ছাত্রীদের জন্য চলমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা করা যাতে অর্জিত কিছু অংশ জাতীয় পর্যায়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার সাথে যোগ করা হয়।

২. মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অগ্রগতি পরীক্ষণের জন্য জেলা পর্যায়ে যে প্রশিক্ষক নিযুক্ত আছেন যারা এনসিটিবি এর প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের কর্মকাণ্ড যাতে আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিচালকদের মাধ্যমে আরো কার্যকরভাবে তদারকি করা হয় তার ব্যবস্থা করা ।

৩. পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা, cluster center school, flexible learning pathways, national campaign for student counseling, community awareness for sexual harassment সহ কিছু বিষয়ের উল্লেখ ২০১৫ সালের থার্ড কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদনে থাকলেও এগুলো নিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় নি। পরামর্শক দলের মনে হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য এই সকল বিষয়সমূহের উপযোগিতা বা কার্যকারিতা থাকতে পারে। উল্লিখিত বিষয়ের উপযোগিতা নির্ধারণ করার জন্য DSHE এর নেতৃতে একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে বিষয়গুলোর উপযোগিতা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে পরিমার্জন অথবা পরিবর্তন করে নতুন কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা যেতে পারে যা পরবর্তীতে এসইডিপি এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪. সেসিপ এর বহুমাত্রিক প্রয়াস ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা তাদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে কি প্রভাব রাখতে সক্ষম হচ্ছে এই বিষয়ে ইম্প্যাক্ট স্টাডি হওয়া প্রয়োজন।

৫. পরীক্ষা মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কিছু দুর্বলতা দেখা গেছে। এই বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার এবং প্রয়োগমুখী করা যেতে পারে।

৬. সেসিপ এর সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৬৪০ টি বিদ্যালয়ে প্রি-ভোক চালু করার কথা উল্লেখ থাকলেও অনেক বিদ্যালয়েই অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয় নি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয় নি। যার ফলে সেসব বিদ্যালয়ে এই বাস্তবায়নের কাজ পিছিয়ে আছে। অতএব, প্রি-ভোক কর্মসূচী যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে এইসব বিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

৭. শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নসহ বিভিন ধরণের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকার কারণে উপজেলা ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংক NEAC এর তত্ত্বাবধানে তৈরি করা যেতে পারে।

৮. শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ সমূহ বিদ্যালয়গুলোর আরো কাছাকাছি আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর জন্য উপজেলা পর্যায়ে Teachers' Resource Center তৈরি করা যেতে পারে কারণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় URC (উপজেলা রির্সোস সেন্টার) স্থাপন করে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

৯. সেসিপ এর সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০ টি জেলায় জেলা শিক্ষা অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত করা উচিত।

১০. শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুযায়ী সরকারি বিদ্যালয়সমূহে কেবল ৩১% এবং বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে ২৫% নারী শিক্ষক আছে। অতএব নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১১. শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং যোগ্য শিক্ষকদের সংস্থান সংক্রান্ত বৈষম্যগুলো অবসানের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

১২. শিক্ষকদের নিয়মিত মূল্যায়ন বিশেষ করে তাদের শিখা-শিখন প্রক্রিয়া সঞ্চালনের ব্যাপারে মূল্যায়নের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নি। উল্লিখিত মূল্যায়ন প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সারা বৎসর ব্যাপি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

১৩. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পাদনের পর যারা উচ্চ শিক্ষা অব্যাহত রাখছে এবং যারা রাখতে পারছে না তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান কি থাকছে এবং তাদের আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা কতটুকু ভূমিকা রাখছে এই ব্যাপারে কোন দিকনির্দেশনা মূলক গবেষনা নেই। সুতরাং, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সবগুলো দিককে কীভাবে আরো কার্যকর করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনামূলক গবেষনা করা যেতে পারে।

১৪. প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, অতি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ের সুবিধা থাকলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার কারণে অথবা দুর্গম এলাকায় বসবাস করার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। সুতরাং তাদের জন্য চাহিদাভিত্তিক উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োগ করার কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু সেসিপ এর আওতায় এই ধরণের সহায়তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই ব্যাপারে সেসিপের আওতায় চাহিদা-ভিত্তিক গবেষণা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ।

সবশেষে পরামর্শক দল মনে করে যে সেসিপ কর্মসূচীর প্রারম্ভে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যা মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে যেমন মিডিয়া ক্যাম্পেইন ফর কাউন্সেলিং, ফ্লেক্সিবল লার্নিং, cluster স্কুল ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য। উল্লেখিত বিষয় কার্যকারিতা নির্ধারণ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়গুলি কিভাবে কাজে

লাগানো যেতে পারে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রেফারেন্স

1. ADB. (2015). *BAN SESIP:* INSTITUTIONAL *DEVELOPMENT PLAN (IDP) IN MONITORING AND EVALUATION FOR DSHE (DLI 5).*
2. Ali, M. E. (2016). *Third-party Verification of Introduction of Practical Science Teaching in Secondary Schools and Madrasas in Bangladesh.* Asian Development Bank.
3. BISE. (2014). *Status of Implementation of Continuous Assessment In the Secondary Schools of Bangladesh.*
4. DSHE. (2017). *Bangladesh Secondary Education Annual Sector Performance Report (SE-ASPR) : 2011-2015 DLI 5 ,SESIP.*
5. DSHE. (2020). *HARMONIZED STIPEND PROGRAM Background Information and Operational Manual Secondary Education Se.* SESIP.
6. DSHE, NCTB. (2017). *REVISED CURRICULUM IMPLEMENTATION PLAN (RCIP).*
7. DSSHE. (2015). *SECONDARY EDUCATION SECTOR PROGRAM FRAMEWORK.*
8. Haque, A. K. (2020). *Draft ILC Sustainability Plan.* SESIP.
9. Henly, J. W. (2017). *Overseas Training Program Implementation Plan.*
10. Holbrook, J. (2016). *Report of Post-Examination Analysis of the 2015 HSC Examinations under BISE for three Boards.*
11. Holbrook, J. (2016). *Report on the 2015 SSC Examinations under BISE by subject.*
12. Maxwell Stamp Ltd. (2017). *Comprehensive Comparative Review of the Bangladesh Secondary Education Stipend Projects/Program.* SESIP.
13. MoE. (2015). *JOINT SECTOR REVIEW REPORT.*
14. MoE. (2016). *JOINT SECTOR REVIEW REPORT.*
15. NCTB. (2014). *Curriculum Implementation Plan.*
16. NCTB. (2015). *THE PILOT PROGRAM TO TRAIN SCIENCE TEACHERS N THE TEACHING OF PRACTICAL SCIENCE.*
17. NCTB. (2019). *Review of Secondary Education Curriculum 2012 Bangladesh.*
18. Rahman, S. (2016). *Monitoring Report on Practical Science Teaching.*
19. SESIP. (2015). *ICT LEARNING CENTERS Program Implementation Plan.* DIRECTORATE OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION.
20. SESIP. (2016). *SSQS DATA CAPTURE TOOLS, DATA COLLECTION & VALIDATION PROCESS.*
21. SESIP. (2019). *Compendium of Overseas Training Reports implemented under SESIP.*

সংযুক্তি

জরিপের প্রশ্নসমূহঃ (শিক্ষার্থী)

উত্তরদাতার পরিচিতি মূলক তথ্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ সরকারি বিদ্যালয় -------- আলিয়া মাদ্রাসা ---------- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান---------- বেসরকারি বিদ্যালয়

বিভাগঃ _____ জেলাঃ_____উপজেলাঃ_____

শ্রেণিঃ

মোবাইল নং (যদি থাকে):----------

তারিখ: ----------

ক্রমিক নং	মূল বিষয়	প্রশ্ন সমূহ	উত্তর
১.	সৃজনশীল পদ্ধতি	সৃজনশীল পদ্ধতি কেমন মনে হয়?	• কঠিন • খুব কঠিন • মোটামুটি • সহজ • খুব সহজ
২.		কেন? ১নং প্রশ্নের স্বপক্ষে উত্তর (সর্বোচ্চ ৩ টি)	বিস্তারিত _____
৩.		ক্লাসে যেভাবে পড়ায়, সেটা বুঝতে পারো কি না?	হ্যাঁ ☐ না ☐
৪.	উপবৃত্তি	ক্লাসে মোট কতজন উপবৃত্তি পায়?	☐
৫.		কিসের ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হয়? (একের অধিক উত্তর হতে পারে)	• আর্থিক অবস্থা • মেধা তালিকা • শুধুমাত্র মেয়ে শিক্ষার্থীদের • অন্যান্য_____
৬.		তুমি কি এই উপবৃত্তি এর টাকার পরিমাণ তোমার পড়ার খরচ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে কর?	হ্যাঁ ☐ না ☐
৭.	কাউন্সিলিং	তোমাদের জন্য কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম বিদ্যালয়ে চালু আছে কি?	হ্যাঁ ☐ না ☐
৮.		কতদিন পর পর হয়?	☐
৯.		গত ছয় মাসে তোমাদের সাথে কতবার কাউন্সেলিং করা হয়েছে?	☐
১০.		বিদ্যালয়ে কম্পিউটার আছে কি?	হ্যাঁ ☐ না ☐

ক্রমিক নং	মূল বিষয়	প্রশ্ন সমূহ	উত্তর
১১.	ই-লার্নিং এবং আইসিটি	থাকলে, কতটি আছে?	☐ সংখ্যা
১২.		তোমাদের ক্লাসের ব্যবহারের জন্য কতটি আছে?	☐ সংখ্যা
১৩.		তুমি কি বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবহার করতে পার?	হ্যাঁ ☐ না ☐
১৪.		বিদ্যালয়ে আইসিটি লার্নিং সেন্টার আছে কি?	হ্যাঁ ☐ না ☐
১৫.		তোমরা কি বিদ্যালয়ের কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাও?	হ্যাঁ ☐ না ☐ ☐ শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে
১৬.		আইসিটি ক্লাস কীভাবে নেওয়া হয়?	• শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়ানো হয় • পাঠ্যবই ও ব্যবহারিক ক্লাস একসাথে হয় • পাঠ্যবই ও ব্যবহারিক ক্লাস আলাদা হয় • অন্যান্য_____
১৭.		কি শেখানো হয় ? (একের অধিক উত্তর হতে পারে)	• কম্পিউটার অপারেশনের কাজ • ইন্টারনেটের ব্যবহার • উভয়ই • অন্যান্য_____
১৮.		ক্লাসে যেভাবে পড়ায়, সেটা বুঝতে পারো কি ?	হ্যাঁ ☐ না ☐
১৯.		না হলে কী কারণে বুঝতে পারো না?	• ক্লাসের বাইরে অনুশীলনের সুযোগ কম • হাতে কলমে শিখানো হয় না • অন্যান্য _____
২০.	বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি	বিজ্ঞান ক্লাস করার জন্য সরঞ্জাম আছে কি?	হ্যাঁ ☐ না ☐
২১.		বিজ্ঞান সরঞ্জামগুলো কি তোমরা নিয়মিত ব্যবহার করতে পার?	হ্যাঁ ☐ না ☐
২২.	কারিগরি শিক্ষা	কারিগরি শিক্ষার জন্য সকল সরঞ্জাম কি পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে?	হ্যাঁ ☐ না ☐ জানি না ☐
২৩.		কারিগরি শিক্ষার সরঞ্জামগুলো কি তোমরা নিয়মিত ব্যবহার করতে পার?	হ্যাঁ ☐ না ☐

ক্রমিক নং	মূল বিষয়	প্রশ্ন সমূহ	উত্তর
২৪.		কর্মক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা কতখানি কার্যকরী হবে বলে মনে কর?	• অনেক • মোটামুটি • কম

দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

শিক্ষকদের সঙ্গে দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

১) আপনার বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের সংখ্যা? ছেলেদের সংখ্যা এবং মেয়েদের সংখ্যা?
- বিভাগ (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক) কয়টি? বিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা?
- বিজ্ঞান বিভাগ থাকলে শিক্ষার সব উপকরণ আছে কিনা?
- বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মানব সম্পদ (শিক্ষক, স্টাফ) পর্যাপ্ত কিনা? কতজন শিক্ষক এবং স্টাফ আছেন?
- এসএসসি পাশের হার? (বছরভিত্তিক)
- প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক আছে কিনা ?
- শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষের সকল উপকরণ (টেবিল, ফ্যান, বেঞ্চ) পর্যাপ্ত কিনা?
- ২০১৩ সালের পর থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে সকল আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি এসেছে কি? সেইসকল আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি গুলো কী কী এবং সেগুলো কি পর্যাপ্ত?
- পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার আছে কিনা (ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার)? মেয়েদের জন্য শৌচাগারে বিশেষ সুবিধা (মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) আছে কিনা?

২) এই প্রোগ্রামভুক্ত হবার আগের এবং বর্তমান অবস্থা (কাঠামোগত এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনুসারে)

৩) প্রোগ্রাম মেয়াদে আপনাদের বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে? প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কী কী উন্নতি হয়েছে?
- সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি
- আইসিটি
- বিষয়ভিত্তিক
- শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ

৪) সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি আপনাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে প্রয়োগ করছেন এবং এর ফলাফল কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

৫) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করছে কি? করলে সেটি কীভাবে (পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়া) মূল্যায়ন করছেন, বিস্তারিত বলুন।

৬) সেসিপ প্রোগ্রাম আওতায় (২০১৩ সালের পর থেকে) পাঠ্যক্রমের কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে এবং এই পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? আপনারা কি মনে করেন এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদেরকে শ্রমবাজারের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত?

৭) ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কি? হলে, বিস্তারিত।

৮) জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (কারিগরি শিক্ষা) প্রদানের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৯) আপনাদের এই প্রোগ্রাম ব্যাপারে সার্বিক পরামর্শগুলো কী কী?

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি) সঙ্গে দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

১. কমিটি এর দায়িত্বগুলো কী কী? কতদিন পর পর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়? সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়ন করা হয় কি না?

২. বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ড কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম আছে কিনা? থাকলে কী কী বিষয়ের উপর কাউন্সলিং করা হয়। গত ৬ মাসে কত গুলো কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম হয়েছে। একক না দলবদ্ধ ভাবে এটি করা হয়? কাউন্সিলিং করার জন্য নিয়োজিত শিক্ষক কি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত?
৩. এসিটি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
৪. শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার এবং ঝরে পড়ার কারণসমূহ (প্রধান তিনটি) ? ঝরে পড়া রোধে আপনারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন কিনা? থাকলে কি ধরনের? শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে কি না?
৫. উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনে মানদন্ড কী, তালিকা প্রনয়নে মানদন্ড অনুসরণ করা হয় কি না? কতজন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে, কিসের ভিত্তিতে আপনারা শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন? (প্রোগ্রাম শুরুর পূর্ববর্তী বছর ১ম বছর....জন, ২য় বছর...জন, ৩য় বছর...জন)
৬. সরকারি অনুদান (বাৎসরিক) সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
৭. কী কী কারণে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পায়? হ্যাঁ, হলে বিস্তারিত বলুন।
৮. আইসিটি লার্নিং সেন্টার আছে কিনা (কবে থেকে), থাকলে শিক্ষক আছে কিনা, আইসিটি শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?
৯. আইসিটি উপকরণ ব্যবহার করে ছাত্র ও শিক্ষক কীভাবে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাচ্ছে (পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠদান, যুগপোযোগী পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ-বহির্ভূত বিষয়ে শিক্ষাদান)
১০. বিদ্যালয়ে নিয়মিত অডিট/মনিটরিং হয় কি, কারা করে, কতদিন পরপর হয়?
১১. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কীভাবে তার সমাধান করেন ?
১২. প্রোগ্রাম সংক্রান্ত আপনাদের পরামর্শ ও মন্তব্যগুলো কী কী?

অভিভাবকদের সঙ্গে দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট

১. এই বিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান কেমন? বিস্তারিত বলুন।
২. বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষা বলতে আপনি কী বুঝেন? এই বিদ্যালয়ে কী মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়? না হলে, কীভাবে নিশ্চিত করতে পারে?
৩. বাচ্চারা কী বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী কিনা?
৪. আপনাদের সন্তানরা কি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার শিখছে? বাসায় অনুশীলন করার সুযোগ পায় কিনা?
৫. আপনি কী মনে করেন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে?
৬. বিদ্যালয়ে পড়াশুনার বাহিরে আর কী কী ধরণের কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে?
৭. বিদ্যালয়ে কী অভিভাবক-শিক্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়? হলে কতদিন পর পর? সভাগুলোর আলোচ্য বিষয় সাধারণত কী কী হয়ে থাকে? সভায় কী আপনাদের পরামর্শগুলো গ্রহণ করে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়?
৮. বাচ্চারা উপবৃত্তি পাচ্ছে কি? কিসের ভিত্তিতে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে? এই টাকা কোন কাজে ব্যবহার করা হয়? (যদি পড়াশুনার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা যথেষ্ট কি?)
৯. শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কি কোন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে? থাকলে, কী কী পদেক্ষেপ নিয়েছে এখন পর্যন্ত? (বিস্তারিত)
১০. শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কে পড়াশুনায় আগ্রহী করে তোলার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে? (বিস্তারিত)
১১. মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত মতামত গুলো বলুন।

গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের চেকলিস্ট

প্রোগ্রাম পরিচালক/উপ- প্রোগ্রাম পরিচালক/ জেলা এবং উপজেলা পর্যায় কর্মকর্তাবৃন্দ

১। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
২। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কী কী উদ্যোগ/ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কৌশল কি ?
৩। আপনি এই প্রোগ্রাম দায়িত্বে কতদিন আছেন? এ পর্যন্ত (২০১৪-২০১৯) পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে কি? হলে কতজন?
৪। আপনার বিবেচনায় এই প্রোগ্রাম সাফল্যসমূহ কী কী?

৫। আপনার বিবেচনায় এই প্রোগ্রাম প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ কী কী?
(প্রশাসন ও অর্থ ,ক্রয় এবং সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)
৬। বর্তমানে আপনি আর কতগুলো প্রোগ্রাম সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন?
৭। এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ সম্পর্কে বলুন।
৮। এই প্রোগ্রাম সাফল্যসমূহ কীভাবে পরিমাপ করছেন?
৯। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণগুলো কী।
১০। এই প্রোগ্রাম অর্জিত ফলাফল অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা (এক্সিট প্লান) কী ?
১১। এই প্রোগ্রাম সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলো কী কী?
১২। এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার সামগ্রিক মন্তব্য কী?

প্রোগ্রাম পরিচালক/উপ- প্রোগ্রাম পরিচালক/ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রোগ্রাম কর্মকর্তাবৃন্দ

১। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।
২। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কী কী উদ্যোগ/ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কৌশল কি ?
৩। আপনি এই প্রোগ্রাম দায়িত্বে কতদিন আছেন? এ পর্যন্ত (২০১৪-২০১৯) পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে কি? হলে কতজন?
৪। আপনার বিবেচনায় এই প্রোগ্রাম সাফল্যসমূহ কী কী?
৫। আপনার বিবেচনায় এই প্রোগ্রাম প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ কী কী?
(প্রশাসন ও অর্থ , ক্রয় এবং সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)
৬। বর্তমানে আপনি আর কতগুলো প্রোগ্রাম সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন?
৭। এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ সম্পর্কে বলুন।
৮। এই প্রোগ্রাম সাফল্যসমূহ কীভাবে পরিমাপ করছেন?
৯। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণগুলো কী।
১০। এই প্রোগ্রাম অর্জিত ফলাফল অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা (এক্সিট প্লান) কী ?
১১। এই প্রোগ্রাম সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলো কী কী?
১২। এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার সামগ্রিক মন্তব্য কী?

(অধিদপ্তরের জন্য)
বোর্ড পরীক্ষকের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেকলিষ্ট

১। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন সময়কালে পরীক্ষা উন্নয়ন বোর্ড কীভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন করেছে? (বিদ্যমান শিক্ষাক্রমে কোন সমীক্ষা হয়েছিল কিনা?)
২। প্রস্তাবিত উন্নয়নসমূহ বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ সম্পর্কে বলুন? (বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা)
৩। বাস্তবায়িত কৌশলসমূহ কতটা কার্যকরী ছিল?
৪। বাস্তবায়ন কৌশলের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
৫। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত উন্নয়নসমূহ বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মানের কি উন্নয়ন হয়েছে।
৬। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত উন্নয়নসমূহ বাস্তবায়ন এবং অর্জিত ফলাফল মূল্যায়ন করেছেন।
৭। সেসিপ প্রক্লপের আওতায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে?
৮। বাস্তবায়িত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করতে কি কোন বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? হলে, কি ধরণের?
৯। বাঁধা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে সেগুলো কিভাবে সমাধান করেছেন?
১০। আপনার এই প্রোগ্রাম এবং পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন সম্পর্কে সার্বিক কোন পরামর্শ বা সুপারিশ থাকলে তা বিস্তারিত বলুন।

কারিকুলাম উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তার সাথে **সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেকলিষ্ট**

১. শেষ কবে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রিভিউ করা হয়েছিল?
২. কি ধরণের রিভিশন করা হয়েছিল প্রি-সার্ভিস ট্রেনিং এর আগে?
৩. পাঠ্যবই গুলো কি পাঠ্যক্রমের রিভিশন অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছিল?
৪. মূল কী কী বিষয়কে মাথায় রেখে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন আনা হয়েছিল?
৫. কী কী সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন বা পরিমার্জন সাধন করা হয়েছিল? বিস্তারিত বলুন ।
৬. মাঠ পর্যায়ে কী ধরণের পরীক্ষামূলক কাজ করা হয়েছিল?
৭. কী কী ধরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল মাধ্যমিক শিক্ষার কারিকুলাম কে উন্নত করার জন্য?

৮. NCTB কি কোন ধরণের টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করেছিল TTCs এবং এ ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলো কে?
৯. NCTB কি কোন ধরণের ট্রেনিং প্রোগ্রাম তৈরি করেছিল এই মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমকে প্রচার করার জন্য?
১০. পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন করতে কি কোন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন? হলে, বিস্তারিত বলুন।
১১. বাঁধার সম্মুখীন হলে সেগুলো কিভাবে সমাধান করা হয়েছে এবং এর ফলে কি ধরণের ফলাফল পেয়েছেন?
১২. পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন ও পাঠদান এর ক্ষেত্রে সবল দিকগুলো কী কী?
১৩. এসডিজি-৪ কে বিবেচনা করে কি পাঠ্যক্রমে কোন পরিবর্তন এসেছে? এসে থাকলে, সেগুলো কী ধরণের?
১৪. আর কী কী ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে কারিকুলামের উন্নয়ন সাধন করার জন্য?
১৫. আপনার সার্বিক পরামর্শ/ সুপারিশ বা উপদেশ গুলো বলুন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার গ্রহণের চেকলিষ্ট

১. সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় পাঠ্যক্রমের কী ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?
২. বাস্তবায়নের জন্য কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে?
৩. শিক্ষাব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য কী কী পরিকল্পনা করা হয়েছিল?
৪. পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা?
৫. শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ কেন করা হয়েছে?
৬. বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রক্রিয়া কী ছিল?
৭. এই প্রোগ্রামের শক্তিশালী দিকগুলো কী কী?
৮. এই প্রোগ্রামের দুর্বলতাগুলো কী কী?
৯. প্রোগ্রাম টি সমাপ্ত হওয়ার পরে এর প্রভাবসমূহ কতখানি স্থায়ী হবে বলে মনে করেন?
১০. প্রোগ্রাম টির এক্সিট প্ল্যান কী?
১১. এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার পরামর্শ?

NAEM, DSHE, BISE, DIA কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতকারের চেকলিস্ট

১. এই প্রোগ্রামের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?
২. সেগুলো বাস্তবায়ন কীভাবে করা হয়েছে?
৩. কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করতে যেয়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? হলে, সেগুলো কী কী?
৪. সমস্যা গুলোর সমাধান কীভাবে করেছেন?
৫. এই প্রোগ্রামের শক্তিশালী দিকগুলো কী কী?
৬. এই প্রোগ্রামের দুর্বলতাগুলো কী কী?
৭. প্রোগ্রাম টি সমাপ্ত হওয়ার পরে এর প্রভাবসমূহ কতখানি স্থায়ী হবে বলে মনে করেন?
৮. এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার পরামর্শ?

গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত উত্তরদাতাদের তালিকাঃ

Name	*Office/School*	*Designation/Respondent Type*	*Phone number*
Shipon Kumar Das	SESIP	Deputy Director	01816611960
Md. Manjurul Islam	SESIP	Program Officer	01717111244

Name	*Office/School*	*Designation/Respondent Type*	*Phone number*
Ms. Nasrin Sultana	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1710358288
Sohel Rana	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1718761264
Swapna Begum	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1717780908
Rasel Ahmed	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1718441558
Md.Moniruzzaman	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1712387521
Md.Feroz Alam	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1716630880
AHM Humayun Kabir	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1717217500
MD. Moniruzzaman	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1712387521
Rasel Ahmed	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1718441558
Shopna Begum	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1717780908
Shohel Rana	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1718761264
Selim Mahmud	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	
MD. Ashraful Islam	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1711005878
Md. Shajahan	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1816696127
A. H.M Humayon Kabir	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	০১৭১৭-২১৭৫০০
Rifat Akter Khanom	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1818773584
Nasrin Sultana	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	১৭১০৩৫৮২৮৮
prodip kumar vhoimik	Upozala Secondary Education Office	Academic supervisor SESIP	1716304671
Md. Khairul Hasan Kawsar	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Principal	1722229960
Nazneen Akter	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1932106091
Rokeya Begum	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1718039549
Chandana Datta	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1716625115
MD. Shahjahan	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1797121983
Ruma Khanom	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1728306279
MD. Delwar Hossain	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1786358492

Name	*Office/School*	*Designation/Respondent Type*	*Phone number*
Salma Yesmin	Bajitpur Razzakunnesa Govt.Pilot Girls High School & College	Asst. Teacher	1824951943
MD. Azizul Haque	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1558416410
MD. Shahab Uddin Bhuiyan	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1921522255
MD. Lokman Hossain	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1718844833
MD. Enayet Hossain	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1718142174
Taslima Begum	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1712742233
Iqbal Ahmed	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1715754184
Ferdousi Jaman	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1685879775
Farzana Yesmin	Kamalpur Hazi Jahir Uddin High school	Teacher	1707720747
Tazul Islam	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Teacher	1718057124
MD. Siraj Uddin	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Asst. Moulavi	1727127207
MD.Abdul owazed	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Asst. Moulavi	1727158639
MD. Fazlul Haque	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Asst. Teacher	1718140095
MD. Sundar Ali	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Farmer	1744787643
MD. Atiqul Kabir	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Asst. Teacher	1732158188
MD. Yousuf Ali	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Asst. Principal	1782085742
Abu Abdullah Mohammad	Darul Islam Rahmania Kamil Madrasa	Teacher	1739324274
MD. Fazlul Kabir	Kalika Proshad High School (VOC)	Business	1718120838
Nazrul Ahmed Biplob	Kalika Proshad High School (VOC)	Teacher	1712752431
MD. Alkadu Miya	Kalika Proshad High School (VOC)	Business	1964388083
MD. Farhad Miya	Kalika Proshad High School (VOC)	Business	1727468758
Fazlul Haque	Kalika Proshad High School (VOC)	Teacher	1714621736
MD. Rokan Uddin	Kalika Proshad High School (VOC)	Teacher	1712330513
MD. Millat Miya	Kalika Proshad High School (VOC)	Business	1918893958
Farzana Akter	Kalika Proshad High School (VOC)	Teacher	1909377972
MD. Hariz Miya	Pirozpur Islamia Madrasa	Farmer	1926463784
MD. Lokman hosain	Pirozpur Islamia Madrasa	Imam	1735698978
Abu Yousuf	Pirozpur Islamia Madrasa	Farmer	1772199701
MD. Tariqul Islam	Pirozpur Islamia Madrasa	Farmer	1304542628
MD. Shah Alam	Pirozpur Islamia Madrasa	Teacher	1744209696
MD. Solayman	Pirozpur Islamia Madrasa	Teacher	1774439454
Most. Meena	Pirozpur Islamia Madrasa	Farmer	1730994820

Name	*Office/School*	*Designation/Respondent Type*	*Phone number*
Kanu Priyo Chakraborty	Vocational (Putijuri S.C High School)	Head Teacher	1309129326
Dulan Chandra Das	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Head Teacher	1725113267
Swapan Chandra Paul	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1719804210
Rupam Beharya	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1721395344
Monjur Ali	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1726145776
Abosaleh Md Jaber	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1737052958
Sheak Md. Fazlul Haque	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1715172912
Rabi Rani Das	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1703172604
Pangkaj Kanti Gope	Vocational (Putijuri S.C High School)	Asst. Teacher	1711910016
AB. Baten	Razar Bazar Govt. School	Teacher	1718790431
AB. Hai	Razar Bazar Govt. School	Farmer	1726448073
MD. Jalal Ahmed	Razar Bazar Govt. School	Farmer	1714867428
Kajal Das	Razar Bazar Govt. School	Farmer	7127751917
Ferdousi Ara	Razar Bazar Govt. School	House Wife	1741431744
Most. Lipa Akter	Razar Bazar Govt. School	House Wife	1775024384
Most. Hena Akter	Razar Bazar Govt. School	Pioen	1302769352
Rita Rani Shil	Razar Bazar Govt. School	House Wife	1723869515
A.S.M Numan	Sodrul Hossain girls High School	Head Teacher	1718866477
MD. Sorwadi	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Head Teacher	1711035168
Bakul	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1719348066
MD. Shofiqul Islam	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1719740003
Arun Kumar Das	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1717542227
Sujit Chandra Deb	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1715858120
MD. Ayub Ali	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1725800977
Amzad Hossain Chowdhury	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1725166020
MD. Rahel Miah	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1717917367
MST. Housne Ara	Sodrul Hossain girls High School	Asst. Teacher	1715015898
Most. Mithun Banu	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1715385820
Jinnat Yohal	Gobindoganj Govt. High School	Housewife	1724215135
Most. Shathi begum	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1717549140
Most. Yesmin Sultana	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1746720632
Most. Sultana Fardushe	Gobindoganj Govt. High School	Housewife	1787996768
Md. Zulfiker Kabir	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1710969801
Sree Biplob Kumar Mohonto	Gobindoganj Govt. High School	Business	1737336414
Md. Shahanur Islam	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1718543894
Md. Rabiul Islam	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1731982243
Md. Fazlur Rahman	Gobindoganj Govt. High School	Teacher	1726661928
Mos. Tahera Begum	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1733282899
Mos. Tanjila afrin	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1915509646
Md. Faridul Islam	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1745180617
Md. Mostafizur Rahman	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1727227328

Name	*Office/School*	*Designation/Respondent Type*	*Phone number*
Md. Jewel Miah	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1717291445
Md. ZulfikerAli	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1713734972
Mos. Rehena Khatun	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1716389443
Mos. Rubina Momtaj	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1721719455
Md. Abdul Aziz Sarkar	Golapbagh Alim Madrasha	Teacher	1731243166
Md. Ali Akbar	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Business	1783471581
Md. Amir Hossain	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Business	1824919124
Md. Selim Hossain	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Business	1778802830
Md. Nur Mohammod	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Business	1726838280
Md. Mosarof Hossain	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Teacher	1965866063
Md. Atatur Rahman	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Teacher	1717916439
Shokhina	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Teacher	1843469148
Md. Najrul Islam	Nogor Daukadi Ahmdia Dakhil Madrasha	Super	1728927316
Akhtari Khanom	Gonddhobopur High School	Job holder	1743793948
Md. Ajizul Haque	Gonddhobopur High School	Job holder	1710580437
Din Mohammd	Gonddhobopur High School	Farmer	1796585367
Md. Noiyon Miah	Gonddhobopur High School	Probashi	1830409647
Md. Shabur Rahman	Gonddhobopur High School	Job holder	1854213483
Md. Israth Mahmud	Gonddhobopur High School	Job holder	1788701253
Khadija	Gonddhobopur High School	Housewife	1921968020
Rojina Khatun	Gonddhobopur High School	Housewife	1986795734
MD. Ushuf	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	1818827416
Md. Selim shorif	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	1850944277
Md. Ajizul Haque	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	worker	1830440113
Parvin Akter	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	1969084728
Ummeh Salma	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	1839154044
Machuma Akter	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	171444540
Zobaida Akter	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Housewife	1811810476
Abdur Rahim	Pochimachal Islamia Fazil Madrasha	Farmer	1837245391
Monotosh Das	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1712320155
Rajib Kumar das	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1818466088
Mohammad Osman	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1843355578
Achinta Kumar	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1814331462
Md. Mahabul Alam	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1728701086
Sumita	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1812865514
Tahera Begum	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1814388824
Anjan Chakraborty	Bashkhali Govt, High School	Teacher	1815355541

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান অবস্থার তালিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ১

বিভাগ	খুলনা
জেলা	বাগেরহাট
উপজেলা	মোল্লাহাট
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	স্বচ্ছিদ্দ চুনখোলা এম বি সেকেন্ডারি হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৪৯৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য -	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ -	৪.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য-	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই	হ্যাঁ

আছে কি?	
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৮ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৯ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ২

বিভাগ	রাজশাহী
জেলা	বগুড়া
উপজেলা	নন্দিগ্রাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	নন্দিগ্রাম গভঃ মডেল পাইলট হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৯৬১৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য -	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ-	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ

১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৩ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২৭ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ৩

বিভাগ	ময়মনসিংহ
জেলা	কিশোরগঞ্জ
উপজেলা	বাজিতপুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	বাজিতপুর রাজ্জাকুন্নেসা গভঃ পাইলট গার্লস হাই স্কুল ও কলেজ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১০২৪৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৮ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য -	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৬ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৪ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ

৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৯ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৮০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ৪

বিভাগ	ঢাকা
জেলা	নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা	রূপগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	গন্ধর্বপূর উচ্চ বিদ্যালয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১২৪৯৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	২ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না

২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	না
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৪ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ৫

বিভাগ	ঢাকা
জেলা	নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা	রূপগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	মুড়াপাড়া সরকারি পাইলট মডেল হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১২৪৮৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট

৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ -	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ৬

বিভাগ	ময়মনসিংহ
জেলা	কিশোরগঞ্জ
উপজেলা	বাজিতপুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	পিরিজপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১০২৫৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭.৬৬ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.২৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৮৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না

৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১১ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নং- ৭

বিভাগ	রাজশাহী
জেলা	বগুড়া
উপজেলা	নন্দিগ্রাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	শিনজানি ডি এস এস সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৯৬৫৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৩ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না

১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৬ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ৮

বিভাগ	রাজশাহী
জেলা	বগুড়া
উপজেলা	কাহালু
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	আগর মালঞ্চ হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৯৫৫৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ

৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১০ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ৯

বিভাগ	খুলনা
জেলা	বাগেরহাট
উপজেলা	মোল্লাহাট
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	কামারগ্রাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৪৯৮০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	না
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	না
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ

৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	না
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	না
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১৫ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১০

বিভাগ	রাজশাহী
জেলা	বগুড়া
উপজেলা	কাহালু
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	কাহালু থিরুন্নেসা পাইলট গার্লস হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৯৫৫৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না

১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৮ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১৮ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১১

বিভাগ	ময়মনসিংহ
জেলা	কিশোরগঞ্জ
উপজেলা	ভৈরব
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	কামালপুর হাজী জহির উদ্দিন হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১০২৬৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬.২৫ ফিট

৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২০ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪০ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ১২

বিভাগ	ঢাকা
জেলা	নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা	আড়াইহাজার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	নগর দৌকোদী আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১২৩২৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	না
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ

৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৩ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ ১৩

বিভাগ	ঢাকা
জেলা	নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা	আড়াইহাজার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	নগর দাওকান্দি আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা (ভোকেশনাল)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১২৩২৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ

২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৪ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৪

বিভাগ	খুলনা
জেলা	বাগেরহাট
উপজেলা	চিতলমারি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	চিতলমারি দাখিল মাদ্রাসা (ভোকেশনাল)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	৩৬০৫৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	০ (নির্মাণাধীন)
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	না
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না

৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	না
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৫ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৫

বিভাগ	ময়মনসিংহ
জেলা	কিশোরগঞ্জ
উপজেলা	ভৈরব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	কলিকা প্রসাদ হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১০২৬৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭.৭৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ

৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৬টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৬

বিভাগ	চট্টগ্রাম
জেলা	চট্টগ্রাম
উপজেলা	আনোয়ারা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	পশ্চিমচাল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০৪০২৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬.৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ

২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	না
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২০টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	না
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪৫টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৭

বিভাগ	খুলনা
জেলা	বাগেরহাট
উপজেলা	চিতলমারি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	চিতলমারি গভঃ এস এম মডেল হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১১৪৮৪২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ

১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৯টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৮

বিভাগ	চট্টগ্রাম
জেলা	চট্টগ্রাম
উপজেলা	আনোয়ারা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	বখ্তিয়ার পাড়া চারপীর আউলিয়া (রা:) উচ্চ বিদ্যালয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০৪০২০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭.৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৪ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৫০টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ

৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৬০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৯

বিভাগ	রংপুর
জেলা	গাইবান্ধা
উপজেলা	গোবিন্দগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	গোবিন্দগঞ্জ গভঃ হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২১১৯৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না

২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১০টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩৫টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২০

বিভাগ	সিলেট
জেলা	হবিগঞ্জ
উপজেলা	চুনারুঘাট
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	রাজারবাজার গভঃ হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২৯৩৭৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭.৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	না
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ

১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৬টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২১

বিভাগ	সিলেট
জেলা	হবিগঞ্জ
উপজেলা	চুনারুঘাট
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	দারুল ইসলাম রহমানিয়া কামিল মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২৯৪১১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ

৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৩.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৫টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১৫টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না

৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২২

বিভাগ	চট্টগ্রাম
জেলা	চট্টগ্রাম
উপজেলা	বাঁশখালি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	বাঁশখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০৪০৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭.৩ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৩.৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না

২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২২টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩২টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৩

বিভাগ	চট্টগ্রাম
জেলা	চট্টগ্রাম
উপজেলা	বাঁশখালি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	বাঁশখালি বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০৪০৭২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না

১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	না
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	না
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	না
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৫ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১৫ টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৪

বিভাগ	রংপুর
জেলা	গাইবান্ধা
উপজেলা	পলাশবাড়ি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	পলাশবাড়ী পিয়ারি পাইলট গার্লস হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২১৩৬১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট

৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২২টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৫

বিভাগ	রংপুর

জেলা	গাইবান্ধা
উপজেলা	পলাশবাড়ি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	আমলাগাছি বিএম হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২১৩৬২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ

৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৩৫টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৪০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৬

বিভাগ	সিলেট
জেলা	হবিগঞ্জ
উপজেলা	বাহুবল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	সদরুল হোসাইন গার্লস হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২৯৩৩০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৬.২৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ

২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	২৪টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৩৭টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৭

বিভাগ	রংপুর
জেলা	গাইবান্ধা
উপজেলা	গোবিন্দগঞ্জ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	গোলাপবাগ সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২১৩০৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৩.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট

১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	না
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৪ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২০টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৮

বিভাগ	বরিশাল
জেলা	বরগুনা
উপজেলা	আমতলি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	আমতলি এম ইউ হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১৩১১৫১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	না
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ

৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৫ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪.৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	না
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	না
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	না
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৬টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২২টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-২৯

বিভাগ	সিলেট
জেলা	হবিগঞ্জ
উপজেলা	বাহুবল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	পুটিজুরি এস সি হাই স্কুল
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১২৯৩২৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪.৫ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৫ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৩৩ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না

৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	১৭ টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	৫৯টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪২। প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা আছে কি? (শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার জন্যে প্রযোজ্য)	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-৩০

বিভাগ	বরিশাল
জেলা	বরগুনা
উপজেলা	তালতলি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	তালতলি সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০০০২৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	হ্যাঁ
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	না
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	না
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	না
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	না
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	৪ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট
১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	না
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৭ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	না
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	না
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	না
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	না
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ

২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	না
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	না
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	না
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	হ্যাঁ
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	হ্যাঁ
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	না
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	না
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	না
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৪টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	১২টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-৩১

বিভাগ	বরিশাল
জেলা	বরগুনা
উপজেলা	আমতলি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-	আমতলি বন্দর হোসাইনা ফাযিল মাদ্রাসা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোড (EIIN)	১০০০৬৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	আলিয়া মাদ্রাসা
১। বিদ্যালয়ের নীচ তলার মেঝের কাজ সঠিক ভাবে শেষ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২। বিদ্যালয়ের মূল দরজা কার্যকারী/সচল কি?	না
৩। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দেয়ালের রং ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৪। বিদ্যালয়ের বাইরের কলামের/ পিলারের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৫। বিদ্যালয়ের মোজাইক এর কাজ হয়েছে কি?	হ্যাঁ
৬। বিদ্যালয়ের প্রধান দালানের বারান্দার মেঝের প্রস্থ-	৭ ফিট
৭। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষের আকার আয়তন ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৮। বিদ্যালয়ের বাইরের রঙ ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
৯। বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১০। বিদ্যালয়ের জানালা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১১। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার দৈর্ঘ্য-	১০ ফিট
১২। বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের জানালার প্রস্থ	৪ ফিট

১৩। বিদ্যালয়ের দরজা গুলো ঠিক আছে কি?	হ্যাঁ
১৪. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার দৈর্ঘ্য	৬.৫ ফিট
১৫. বিদ্যালয়ের যেকোন একটি কক্ষের দরজার প্রস্থ-	৩.৫ ফিট
১৬। বিদ্যালয়ের সকল তলায় সানশেড আছে কি?	হ্যাঁ
১৭। বিদ্যালয়ের বাথরুমে দেয়ালে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৮। বিদ্যালয়ের বাথরুমের মেঝেতে টাইলস আছে কি?	হ্যাঁ
১৯। বাথরুমের সেপটিক ট্যাঙ্ক বা সোক ওয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
২০। বিদ্যালয়ের বাথরুমের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	না
২১।বিদ্যালয়ের ছাদের দরজা স্টিলের/লোহার কি?	হ্যাঁ
২২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের রং করা হয়েছে কি?	হ্যাঁ
২৩। বিদ্যালয়ের সিড়িঁতে কাঠের/সিমেন্টের রেলিং আছে কি?	হ্যাঁ
২৪। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৫। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কক্ষে ব্লাকবোর্ড আছে কি?	হ্যাঁ
২৬। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি?	না
২৭। বিদ্যালয়ে খাবার পানির জন্য ফিল্টার আছে কি?	হ্যাঁ
২৮। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংকি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টিলের মই আছে কি?	হ্যাঁ
২৯। বিদ্যালয়ের মাঠ আছে কি?	না
৩০। বিদ্যালয়ের বিবরণ দেওয়া আছে কি?	না
৩১। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন রাস্তা আছে কি?	হ্যাঁ
৩২। বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৩। বিদ্যালয়ে এক্সজোস্ট ফ্যান আছে কি?	হ্যাঁ
৩৪। বিদ্যালয়ে এনার্জি লাইট আছে কি?	হ্যাঁ
৩৫। বিদ্যালয়ে টিউবয়েল আছে কি?	হ্যাঁ
৩৬। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি টেবিল আছে?	৩টি
৩৭। বিদ্যালয়ে কাঠের চেয়ার আছে কি?	হ্যাঁ
৩৮। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য কতটি চেয়ার আছে?	২২টি
৩৯। বিদ্যালয়ে স্টিলের আলমিরা আছে কি?	হ্যাঁ
৪০। বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাব আছে কি?	না
৪১। আইসিটি ল্যাব আছে কি?	হ্যাঁ

BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
PARTICLE SIZE ANALYSIS

Name of Sample : Course Sand (As Supplied).
Sent by : Assistint Engineer, Education Engineering department, Bogura.
Project : Secondary Education Sector Investment Program(SESIF,TRENCE-2).
Location : Aghor Malancha High School,Kahaloo,Bogura.
Ref. : 775/ A,E/ EED / BOG/2018, Date: 03/ 12 / 2018
Name of contractor: M/S.Basundhara House Builders,Naogaon. Date of test :11 / 12/ 2018

BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
PARTICLE SIZE ANALYSIS

Name of Sample : Fine Sand (As Supplied).
Sent by : Assistint Engineer, Education Engineering department, Bogura.
Project : Secondary Education Sector Investment Program(SESIF,TRENCE-2).
Location : Aghor Malancha High School,Kahaloo,Bogura.
Ref. : 775/ A,E/ EED / BOG/2018, Date: 03/ 12 / 2018
Name of contractor: M/S.Basundhara House Builders,Naogaon. Date of test :11 / 12/ 2018

Weight of Sample, 200g
Date of test : 26/ 04 / 2018

SIEVE ANALYSIS

Sieve No.	Sieve opening mm	Sieve opening inch	Materials retained in gms	Percent materials retained	Cumelative % retained	Percent Finer
4	4.75	0.169	0	0.00	0.00	100.00
8	2.36	0.0928	0	0.00	0.00	100.00
16	1.19	0.068	0	0.00	0.00	100.00
30	0.59	0.0232	8.35	4.18	4.18	95.83
50	0.3	0.0118	96.38	48.19	52.37	47.64
100	0.15	0.0059	84.24	42.12	94.49	5.52
200	0.075	0.003	10.11	5.06	99.54	0.46
PAN.			0.9	0.45	99.99	

F.M '= 1.51 Clay, silt and other organic matter '= 0.46

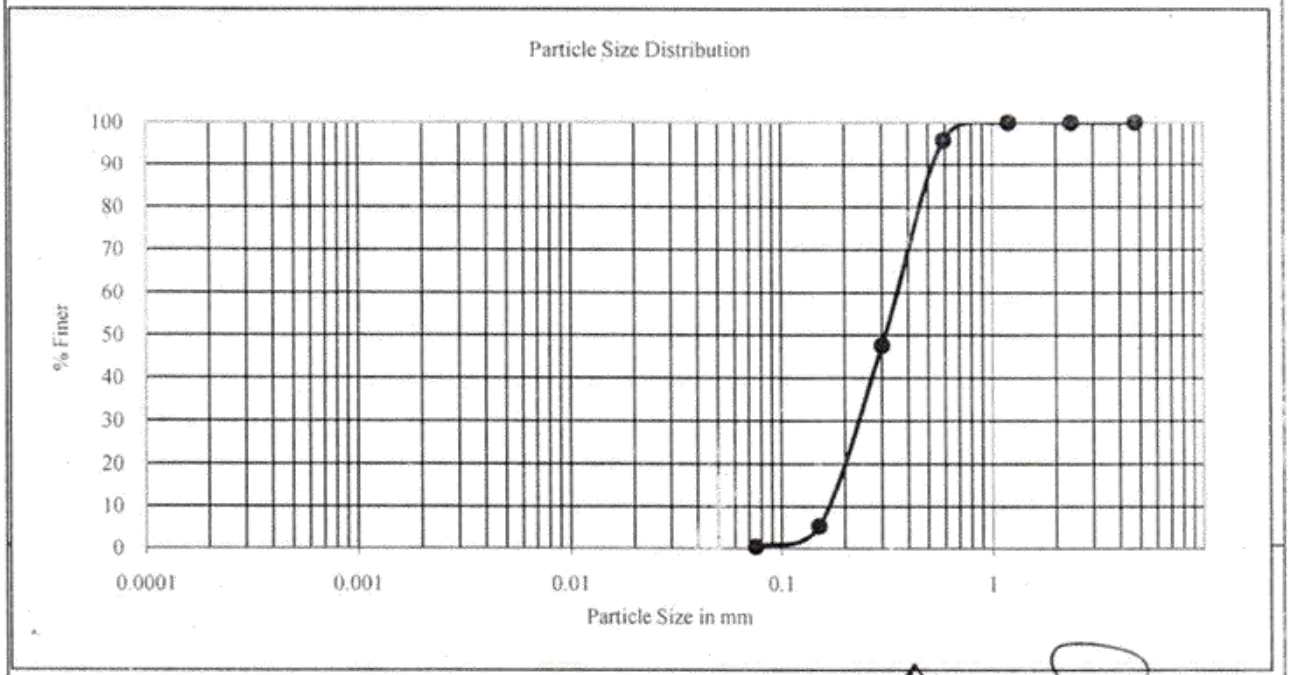

11.12.18
MD. HARUN AR RASHID
Instructor (Civil)
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.

Craft Instructor.

Testing Officer
Bogra Polytechnic Institute.
Bogra.

BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
REPORT ON CEMENT TEST IN ACCORDANCE WITH A S T M

Name of Brand : Premier OPC (As Supplied)
Sent by : Assistint Engineer, Education Engineering department, Bogura.
Project : Secondary Education Sector Investment Program(SESIF,TRENCE-2).
Location : Aghor Malancha High School,Kahaloo,Bogura.
Ref. : 775/ A,E/ EED / BOG/2018, Date: 03/ 12 / 2018
Name of contractor: M/S.Basundhara House Builders,Naogaon.

AGE OF DAYS :07

DATE OF CASTING : 04 /12 /2018 DATE OF TEST: 11 / 12/ 2018

MINIMUM/STADARD	UNIT	3 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
COMPRESSIVE STRENGTH	IN PSI	1800	2800	4000
MINIMUM/STADARD	IN Mpa	12.4	19.4	27.6
TENSILE STRENGTH	IN PSI	150	275	350.00
	IN Mpa	1.03	1.89	2.41

S.L. NO.	TEST ITEM	RESULT			
1	WATER FOR NORMAL COSISTENCY(%)	30.6 %			
2	INITIAL SETTING TIME(NOT LESS THAN 45 MINUTE)	2 hrs 30 minute			
3	FINAL SETTING TIME(NOT MORE THAN 375 MINUTE)	4 hrs 40 minute			
4	COMPRESSIVE STRENGTH	Area in sq-mm	Maximum Load(KN)	Strenght(N/sq-mm)	Average(N/sq-mm)
		2500	58	23.2	22.97
		2500	57.25	22.9	
		2500	57	22.8	
5	TENSILE STRENGTH	625		0	0.00
		625		0	
		625		0	

Compressive Strength =	22.97	N/sq-mm	Tensile Strength =	0.00	N/sq-mm
	234.35	Kg/sq-cm)		0.00	Kg/sq-cm)
	3333.88	P S I		0.00	P S I

11.12.18
MD. HARUN AR RASHID
Instructor (Civil)
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.

Craft Instructor.

Testing Officer
Bogra Polytechnic Institute.
Bogra.

17.12.18
Head of The Department (Civil)
Bogra Polytechnic Institute.
Bogra.

11.12.18
Principal
Bogra Polytechnic Institute.
Bogra.

BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE, BOGURA
CIVIL DEPARTMENT
COMPRESSIVE STRENGHT OF BRICKS

Sent by : Assistint Engineer, Education Engineering department, Bogura.
Project : Secondary Education Sector Investment Program(SESIF,TRENCE-2).
Location : Aghor Malancha High School,Kahaloo,Bogura.
Ref. : 775/ A,E/ EED / BOG/2018, Date: 03/ 12 / 2018
Name of contractor: M/S.Basundhara House Builders,Naogaon. Date of test :11 / 12/ 2018

Frog Marks : STAR Picket (As Supplied)

Weight of Bricks in Kg :
Representative :

No	Dry weight of bricks in gm	Wt. after soaking 24 hrs. in gm	Wt. of water in gm	% of water	
1	0	0	0	#DIV/0!	
2	0	0	0	#DIV/0!	
3	0	0	0	#DIV/0!	

No.	Specimen Designation	Area in Squ. mm	% of water Absorption	Max. Load in KN	Strength in N/mm2	Average	Strength PSI	Strength In Kg/cm2
1	A	13572		475	35.00	34.82	5048.80	354.90
	B	13570		470	34.64			
2	A	13452		485	36.05	36.08	5232.19	367.80
	B	13570		490	36.11			
3	A	13338		460	34.49	34.53	5006.85	351.96
	B	13452		465	34.57			

11.12.18
MD. HARUN AR RASHID
Instructor (Civil)
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.

Craft Instructor

Testing Officer
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.
Bogra.

Head of The Department (Civil)
Bogra Polytechnic Institute.
Bogra.

11.12.18
Principal
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.
Bogra.

BOGRA POLYTECHNIC INSTITUTE
Department of Civil Engineering
Phone: 051-66152, email: bogra_poly@yahoo.com

Testing lab (UTM)

B.P.I
BOGRA POLYTECHNIC INSTITUTE

TENSION TEST OF DEFORMED M.S BARS [ASTM 615]

CLIENT NAME : Assistant Engineer FED Bogra.

Location - Test of the materials at Aghor Malancha HighSchool, Kahaloo , Bogra.

B.P.I No -
Ref. no-776/AE/EED/BOG/2018 Date:03-12-2018
Date of Test: 18/12/2018
Contractor -M/S. Basundhara House Builders, Muktir More, Naogaon.

Sl No	Frog Mark	Nominal Dia	Actual Dia	Actual Unit Weight	Average Actual Unit Weight	Yield or Proof Load	Yield or Proof Strength*	Average Yield or Proof Strength (YS)	Ultimate Load	Ultimate Strength*	Average Ultimate Strength (TS)	TS/YS	Elongation (%) (Gauge Lenth = 203.2mm)	Average Elongation (%) (G.Lenth = 203.2mm)	Average Yield Strength (YS)Psi	Remarks
		mm	mm	kg/m	kg/m	KN	Mpa	Mpa	KN	Mpa	Mpa					
1	BSI-60G	10	10.04	0.623		36.12	456.24	457.33	43.53	549.83	550.46		16.46			
2		10	10.04	0.623	0.623	36.16	456.74		43.49	549.33		1.20	16.43	16.407	66312.93	Satisfied
3		10	10.04	0.623		36.34	459.01		43.72	552.23			16.33			
1	BSI-60G	12	12.04	0.888		52.19	458.40	458.20	62.28	547.02	551.96		16.29			
2		12	12.05	0.889	0.888	52.13	457.11		62.74	550.15		1.20	16.23	16.277	66439.59	Satisfied
3		12	12.04	0.888		52.27	459.10		63.61	558.70			16.31			
1	BSI-60G	16	16.04	1.579		92.21	456.33	457.00	110.68	547.73	547.25		16.37			
2		16	16.04	1.579	1.579	92.38	457.17		110.57	547.19		1.20	16.38	16.363	66264.68	Satisfied
3		16	16.03	1.578		92.13	457.49		110.36	546.83			16.34			
1	BSI-60G	20	20.04	2.474		144.13	456.95	456.35	172.06	545.50	545.93		16.35			
2		20	20.04	2.474	2.474	143.64	455.40		171.89	544.96		1.20	16.29	16.340	66170.88	Satisfied
3		20	20.03	2.473		143.91	456.71		172.47	547.34			16.38			

Conversion factor:1.0 kg/cm² =14.219 psi(ib/in²)=0.09807MPa(N/mm²)

*Strength are based on nominal area

Bar Sizes, mm	32	28	25	22	20	16	12	10	8
Nom* Area, sq.mm	804	616	[illegible]	380	314	201	113	79	50

Minimum Standard Requirements (BDS ISO 6935-2:1991(E))

Grade	Yield Strength	Ultimate Strength	Elongation
	N/mm² or Mpa	N/mm² or Mpa	%
300	300	330	16
400-400W	400	440	14
500-500W	500	550	14

Minimum Standard Requirments (ASTM A615/A 615 M - 96a)

ASTM 615			ASTM 615M			ASTM A 615/ A 615M			
Grade	Yield Strength	Ultimate Strength	Grade	Yield Strength	Ultimate Strength	Minimum Elongation in 8"(203.2 mm)GL (%)			
	psi (kg/cm²)	psi (kg/cm²)		Mpa (kg/cm²)	Mpa (kg/cm²)	10mm	13,16,19mm	22,25 mm	29,32,36 mm
40	40000(2810)	70000 (4910)	300	300 (3050)	500 (5090)	11	12	-	-
60	60000 (4210)	90000 (6310)	420	420 (4275)	620 (6295)	9	9	8	7
75	75000 (5255)	100000 (7015)	520	520 (5275)	690 (7010)	-	7*	7	6

* For 19 mm bar only

Craft Instructor.

MD. HARUN AR RASHID
Instructor (Civil)
Bogra Polytechnic Institute, Bogra.
Testing officer

Head of the dept (Civil)

Principal
Bogra Polytechnic Ins.

Important Notes: Samples as supplied to us have been tested in our laboratory. BPI does not have any responsibility as to respective character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/packet/ container under signature of the competent authority. In order to avoid fabrication of test results, it is recommended that all test reports be collected by duly authorized person , and not by the contractor/ supplier.

প্রোগ্রাম কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় (ডিপিপি/আরডিপিপি অনুসারে)

সারণি ৩১- কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয়

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
জিডি-১	ট্রাঞ্চ-১										
	লটঃ১-যানবাহন	নং	২	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৩৮.৫২	প্রযোজ্য নয়	১৪/১১/২০১৪	১২/০১/২০১৫	
	লটঃ১-মাইক্রোবাস	নং	৫	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৯৩.০৫	প্রযোজ্য নয়	১৪/১১/২০১৫	১২/০২/২০১৫	
জিডি-২	মটরসাইকেল	নং	৩১৩	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৪৬৯.৫৬	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৫/২০১৫	২৭/০৪/২০১৫	
জিডি-৩(জিডি ৩,৯ এবং ১০)	লটঃ১-কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস ইত্যাদি	নং/সেট	৫	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮১৩.২৯	প্রযোজ্য নয়	০১/০১/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬	
	লটঃ২- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	নং/সেট	১	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৬৬.১৭	প্রযোজ্য নয়	০১/০২/২০১৫	২৭/০৪/২০১৭	
	লটঃ৩- ফটোকপি মেশিন, ফ্যাক্স মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন	নং/সেট	৪	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮৮৩	প্রযোজ্য নয়	০১/০৩/২০১৫	২৭/০৪/২০১৮	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
	লটঃ৪-আইপিএস	নং/সেট	১	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৭৮০.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৫	০১/১২/২০১৫	
	লটঃ৫-এয়ারকুলার	নং	১	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৬.৯৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৫/২০১৫	২৭/০৪/১৫	
জিডি-৪	কম্পিউটার , আইসিটি লার্নিং সেন্টার, আইপিএস, ইউপিএস, প্রিন্টার, মডেম, এলসিডি টিভি, রাউটার, ইন্টারনেট সংযোগ	নং/সেট	২৭০	অটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	৬৯৪৪	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	০১/১০/২০১৫	
জিডি-৫	বিজ্ঞান সরঞ্জামাদি	নং/সেট	১০০০০	অটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	১৭,৮৭৮	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/১০/২০১৫	
জিডি-৬	ইএমআইএস এর জন্য দরকারি সরঞ্জাম	নং/সেট	৮	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৯.৯৮	প্রযোজ্য নয়	২৮/০৫/২০১৫	৩০/০৬/১৫	
জিডি-৭	ইএমআইএস সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন	নং/সেট	সেবা ক্রয় পরিকল্পনাতে স্থানান্তর								
জিডি-৮	টিভি এবং ক্যামেরা	নং/সেট	১০	শপিং/আরেফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৫.৬	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৮/২০১৫	
জিডি-৯ এবং ১০	যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটার		জিডি-৩ এর সাথে মারজ করা হয়েছিল কিন্ত পরে আবার ৫ টা লটে ভাগ করা হয়								
জিডি-১১	ইন্টারনেট মডেম		ড্রপ করা হয়েছে								
জিডি-১২	আসবাবপত্র ক্রয় (এস্পিএসিউ, এফপিডাব্লিউ, পিডিডাব্লিউ,	নং/সেট	২৪	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৫৪৩.৭৯	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৩/২০১৫	০৯/০৬/২০১৫	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
	পিপিপি সেল, সিএডাব্লিউ,জেডইও,সিডিডাব্লিউ, নায়েম, ইএমআইএস										
জিডি-১৩-২১	আইসিটি লার্নিং সেন্টার এর জন্য আসবাবপত্র		স্কুল ও মাদ্রাসার আইসিটি লার্নিং সেন্টার এর সংস্কার এর জন্য কর্ম পরিকল্পনার সাথে মিলিত করা হয়েছে								
জিডি-২২	আসবাবপত্র ক্রয় (এস্পিএসিউ, এফপিডাব্লিউ, পিডিডাব্লিউ, পিপিপি সেল, সিএডাব্লিউ,জেডইও,সিডিডাব্লিউ, নায়েম, ইএমআইএস		১২ নং এর সাথে মিলিত করা হয়েছে								
জিডি-২৩	ইএমআইএস এর জন্য আসবাবপত্র	নং/সেট	১	শপিং/আরেফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৫০	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	
জিডি-২৪	বিদ্যালয়ের জন্য চার্ট,ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি	নং/সেট	১০০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৬	১৫/০৯/২০১৬	
জিডি-২৫ (২৫ এবং ৩০)	সিকিউ এর প্রশ্নপত্র, উপবৃত্তি নির্দেশিকা এবং পিবিএম প্রিন্টিং	নং/কপি	পিবিএম-৪, ৪৪,০০০; সিকিউ-৭০,০০০; উপবৃত্তি-০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৯৮.৪২	প্রযোজ্য নয়	২০/১১/২০১৪	১২/০১/২০১৫	
জিডি-২৬	ই- লার্নিং নির্দেশিকা প্রিন্টিং	নং/কপি	৭০০০	শপিং/আরেফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৫.৬	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৬	১৫/০৮/২০১৬	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
জিডি-২৭	সিকিউ এর প্রশ্নপত্র, উপবৃত্তি নির্দেশিকা প্রিন্টিং,	নং/কপি	সিকিউ-৩,০০,৬০০; উপব্রিত্তি-১,৬৭,০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১১৪.৪৪	প্রযোজ্য নয়	১৯/০৩/২০১৫	২৪/০৪/২০১৫	
জিডি-২৮	বিজ্ঞান শিক্ষার ম্যানুয়াল প্রিন্টিং	নং/কপি	১২৫০০	শপিং/আরেফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৩.৪	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৮/২০১৫	
জিডি-২৯	এসবিএ নির্দেশিকা প্রিন্টিং	নং/কপি	৬০০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	
জিডি-৩০	পিবিএম নির্দেশিকা প্রিন্টিং	নং/কপি	জিডি-২৭ এর সাথে একত্র করা হয়েছে যা কিনা জিডি ৩৭ এবং ৩৮ এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত								
জিডি-৩১	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রিন্টিং	নং/কপি	৪০০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১১৭	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	
জিডি-৩২	জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা প্রিন্টিং	নং/কপি	৮৫০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	
জিডি-৩৩	ইন্টারকন সিস্টেম	নং/সেট	১	শপিং/আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯.৩৫	প্রযোজ্য নয়	৩০/৭/২০১৫	৩০/৮/১৫	
জিডি-৩৪	ইএমআইএস সফটওয়্যার আপগ্রেডেশন		১	ডিপিপিতে জিডি ৭ এর পুনরাবৃত্তি							
জিডি-৩৫	ইএমআইএস ডাটা সেন্টারের জন্য কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদি	নং/সেট	১	অটিএম (আইসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮৪৮	প্রযোজ্য নয়	০১/০৬/২০১৫	০১/০৯/২০১৫	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
জিডি-৩৬	ডাটা এন্ট্রি এবংস্টাইপেন্ড প্রসেসিং	এফ আর এম	১	শপিং/আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৯.৬৪	প্রযোজ্য নয়	০৫/০১/২০১৫	০১/০৬/২০১৫	
জিডি৩৭(জিডি ২৫ এবং জিডি ৩০)	ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস এর প্রিন্টিং	নং/কপি	পিবিএম-৭,৫৩,৫০০, স্টাইপেন্ড-১০,০০০, কার-৫০,০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৫০০	প্রযোজ্য নয়	০১/০১/২০১৬	০১/০২/২০১৬	
জিডি ৩৮(জিডি ২৫ এবং জিডি ৩০)	ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস এর প্রিন্টিং	নং/কপি	পিবিএম-৭,৫৩,৫০০, স্টাইপেন্ড-১০,০০০, কার-৫০,০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৫০০	প্রযোজ্য নয়	০১/০১/২০১৬	০১/০২/২০১৬	
জিডি ৩৮/১	ম্যানপাওয়ার সাপ্লাই এর জন্য ফার্ম সিলেকশান	এফ আর এম		অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩৯০	২৩.৭.১৪	২৩/৮/২০১৪	১৪/৯/২০১৪	
জিডি ৩৮/২	ইএম আইএস, জোন এবং বিভাগের জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ	মান্থ	২৪	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৯২	প্রযোজ্য নয়	১/৩/২০১৬	০১/০৮/২০১৬	
মোট পণ্য							**৩০,৭০০.৩৫**				

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
জিডি ৩৯	সাইন্স ইকুইপমেন্ট	নং/সেট	১০০০০	অটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	১৭,৯৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪০	আইসিটি লার্নিং এর জন্য কম্পিউটার , ইকুইপমেন্ট এবং সরঞ্জাম	নং/সেট	৩৭০	অটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	৮৯৫১.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪১	ঢাকা জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪২	খুলনা জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৩	ময়মনসিংহ জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৪	সিলেট জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৫	রাজশাহী জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৬	বরিশাল জোনের অধিনে	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/	১০৮৩.	প্রযোজ্য	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
	স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার					এডিবি		নয়			
জিডি ৪৭	চিটাগাং জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৮	রংপুর জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫৬	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৪৯	কুমিল্লা জোনের অধিনে স্কুলগুলোর সাইন্স ক্লাস রুমগুলোর জন্য আলমারিসহ ফার্নিচার	নং/সেট	৫৫২	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৮৩.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি ৫০	প্রি-ভোকাশানাল এবং ভোকাশানাল প্রোগ্রাম অধীনে সরঞ্জাম	নং/সেট	৬৪০	অটিএম (আইসিবি)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	৭৪৮৮.	প্রযোজ্য নয়	১৫/৪/২০১৬	১৫/৭/২০১৬	
জিডি ৫১	উপজেলা/থানার শিক্ষা অফিসের অধীনে কম্পিউটার এবং সরঞ্জাম	নং/সেট	১২৭৪	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯৮৮.৯	প্রযোজ্য নয়	০১/১২/২০১৫	০১/০৪/২০১৬	
জিডি ৫২	ভোকেশানাল এবং প্রি-ভোকাশানাল প্রোগ্রাম জন্য ফার্নিচার	নং/সেট	৭০/৭১	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯৯৮.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৫/৪/২০১৬	১৫/৬/২০১৬	
জিডি ৫৩	সি আইপির অধীনে ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস এবং কারিকুলাম	নং/সেট	এলএস	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১০৯২	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৫	০১/০৬/২০১৫	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
	ডকুমেন্টসের প্রিন্টিং										
জিডি ৫৪	আইএসএস ম্যাটেরিয়ালস,টিচার ডায়েরী,রেজিস্টার এর প্রিন্টিং	নং/কপি	১৫২৫০০০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮৯০	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২০১৫	১৫/১০/২০১৫	
জিডি ৫৫	জিপ প্রকিউরমেন্ট	নং	১০	অটিএম (এনসিবি)	হোপ	জিওবি/ এডিবি	১৪৬২.৩	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৫	০১/০৮/২০১৫	
জিডি-৫৬	মটরসাইকেল সংগ্রহ	নং	৬৪০	অটিএম (আইসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯৩৩.৮২	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৮/২০১৬	
জিডি-৫৭	স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য উপভোগযোগ্য (ব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি)		এ্লএস	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮৪৮	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	১৫/০৫/২০১৬	
জিডি-৫৮	স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য উপভোগযোগ্য (ব্যাগ, খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি)		এ্লএস	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮১৮	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	১৫/০৫/২০১৬	
জিডি-৫৯	এসি, আইপিএস, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রিন্টার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ডিইও বান্দরবানের জন্য সফটওয়্যার	সেট/সেট	২০	ক্রয় /আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৯.৮	প্রযোজ্য নয়	০১/১১/২০১৬	০১/০১/২০১৭	
জিডি-৬০	বর্ধিত ৬০ ডিইও এর জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, প্রিন্টার, এসি, আইপিএস	সেট/সেট	৬৪০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৬২২.৮	প্রযোজ্য নয়	০১/১১/২০১৫	০১/০১/২০১৬	
জিডি-৬১	পি বি এম এর জন্য ল্যাপটপ,	সেট/সেট	১৭	ক্রয় /আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/	৩৫.	প্রযোজ্য	০১/১১/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের/ সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
	কম্পিউটার, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ফটোকপি, সাউন্ড সিস্টেম, স্ক্যানার					এডিবি		নয়			
জিডি-৬২	ডেস্কটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, আইপিএস, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এসি, পেপার শেডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, সফটওয়্যার	নং/সেট	৩১	ক্রয় /আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৬১.	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৫	০১/০৬/২০১৫	
জিডি-৬৩	ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ও এম আর মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ফটোকপি, ডিজিটাল এস এল আর ক্যামেরা, এসি	নং/সেট	২৮	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯৩	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৫	১৫/০৫/২০১৫	
জিডি-৬৪	মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ডেটা বেসের জন্য সার্ভার সহ কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিকগুলি	সেট/সেট	৫০	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৮৩	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৬	০১/০৯/২০১৬	
জিডি-৬৫	শিক্ষা শাখা ও পরিকল্পনা কমিশনের জন্য কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম	নং/সেট	৫	ক্রয় /আরএফকিউএম	পিডি	জিওবি/ এডিবি	অস্পষ্ট				
জিডি-৬৬	পুরাতন ইউএসইও এর জন্য আসবাবপত্র	সেট/সেট	৩৬২	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	অস্পষ্ট	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি-৬৭	নতুন ইউএসইও এর জন্য আসবাবপত্র	সেট/সেট	২৫	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২১.৮	প্রযোজ্য নয়	০১/০৪/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	ট্রাঞ্চ-১										
ডব্লিউডি [১]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) কক্সবাজার ও বান্দারবানের জেলাসমূহে (কক্সবাজার জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি [২]	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [২]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) চট্টগ্রাম জেলায় (চট্টগ্রাম জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [৩]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি জেলা সমূহে (রাঙ্গামাটি জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
ডব্লিউডি [৪]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র)ও ফেনীর জেলাসমূহে (নোয়াখালী জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [৫]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) চাঁদপুর জেলায় (চাঁদপুর জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [৬]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) লক্ষীপুর জেলা (লক্ষীপুর জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [৭]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাসমূহে (কুমিল্লা জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
ডব্লিউডি [৮]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলাসমূহে (সিলেট জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [৯]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহে (মৌলভীবাজার জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯
ডব্লিউডি [১০]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) ঢাকা জেলা ও ঢাকা মেট্রো (ঢাকা জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								পণ্যে ব্যবহৃত না হওয়া	টেন্ডার আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
ডব্লিউডি [১১]	প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রের যোগানসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টারের জন্য শ্রেণিকক্ষ সংস্কার (বিদ্যালয় তথকেন্দ্র) নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলাসমূহে (মুন্সিগঞ্জ জোন)	সংখ্যা/ প্রতি বর্গকিলোমিটার	টিবিডি	অটিএম (এনসিবি)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১২৩.২৫	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/২০১৫	১৫/০৯/১৫	১২/১২/২০১৯

প্যাকেজ নং	পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	বাজেট (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								ইওআই এর জন্য আহ্বান	আরএফপি এর ইস্যুকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
এসডি-১	প্রোগ্রাম পরিচালনা পরামর্শদাতা (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	২৫ / ৪৯৩	কিউসিবিএস (আন্তর্জাতিক)	সিসিজিপি	জিওবি/ এডিবি	৫,৩৫৯.০৬	২৯/০১/২০১৪	১২/০৫/২০১৪	০২/০৭/২০১৫	
এসডি-২	কার্যকর পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সমন্বয় পরামর্শদাতা (দল নেতা)	ব্যক্তি /পিএম	০.০২৭৮	আইসিএস (আন্তর্জাতিক)	মন্ত্রী	জিওবি/ এডিবি	৭০২.	১৯/১২/২০১৩	প্রযোজ্য নয়	২০/০৪/২০১৪	
এসডি-৩	কার্যকর পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সমন্বয় পরামর্শদাতা (উপ দল নেতা)	ব্যক্তি /পিএম	০.০২৫	আইসিএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	১৫৫.	১৯/১২/২০১৩	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৪/২০১৪	
এসডি-৪	অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা যাচাইকরণ উপর অধ্যয়ন (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (আন্তর্জাতিক)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩০০.	৩০/০৬/২০১৫	৩০/০৮/২০১৫	৩০/১২/২০১৫	

প্যাকেজ নং	পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	বাজেট (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								ইওআই এর জন্য আহ্বান	আরএফপি এর ইস্যুকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
এসডি-৫	উপবৃত্তি প্রোগ্রাম প্রভাব মূল্যায়ন (২০১৪) (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (আন্তর্জাতিক)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩৬০.	৩০/০৪/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫	৩০/১০/২০১৫	
এসডি-৬	সংগ্রহ প্রশিক্ষণ	ইনস্টিটিউট / একাডেমী / বিশ্ববিদ্যালয়	১	এসএসএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৯০.	প্রযোজ্য নয়	৩০/১০/২০১৫	৩০/১২/২০১৫	
এসডি-৭	উপবৃত্তির তথ্য প্রসেসিং (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	পণ্য প্যাকেজ হিসাবে চুক্তি, পণ্য প্যাকেজ হিসাবে স্থানান্তর								
এসডি-৮	ডিএসএইচই নতুন বিল্ডিংয়ের অঙ্কন এবং নকশা সহ সম্ভাব্যতা অধ্যয় ন (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (আন্তর্জাতিক)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩০০.	১০/০৮/২০১৫	০১/১০/২০১৫	০১/০১/২০১৬	
এসডি-৯	উপবৃত্তি প্রোগ্রাম প্রভাব মূল্যায়ন (২০১৬) (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (আন্তর্জাতিক)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৩৬০.	০১/০১/২০১৬	০১/০৩/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	

প্যাকেজ নং	পণ্যের /সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থায়নের উৎস	বাজেট (লক্ষ টাকা)	নির্দেশকমূলক তারিখ			
								ইওআই এর জন্য আহ্বান	আরএফপি এর ইস্যুকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা
এসডি-১০	দেশব্যাপী ইএমআইএসের জন্য আইসিটি পরিষেবা চুক্তি (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৫০.	০১/০১/২০১৬	০১/০৩/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
এসডি-১১	ই-লার্নিং ক্যাম্পেইন (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৪০.	১০/০৮/২০১৫	০১/১০/২০১৫	০১/০১/২০১৬	
এসডি-১২	ই-লার্নিং বিজ্ঞান মিডিয়া প্রচার (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	৭৫.	০১/০১/২০১৬	০১/০৩/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
এসডি-১৩	ছয় টি বিষয়ের জন্য ই-লার্নিং মডিউল (ফার্ম)	ব্যক্তি /পিএম	টিবিডি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	পিডি	জিওবি/ এডিবি	২৪০.	১০/০৮/২০১৫	০১/১০/২০১৫	০১/০১/২০১৬	
এসডি-১৪	ইএমআইএস, অঞ্চল এবং জেলাগুলির জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ (আইএসপি)	মাসিক		পণ্য প্যাকেজ হিসাবে স্থানান্তরিত							

সারণি ৩২- প্রোগ্রাম অগ্রগতি

কাজের অঙ্গ সমুহ (ডিপিপি অনুসারে)		এডিপি ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী বরাদ্দ					ফেব্রুয়ারী /২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ক্রমিক নং	কোড নং	কাজের বিবরণ	পরিমান/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়			অগ্রগতি			
			বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রোগ্রাম সাহায্য (টাকাংশ)	বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
রাজস্ব খাত										
১	৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৭৪৭৬ পিএম	১০৮৬৬.	১০৮৬৬.	-	৯৯৬৮	৪৫০৮.৭৫	৪৫০৮.৭৫	
২	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	১৪৪৬ পিএম	৩৪৯.	৩৪৯.	-	১৯২৮	৪০.০৮	৪০.০৮	
৩	৩১১১৩০০	ভাতাদি	এলএস	১৫৩৩.	১৫৩৩.	-	৪৮.০০%	৭২৮.২১	৭২৮.২১	
৪	৩২৪১১০১	যাতায়াত ভাতা	এলএস	৬০০.	৬০০.		৮৫.০০%	৫০৮.৭১	৫০৮.৭১	
৫	৩২১১১২৯	অফিস ভাড়া		১২.	১২.		৯৯.০০%	১১.৮৯	১১.৮৯	
৬	৩৮২১১০৪	ভ্যাট	এলএস	১৫০.	১৫০.		১৮.০০%	২৭.৭৩	২৭.৭৩	
৭	৩৮২১১২৫	আয়কর	এলএস	১৮০.	১৮০.		২১.০০%	৩৭.	৩৭.	
৮	৩২১১১২৯	ডাক		৫.	৫.		০.০০%	০	০	
৯	৩২১১১২০	টেলিফোন		২০.	২০.		৭৯.০০%	১৫.৭	১৫.৭	
১০	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট		৩০০.	৩০০.		৯৮.০০%	২৯৪.৯৮	২৯৪.৯৮	
১১	৩২৪৩১০২	গ্যাস		৪৪.	৪৪.		৮৫.০০%	৩৭.৩১	৩৭.৩১	
১২	৩২৪৩১০১	পেট্রোল		২১০.	২১০.		৯৯.০০%	২০৭.৯৩	২০৭.৯৩	
১৩	৩২২১১১০	ব্যাংক চার্জ এবং কমিশন		১২০.	১২০.		২৪.০০%	২৮.৬২	২৮.৬২	
১৪	৩২৫৫১০৫	অফিস স্টেশনারি		১২০.	১২০.		৫৭.০০%	৬৮.৪	৬৮.৪	

কাজের অঙ্গ সমুহ (ডিপিপি অনুসারে)		এডিপি ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী বরাদ্দ						ফেব্রুয়ারী /২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ক্রমিক নং	কোড নং	কাজের বিবরণ		পরিমান/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়			অগ্রগতি			
				বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রোগ্রাম সাহায্য (টাকাংশ)	বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
১৫	৩২৫৭১০৩	স্টাডিজ এন্ড সাব কন্ট্রাক্ট			৪৮০.	৪৮০.		৫৭.৮০%	২৭৭.৪৮	২৭৭.৪৮	
	৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয়			১০০.	১০০.		০.০০%	০	০	
১৬	৩২১১১২৭	শিক্ষা উপকরণ প্রিন্টিং			২১০.	২১০.		১০০০০%	৬.৫	৬.৫	
১৭	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন বিল		এলএস	১৬.	১৬.		৩১.০০%	৪.৮৯	৪.৮৯	
১৮	৩২৩১২০১	ট্রেনিং	লোকাল (জন)	১৩০০০০	১৩০০০.	১৩০০০.		৬৯৮৬১	৬১২৮.১৭	৬১২৮.১৭	
	৩২৩১১০১		বৈদেশিক (জন)	৭৮৯	৩০০০.	৩০০০.		৪৭৬	৩৪৩০.৪২	৩৪৩০.৪২	
১৯	৩২১১১১১	ওয়ার্কশপ		৬০	৩৫০.	৩৫০.		৩৫	১৩৮.৫	১৩৮.৫	
২০	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন		এলএস	২০.	২০.		২৭.০০%	৫.৩৭	৫.৩৭	
২১	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	স্থানীয়	৪০ পিএম	৫০০.	৫০০.		৩৯.৬৮	৯৫.৫৯	৯৫.৫৯	
			বৈদেশিক	৮ পিএম	৪৯০.	৪৯০.		৭	৩৩৯.৫৩	৩৩৯.৫৩	
২২	৩২৫৮১০১	সম্মানী		এলএস	২০.	২০.		১৩.০০%	১৪.৫	১৪.৫	
২৩	৩২১১১০৪	আউটসোর্সিং ও অন্যান্য		১৪০ জন	৯৬০.	৯৬০.		২১.০০%	২০৪.৭৬	২০৪.৭৬	
২৪	৩২৫৮১০১	রিপেয়ার এবং মেইন্টেনেন্স		এলএস	৯৫.	৯৫.		৬২.০০%	৫৮.৭৬	৫৮.৭৬	
২৫	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত		এলএস	৫০.	৫০.		১০০.০০%	৫০.০৬	৫০.০৬	
২৬	৩২৫৮১০৫	অফিস সরঞ্জাম মেরামত		এলএস	০	০		০.০০%	০	০	
২৭	৩৬৩১১০১	শিক্ষকের বেতন		১১৬৪০	৪৬০০.	৪৬০০.		৭৭৬০	১৪১০.০৩	১৪১০.০৩	

কাজের অঙ্গ সমুহ (ডিপিপি অনুসারে)			এডিপি ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী বরাদ্দ				ফেব্রুয়ারী /২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ক্রমিক নং	কোড নং	কাজের বিবরণ	পরিমান/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়			অগ্রগতি			
			বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রোগ্রাম সাহায্য (টাকাংশ)	বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
২৮	৫৯১৯	পাঠাভ্যাস উন্নয়ন		০	০		০.০০%	০	০	
২৯		ইন্টাররেস্ট অব ফরেন ডেবট	এলএস	০	০		০.০০%	০	০	
৩০	৩৭২১১০৪	স্টাইপেন্ড	৩০০০০০	৩১০০.	৩১০০.		০.০০%	১০৪.৭৪	১০৪.৭৪	
৩১	৬৬০০	ব্লক এলোকেশন		০	০		০.০০%	০	০	
উপমোট			ক)	৪১৫০০.	৪১৫০০.			১৮৭৮৪.৫৭	১৮৭৮৪.৫৭	
ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট										
৩২	৪১১২১০১	যানবাহন	২	০	০		০	০	০	
৩৩	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং পেরিফেরিয়ালস	এলএস	৫০.	৫০.		০	০	০	
৩৪	৪১১২২০২	কম্পিউটার একসেসরিস/ অফিস ইকুপমেন্ট	এলএস	১০৭৯০.	১০৭৯০.		৫.০০%	৫০৫.৯৪	৫০৫.৯৪	
৩৫	৪১১২৩১২	লানিং ম্যাটরিয়ালস	২০০০০	১৬৬০.	১৬৬০.		১০০০০	৮২৫.৬	৮২৫.৬	
৩৬	৪১১২৩১৪	ফার্নিচার	৪ প্যা।/৩১০৮	৪১০০.	৪১০০.		৪১.০০%	১৬৮২.১২	১৬৮২.১২	
৩৭	৪১১২৩০৬	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	১০০০০ টি প্র	৯০০.	৯০০.		৯৯২৭	৫৭৫.	৫৭৫.	
৩৮	৪১১১২০১	সিভিল ওয়ার্কস	১০	২৬০০০.	২৬০০০.		৭০.০০%	২৬০০০.	২৬০০০.	
উপমোট			খ)	৪৩৫০০.	৪৩৫০০.			২৯৫৮৮.৬৬	২৯৫৮৮.৬৬	
৩৯	৩৮২১১০০	সিডি ভ্যাট	এলএস	০	০		০.০০%	০	০	

কাজের অঙ্গ সমুহ (ডিপিপি অনুসারে)		এডিপি ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী বরাদ্দ					ফেব্রুয়ারী /২০২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ক্রমিক নং	কোড নং	কাজের বিবরণ	পরিমান/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়			অগ্রগতি			
			বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রোগ্রাম সাহায্য (টাকাংশ)	বাস্তব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
৪০		Physical contigencies	এলএস	০	০		০.০০%	০	০	
৪১		Price contigencies	এলএস	০	০		০.০০%	০	০	
উপমোট			গ)	০	০		০	০	০	
সর্বমোট			**(ক+খ+গ)**	**৮৫০০০.**	**৮৫০০০.**			**৪৮৩৭৩.২৩**	**৪৮৩৭৩.২৩**	

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ওয়াচ
শতাব্দি হক টাওয়ার (চতুর্থ তলা), ৫৮৬/৩, বেগম রোকেয়া সরণী